উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

এত শুল্ক চাপাব যে তোমাদের মাথা ঘুরে যাবে ›› ৭

ইআরও-এইআরও নিয়োগের নির্দেশ
রাজ্যে বিধানসভা ভিত্তিক ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (ইআরও) এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার নিয়োগ করতে রাজ্যকে চিঠি পাঠালেন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক। ›› ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৪°	২৬°	৩৩°	২৬°	৩৩°	২৬°	৩২°	২৬°

অনামি দলের মোটা টাকা, কমিশনকে প্রশ্ন রাহুলের ›› ৭

১১ ভাদ্র ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 28 August 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 101

ভূস্বর্গে বিপর্যয়

প্রবল বৃষ্টিতে তাওয়াই নদীতে ভেঙে পড়েছে সেতু। বুধবার জম্মুতে। -পিটিআই

পরীক্ষার দিনই কলেজে দেব

এসএসসি নিয়ে রায়গঞ্জে বিতর্ক

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ২৭ অগাস্ট : টলিউড তারকা তথা সাংসদ দেবকে ঘিরে উন্মাদনায় রায়গঞ্জ মেতে উঠলেও এবার সেই উন্মাদনা তৈরি করেছে বিতর্ক। আগামী ৭ সেপ্টেম্বর রায়গঞ্জের সুরেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়ে তাঁর অভিনীত নতুন ছবির প্রোমো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। কিন্তু একই দিনে ওই কলেজেই স্কুল সার্ভিস কমিশনের নবম-দশম স্তরের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা থাকায় সময়সূচি নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর।

পরীক্ষার সময় নির্ধারিত রয়েছে দুপুর ১২টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত। আর দেবের প্রোমো সময় বেঁধে রাখা হয়েছে দুপুর ২টো। দীর্ঘ দশ বছর পর এসএসসি পরীক্ষা হতে চলেছে। কয়েক মাস আগে দুর্নীতির অভিযোগে বাতিল হওয়া তালিকার বহু প্রার্থীও এবার পরীক্ষা দিচ্ছেন। তাই একই দিনে কলেজ চত্বরে দেবের প্রোমো হলে জনসমাগমের কারণে পরীক্ষার্থীদের সমস্যায় পড়তে হতে পারে বলে দাবি বিরোধীদের।

উত্তর দিনাজপুর জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহিত সেনগুপ্ত বলেন, 'আমরা দেবের ছবির বিপক্ষে নই। অভিনেতা দেবকে রায়গঞ্জে স্বাগত জানাই। কিন্তু এসএসসি দুর্নীতির ইতিহাস সকলেই জানেন। এবার সেই বাতিল প্যানেলের বহু যোগ্য প্রার্থী পরীক্ষা দেবেন। অথচ একই সময়ে প্রোমো হলে ভিড়ের জন্য পরীক্ষা বিঘ্নিত হতে পারে। তাই দেবের প্রোমো অনুষ্ঠান পিছিয়ে দেওয়াই উচিত।'

গত বছর ডিসেম্বরেও দেব রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে তাঁর ছবির প্রোমো করতে এসেছিলেন। সেদিন 'ফ্যান' জনতার ভিড় এতটাই হয়েছিল যে মাঠে তিলধারণের জায়গা ছিল না। এবারও একই পরিস্থিতি তৈরি হলে পরীক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে আশঙ্কা করছেন পরীক্ষার্থী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরাও। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পরীক্ষার্থীর বক্তব্য, 'দশ বছর পর পরীক্ষা হতে চলেছে। এখন যদি বিনোদনের জন্য পরীক্ষার্থীদের ক্ষতি হয়, তার থেকে দুর্ভাগ্যের কিছু হতে পারে না।'

যেখানে সমস্যা

- আধঘণ্টার ব্যবধানে একই কলেজ ক্যাম্পাসে এসএসসির শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা, আবার সাংসদ অভিনেতা দেবের সিনেমার প্রোমো অনুষ্ঠান
- বিরোধীদের দাবি, একই জায়গায় একই দিনে পরীক্ষা ও দেবের ছবির প্রোমো অনুষ্ঠান হলে পরীক্ষার্থীরা সমস্যায় পড়তে পারেন
- দেবের বিনোদন অনুষ্ঠান পিছিয়ে দেওয়ার দাবি বিরোধীদের
- পরীক্ষার্থীদের একাংশও সমস্যার আশঙ্কা করছেন
- কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সদুত্তর মেলেনি

বিজেপি জেলা সভাপতি নিমাই কবিরাজও কটাক্ষ করে বলেন, 'রাজ্য সরকারের শিক্ষক নিয়োগে কোনও আগ্রহ নেই। তাই বিনোদনই হাতিয়ার। একই জায়গায় পরীক্ষা আর তৃণমূলের সাংসদ-অভিনেতার প্রোমো অনুষ্ঠানের মতো ঘটনা লজ্জাজনক। ধিক্কার জানাই।'

তৃণমূলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল অবশ্য দায় চাপিয়েছেন কলেজ কর্তৃপক্ষের উপর। তাঁর কথায়, 'কলেজে দেবের প্রোমো হলে অনুমতি নিশ্চয়ই কর্তৃপক্ষই দিয়েছেন। তবে পরীক্ষার বিষয়টিও মাথায় রাখা উচিত।'

তবে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফে এখনও স্পষ্ট কোনও অবস্থান জানানো হয়নি। কলেজের অধ্যক্ষ চন্দন রায় ফোন ধরেননি। হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করে এই বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি শুধু মেসেজ লিখে জানান, মেডিকেল গ্রাউন্ডে ছুটিতে রয়েছেন। কাজে যোগ না দেওয়া পর্যন্ত মন্তব্য করতে পারবেন না।

এদিকে, কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক শংকর রায় বলেন, 'আমি মাত্র তিনদিন ধরে দায়িত্বে আছি। এই সময়ে কোনও অনুমতি দিইনি। আগে হয়ে থাকলে আমার জানা নেই।'

সুরেন্দ্রনাথ কলেজের প্রশাসক তথা মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি বলেন, 'এ বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই। কলেজ কর্তৃপক্ষই ভালো বলতে পারবেন।'

তবে পরীক্ষার দিন কলেজে দেবের অনুষ্ঠান নিয়ে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে পরীক্ষার্থীদের একাংশের মধ্যে। অনেকেই বলছেন, পরীক্ষার পরে দেবের অনুষ্ঠান হলেও বহু লোক আগে থেকে এলাকায় আসবেন। তাতে সমস্যা হতে পারে।

মহিলা সমবায়ে তছরুপ, গ্রেপ্তার তিন

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কুমারগঞ্জ, ২৭ অগাস্ট : কুমারগঞ্জে মহিলা সমবায় সমিতিতে ১০ লক্ষ টাকার তছরুপের অভিযোগে তিন সদস্যাকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। অভিযোগ দায়েরের প্রায় তিন মাস পর এই গ্রেপ্তারিতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কুমারগঞ্জ ব্লকের ভোঁওর অঞ্চলে মহিলা সমবায় সমিতিতে দুর্নীতির অভিযোগে বুধবার সমিতির নেত্রী সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। খোদ বিডিও'র তরফে অভিযোগ দায়েরের পরও দুর্নীতিতে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারিতে এত দেরি হওয়ায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে সিপিএম। যদিও পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, তদন্ত চলছিল। সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়ার পরই ওই তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

কী অভিযোগ

- সমবায়টির আর্থিক লেনদেনে ১০ লক্ষ টাকার গরমিল পাওয়া গিয়েছে
- অভিযোগ দায়ের করেন বিডিও
- অভিযোগ দায়েরের প্রায় তিন মাস পর গ্রেপ্তারি
- তদন্তে বিলম্ব হওয়ার অভিযোগ তুলেছে সিপিএম

কুমারগঞ্জ ব্লকের ভোঁওর অঞ্চলের মহিলা পরিচালিত 'সারদা সংঘ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড'-এ আর্থিক তছরুপের অভিযোগ সামনে আসে চলতি বছরের মে মাসে। হিসাব পরীক্ষার সময় দেখা যায়, প্রায় ১০ লক্ষ টাকার হিসেবে গরমিল রয়েছে। ডিআরডিসি'র নির্দেশে কুমারগঞ্জ ব্লক প্রশাসন ওই মাসেরই মাঝামাঝি সময় থানায় অভিযোগ দায়ের করে। সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতেই ওই তিন সদস্যাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এরপর দশের পাতায়

চাকরি বিক্রিতে জীবনের রেট চার্ট

রিমি শীল ও অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৭ অগাস্ট : ঘুষেরও রেট থাকে। জীবনকৃষ্ণ সাহা গ্রেপ্তার না হলে হয়তো এই তথ্য অজানা থেকে যেত। গ্রেপ্তারের পর তৃণমূল বিধায়ককে লাগাতার জেরা ও প্রাথমিক অনুসন্ধানে ইডি'র হাতে এখন একের পর এক বিস্ফোরক তথ্য। মারাত্মক সব অভিযোগের অন্যতম হল চাকরি দেওয়ার নাম করে তোলাবাজির রেট চার্ট। ওই রেট বেঁধে দিয়েছিলেন জীবনকৃষ্ণই।

বড়ঞার বিধায়কের বেঁধে দেওয়া ওই রেটে নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষকের চাকরি পেতে গুনতে হত ১৫ লক্ষ টাকা। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক পদে নিয়োগপত্র পাওয়ার দর ছিল ২০ লক্ষ টাকা। হাই ও হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে গ্রুপ-সি কর্মী ও গ্রুপ-ডি কর্মীর চাকরি পেতে রেটটা একটু কম। যথাক্রমে ১০ ও ৮ লক্ষ টাকা। ইডি জানতে পেরেছে, বিপুল পরিমাণ এই টাকা তোলার জন্য বেশ কিছু এজেন্ট ছিল জীবনকৃষ্ণের।

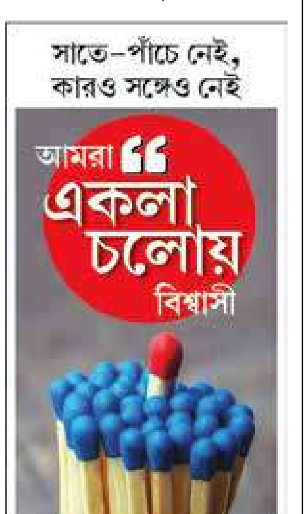

সেরকম কয়েকজন এজেন্টের কাছ থেকে প্রায় ৪ হাজার চাকরিপ্রার্থীর তালিকা পেয়েছেন তদন্তকারীরা। টাকা আদায়ের ব্যাপারে আরও বিস্তারিত জানতে সেই এজেন্টদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করার কথা ভাবছে ইডি। জীবনকৃষ্ণের সঙ্গে মুখোমুখি বসিয়ে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে। কার কার থেকে ওই এজেন্টরা টাকা হাতিয়ে বিধায়ককে দিয়েছিলেন, সেই তালিকাও এখন ইডি'র হাতে।

এমনকি, বিধায়ক হিসাবে বিধানসভা থেকে বেতন ও ভাতা জমা পড়ার তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্টের দিকেও নজর রয়েছে তদন্তকারীদের। তাঁরা জানতে পেরেছেন, পরিবারের বিভিন্ন লোকের নামে ঢালাও সম্পত্তি করেছিলেন জীবনকৃষ্ণ। একের পর এক সেইসব সম্পত্তিরও খোঁজ মিলছে। বোলপুরের জামবুনি বাসস্ট্যান্ডের কাছে তিন কামরার একটি ফ্ল্যাট রয়েছে তাঁর। সেটার সংলগ্ন পাঁচ কাঠা জমির মালিকও তিনি। জমি অবশ্য তাঁর স্ত্রীর নামে।

পরিবারের সঙ্গে দুর্নীতির যোগের সূত্রে বিধায়ককে গ্রেপ্তারের দিন সাঁইথিয়ায় তাঁর পিসির বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়েছিল।

এরপর দশের পাতায়

বিকল্প বাজার খুঁজছে দিল্লি

৮৭ বিলিয়নের বাণিজ্যে কোপ

নয়াদিল্লি, ২৭ অগাস্ট : আটকানো গেল না। বুধবার থেকে ভারতীয় পণ্যের ওপর মার্কিন শুল্ক চেপে বসেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষিত সেই ৫০ শতাংশ হারেই। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্টের 'ব্যক্তিগত' বন্ধুত্ব, সাড়ম্বরে ভারতে ডেকে এনে নমস্তে ট্রাম্প কর্মসূচি ইত্যাদি কোনওকিছুই শুল্কের বোঝা ঠেকাতে পারল না।

যার জেরে প্রাথমিক হিসাবেই আমেরিকায় ভারত থেকে রপ্তানি হওয়া পণ্যের প্রায় ৮৭ বিলিয়ন ডলারের বাজার হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা প্রবল হয়েছে। বিদেশমন্ত্রকের বক্তব্য অনুযায়ী, বড় ধাক্কা খাবে পোশাক রপ্তানির বাণিজ্য। এছাড়া রত্ন, গয়না, চর্মজাত দ্রব্য, চিংড়ি সহ সামুদ্রিক খাবার, সিমেন্ট, জুতো, রাসায়নিক এবং যন্ত্রাংশের বিপুল রপ্তানি ছিল আমেরিকায়। শুল্ক কমানোর বোঝাপড়া না হলে সেই রপ্তানিও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ওইসব পণ্যের চাহিদা ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে থাকলেও আমেরিকার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বোঝাপড়া মজবুত থাকায় এতদিন সেদিকে তেমন নজর দেওয়া হয়নি বলে বিদেশমন্ত্রক এখন স্বীকার করছে। অন্য দেশের বাজারের দিকে এখন নজর দেওয়া হচ্ছে এবং নতুন বাজার খোলার জন্য মরিয়া চেষ্টা চলছে বটে। কিন্তু আমেরিকার বাজার হাতছাড়া হলে সেই ধাক্কা অন্যান্য দেশে পণ্য রপ্তানি করে সামাল দেওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে সংশয় আছে।

পরিস্থিতি এতটাই স্পর্শকাতর যে, আমেরিকায় রপ্তানিতে মন্দার পূর্বাভাস স্পষ্ট হলেও বণিকসভাগুলি সংঘাতের বার্তা বা বিরূপ প্রতিক্রিয়া দিচ্ছে না। ফিকির ডিরেক্টর জেনারেল জ্যোতি ভিজের বক্তব্য, 'মার্কিন শুল্ক আমাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ, তবে আমরা কাটিয়ে উঠতে পারব।' হিরে ব্যবসায়ী জয়েশ প্যাটেলের কথায়, 'আমেরিকা নিশ্চয়ই বড় বাজার। তাই আমাদের কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে বটে।'

ধাক্কা কীসে

- ভারতের পোশাক শিল্পের বড় বাজার আমেরিকা। বছরে ১০৮০ কোটি ডলারের ব্যবসা হয়
- বছরে ১০০০ কোটি ডলারের গয়না ও অলংকার যায় আমেরিকায়। কর্মহীনতার আশঙ্কা কারিগরদের
- চিংড়ি ও বিভিন্ন জলজ প্রাণী রপ্তানির সাড়ে ৩২ শতাংশই যায় আমেরিকায়। চিন্তায় চিংড়িচাষিরা
- ১২০ কোটি ডলারের কার্পেট রপ্তানি হয়। এই শিল্পের সঙ্গে যুক্তরা চিন্তিত
- ভারতীয় জুতো ও অন্যান্য চামড়ার পণ্যের বড় বাজার আমেরিকা
- বাসমতী চাল, চা, মশলা ইত্যাদি খাদ্যপণ্য আমদানি করে আমেরিকা। এই সমস্ত দ্রব্যের রপ্তানি নিয়ে চিন্তা

ধাক্কা সামলাতে মরিয়া কেন্দ্রীয় সরকার এখন বিকল্প বাজারের খোঁজে হন্যে হয়ে চেষ্টা করছে। ভারতীয় পণ্য রপ্তানি করার জন্য অন্তত ৪০টি দেশের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে নয়াদিল্লি। সেই দেশগুলির তালিকায় ব্রিটেন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়ার

এরপর দশের পাতায়

বৈষ্ণোদেবীর পথে ধসে নিহত ৩৬

শ্রীনগর, ২৭ অগাস্ট : বিপর্যস্ত উত্তর ভারত। প্রবল বর্ষণে পাহাড়ি রাজ্য জম্মু ও কাশ্মীর ভয়ানক বিপদের মুখে। বৈষ্ণোদেবীর পথ ধসে বুধবার রাত পর্যন্ত অন্তত ৩৬ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। ধসে আরও অনেকে আটকে রয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। উদ্ধারের কাজ চললেও মাত্র ২৩ জন আহতের হদিস পাওয়া গিয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে মনে করছে প্রশাসন।

সবচেয়ে দুশ্চিন্তার কারণ, রাস্তা ধসে কোথাও কোথাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ায় পুজোয় পর্যটনে বড় ধাক্কা খাবে। ওই পথ দিয়ে বৈষ্ণোদেবীতে পর্যটকদের যাওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়ছেন পর্যটক ও তীর্থযাত্রীরাই। কাশ্মীর প্রশাসনের হিসেব অনুযায়ী, গত ১২ দিনে পাহাড় ধসের কারণে যে ১৩৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ১২৯ জনই তীর্থযাত্রী।

দুর্যোগ পঞ্জাবেও

দুর্ঘটনাগুলি ঘটেছে পাহাড়ি রাজ্যটির কিস্তোয়ার, কাঠুয়া ও রিয়াসি জেলায়। এজন্য প্রশাসনকেই দোষারোপ করছে পুলিশের একাংশ। স্থানীয় এক পুলিশ আধিকারিকের কথায়, 'আবহাওয়ার পূর্বাভাস ঘনঘন জানানো সত্ত্বেও মাচাইল মাতা ও বৈষ্ণোদেবী যাত্রা বন্ধ না রেখে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেছে প্রশাসন।' কেবল জম্মুতেই গত ২৪ ঘণ্টায় ২৯৬ মিমি বৃষ্টি রেকর্ড হয়েছে, যা ৫০ বছরের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। উধমপুরে ৬২৯ মিমি রেকর্ড বৃষ্টি হয়েছে।

দুর্যোগ পরিস্থিতির এখনই বদল হওয়ার সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। আপাতত আরও দু-তিনদিন আবহাওয়া এমনই থাকবে। আরও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকায় কোনও কোনও জায়গায় লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কাটরা, জম্মু, সাম্বা, রিয়াসি, উধমপুর, ডোডা এবং কিস্তোয়ার জেলায় ধস এবং হড়পার সতর্কতাও দেওয়া হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

মা আসছেন
৩১
দিন পর

এডিশন স্পেশাল

প্রসূতি মৃত্যু বৃদ্ধিতে উদ্বেগ

›› *পাঁচের পাতায়*

অপসারিত গৌড়বঙ্গের উপাচার্য

কল্লোল মজুমদার ও নয়নিকা নিয়োগী

মালদা ও কলকাতা, ২৭ অগাস্ট : রাজভবনের কোপের মুখে এবার গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্য পবিত্র চট্টোপাধ্যায়। দুর্নীতি ও কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে তাঁকে অপসারণ করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। মঙ্গলবার রাতে রাজভবন থেকে অপসারণ সংক্রান্ত ই-মেল সরাসরি এসে পৌঁছেছে উপাচার্যের কাছে। জারি হয়েছে বিজ্ঞপ্তিও। ওই নির্দেশিকা পাওয়ার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বিশ্বজিৎ দাস। বুধবার তিনি বলেন, 'অপসারণের ই-মেলটি উপাচার্য আমাকে ফরওয়ার্ড করে দিয়েছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন এখন থেকে তাঁর কাছে আর কোনও ফাইল না পাঠাতে।' রেজিস্ট্রারের দাবি, 'উচ্চশিক্ষা দপ্তরে সব জানিয়েছি। তারা আমাকে অপেক্ষা করতে বলেছে।'

কিন্তু হঠাৎ করে কেন উপাচার্যকে অপসারণ করা হল? বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, উপাচার্য তাঁর দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান ২৫ অগাস্ট করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন আচার্য। কিন্তু তা করতে ব্যর্থ হন উপাচার্য। এর পরেই রাজ্যপালের নির্দেশে তাঁকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় বলে খবর। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, অপসারণের পিছনে রয়েছে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ। গত ৯ বছর ধরে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও

পবিত্র চট্টোপাধ্যায়

কোপের মুখে

- দুর্নীতি ও কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে অপসারণ উপাচার্যের
- গত ৯ বছর ধরে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও সমাবর্তন হয়নি
- ২৫ অগাস্ট সমাবর্তন করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন আচার্য
- কিন্তু তা করতে ব্যর্থ হন উপাচার্য
- এর পরেই রাজ্যপালের নির্দেশে তাঁকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় বলে খবর

সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয়নি। রেজিস্ট্রার বলেন, 'রাজ্যপালের দপ্তর থেকে ২৫ অগাস্ট সমাবর্তন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ৯ বছরে যে বিপুল পরিমাণ ছাত্রছাত্রীর সার্টিফিকেট, মেডেল দেওয়া নিয়ে কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপার রয়েছে যা করতে হয় পদ্ধতি মেনে। আমরা তা করছিলাম। আমরা জানিয়ে দিয়েছিলাম এত অল্প সময়ের মধ্যে সমাবর্তন করা সম্ভব নয়। সময় চেয়ে চিঠি আমরা নির্দিষ্ট তারিখের এক মাস আগে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু অপর প্রান্ত থেকে আমরা কোনও উত্তর পাইনি।'

শুধু সমাবর্তন নয়, দীর্ঘ কয়েকবছর ধরে অনৈতিকভাবে অর্থ আদায়ের অভিযোগ উঠছিল অন্তর্বর্তী উপাচার্যের বিরুদ্ধে। কলকাতা হাইকোর্টে সেই আর্থিক অনিয়মের বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে মামলাও।

যদিও রেজিস্ট্রারের বক্তব্য, "হঠাৎ করে তো কর্তব্যের গাফিলতি কিংবা দুর্নীতি বলা যায় না।

এরপর দশের পাতায়

উচ্চমাধ্যমিক সিমেস্টার শেষ হলে দরকারে ক্লাস

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৭ অগাস্ট : যে যে স্কুলে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সিট পড়ে, সেখানে সাধারণত পরীক্ষার দিনগুলিতে পঠনপাঠন বন্ধ থাকে। তবে এবছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ব্যাপারটা আলাদা। এবার একগুচ্ছ নতুন নিয়ম। প্রথমবার সিমেস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা। সেইসঙ্গে পর্ষদের তরফে বলা হয়েছে, পরীক্ষার দিনগুলোতেও প্রয়োজনে পঠনপাঠন চালু রাখতে পারবে সেই স্কুলগুলি।

তবে সেক্ষেত্রে কিছু নিয়মকানুন মানতে হবে। এবছর সকাল ১০টা থেকে ১১টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত পরীক্ষা হবে। পরীক্ষা পরবর্তী কাজ শেষ করতে আরও কিছুক্ষণ সময় লাগবে। সেই কাজ মিটিয়ে দুপুর ১২টার পর কোনও স্কুল কর্তৃপক্ষ চাইলে অন্যান্য শ্রেণির পঠনপাঠন চালিয়ে যেতে পারবে। তবে সেক্ষেত্রে যেসব শিক্ষক পরীক্ষাগ্রহণের কাজে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁরা আর সেদিন পাঠদান করবেন না। পর্ষদ এমনটা বললেও, এক্ষেত্রে কিন্তু পরিকাঠামোর একটা সমস্যা রয়েই যাচ্ছে। তাই পর্ষদের পরীক্ষা পরিচালনার পর শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ক্লাস নেওয়া কতটা সম্ভব হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে স্কুলগুলি।

বুধবার কালচিনি ও মাদারিহাটে পরীক্ষাকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকদের সঙ্গে পরীক্ষার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। তখনই পরীক্ষার দিনে পঠনপাঠন চালু রাখা কতটা সম্ভব, তা জানতে চান অনেকে।

প্রস্তাব পর্ষদের

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার আলিপুরদুয়ার জেলার যুগ্ম আহ্বায়ক ভাস্কর মজুমদার বলেন, 'পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার পর স্কুল কর্তৃপক্ষ চাইলে অন্যান্য ক্লাসের পঠনপাঠন চালু রাখতে পারবে। সেজন্য পরিকাঠামোর প্রয়োজন।' তিনি আরও বলেন, 'এবছর ওএমআর শিটে পরীক্ষা হবে। বিষয়টি পরীক্ষার্থীদের কাছে নতুন। ওদের ধাতস্থ হতে সময় লাগবে। ভুলভ্রান্তি হওয়া থেকে সতর্ক থাকতে হবে।'

পর্ষদ থেকে বলা হয়েছে, প্রতি ১০ জন পরীক্ষার্থী পিছু একজন করে শিক্ষক থাকতে হবে। সেই হিসেবে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা পরিচালনার কাজে অন্যান্যবারের তুলনায় অতিরিক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রয়োজন হবে। যদি কোনও স্কুলে পর্যাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা না থাকে, তবে অন্য স্কুল থেকেও শিক্ষক নিয়ে আসা হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে কি তাহলে পরীক্ষার পর আবার পঠনপাঠন সম্ভব?

জানতে চাইলে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক জয়ন্ত সাহা বলেন, 'পরীক্ষার পর ক্লাস নেওয়ার বিষয়ে পর্ষদের নির্দেশিকা স্পষ্ট হোক। পঠনপাঠন চালাতে সমস্যা হতে পারে।' অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘের জেলা সম্পাদক পিরাজ কিরণ মানছেন যে, পর্ষদের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়াটা বড় ব্যাপার। ক্লাস নেওয়া নিয়ে সন্দিহান তিনিও।

নাবালিকা পাচারের ছক বানচাল

অরিন্দম বাগ

মালদা, ২৭ অগাস্ট : চার নাবালিকাকে পাচারের ছক বানচাল করল আরপিএফ। ওই নাবালিকারা ভাগলপুরের বাসিন্দা। বুধবার তাদের উদ্ধার করে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

রেলের তরফে প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, গত মঙ্গলবার খালতিপুর স্টেশনে চার নাবালিকাকে ডাউন কাটিহার-হাওড়া এক্সপ্রেস থেকে নামতে দেখা যায়। কর্তব্যরত আরপিএফ জওয়ানরা তাদের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে যেতে দেখেন। এরপর স্থানীয় মহিলার উপস্থিতিতে ওই চার নাবালিকা আরপিএফকে নিজেদের পরিচিতি জানায়। সঙ্গে সঙ্গে এক নাবালিকার অভিভাবকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন আরপিএফ আধিকারিকরা। রাতেই রেলওয়ে চাইল্ডলাইনের মাধ্যমে চার নাবালিকাকে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় ভাগলপুরের পার্বত্যা পুলিশ স্টেশনে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

তাদের বয়স ১২ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে। প্রাথমিক জেরায় চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির সদস্যরা জানতে পেরেছেন, স্কুলে যাওয়ার পথে এক অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে ওই নাবালিকাদের যোগাযোগ হয়। এক সময় কোনও কিছুর প্রলোভন দিয়ে ওই ব্যক্তি নাবালিকাদের কলকাতায় আসতে বলে। প্রলোভনে পা দিয়ে চার নাবালিকা কলকাতার উদ্দেশে রওনা হয়েছিল। যাওয়ার পথে এক নাবালিকা ভয় পেয়ে যায়। ট্রেনের এক যাত্রীর ফোন নিয়ে ওই নাবালিকা বাড়িতে ফোন করলে বাড়ি থেকে পরের স্টেশনে নেমে যেতে বলে।

JALPAIGURI FOREST CORPORATION DIVISION

NIT No.	Work of details	Estimated Amount	Remarks
02/JFCD/2025-26	Renovation of Depot by making Iron Gate with Post Pillers for Khunia Depot, Chalsa FC Range under Jalpaiguri Forest Corporation Division, WBFDC Ltd.	Rs. 2,31,267.00 (Including all Taxes)	Bidding Starting date- 28.08.2025 (11.00 A.M.) Bidding Closing date- 04.09.2025 (05.00 P.M.)
03/JFCD/2025-26	Renovation of Depot by galvanized, strand or barbed wire fencing around Khunia Depot, Chalsa FC Range under Jalpaiguri Forest Corporation Division, WBFDC Ltd.	Rs. 6,27,927.00 (Including all Taxes)	Bidding Starting date- 28.08.2025 (11.00 A.M.) Bidding Closing date- 04.09.2025 (05.00 P.M.)

For all details and online submission visit- https://wbtenders.gov.in

Sd/- Divisional Manager, Jalpaiguri Forest Corporation Division, Jalpaiguri

NOTICE INVITING TENDER

Chief Medical Officer of Health, Darjeeling invites Notice Inviting E-Tender vide No: 1485/DH&FWS/SMP/2025 Dated 21.08.25 in connection with "Different Printing Materials". The last date of submission of Bid is 09.09.2025 upto 06.00 P.M. For details please communicate office of the undersigned at 2nd Floor, Siliguri Mahakuma Parishad Building, Hakimpara, Siliguri or visit https://wbtenders.gov.in.

Sd/-Dr T. Pramanik
Chief Medical Officer of Health, Darjeeling

UTTAR BANGA KRISHI VISWAVIDYALAYA
P.O.Pundibari, Dist. Cooch Behar
West Bengal-736165
Advt.No. UBKV/Rect./02/2025
Dated 27.08.2025

Walk-in-interview will be held for Part-Time Guest Lecturer (1) Fruit Science and (2) Farm Machinery and Power on purely temporary basis for Uttar Banga Krishi Viswavidyalaya, Pundibari, Cooch Behar. Relevant details are available at the University website www.ubkv.ac.in

Registrar (Actg.)

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে টেলিকম কাজ

... www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেখুন।

ডিআরএম (এস এন্ড টি), আলিপুরদুয়ার ডিভিশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

সাময়িক রক্ষণাবেক্ষণ এবং এটেন্ডিং ফেইলারের সম্পাদন

ই-টেন্ডার নং. এসএনটি-১৯-এলএমজি-২০২৫-২৬ তারিখঃ ২১-০৮-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম এবং ইহার স্থানঃ লামডিং মণ্ডলের চাপরমুখ শাখা সহিত কামাখ্যা-জামগুড়ি খণ্ডে ০১ (এক) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে ৮৫ টি কির্লোস্কার মেক পরিবেশ-অনুকূল ডিজি সেটের (১৫ কেভিএ ৫৮ টি এবং ৭.৫/৫ কেভিএ ২৭ টি) জন্যে সাময়িক রক্ষণাবেক্ষণ এবং এটেন্ডিং ফেইলারের সম্পাদন। টেন্ডার রাশিঃ ৩০,৯৪,৫১১.৩৮/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৬১,৯০০/- টাকা। ...

www.ireps.gov.in

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

NIT No. DDP/N-22/2025-26

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N-22/2025-26 Serial No- 1, 2, 3 & 4.regarding credential of the work stated in the NIT No- DDP/N-22/2025-26 Serial No- 1, 2, 3 & 4- of Dakshin Dinajpur Zilla Parishad Details of Corrigendum may be seen in the website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N- 31 of 20254-26 SL No- 1 & 35 of 25-26 SL 1

Corrigendum Notice of NIT No. NIT No. DDP/N-31 of 20254-26 SL No- 1 & 35 of 25-26 SL 1 Closing date extended upto 01/09/2025 14.00 Hours. Details of NIT may be seen in the Website www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

সেপ্টেম্বর/২০২৫ এবং অক্টোবর/২০২৫ মাসের জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ডেপুটি সিএমএম/ডি/নিউ বঙ্গাইগাঁও-এর আওতাধীন সেপ্টেম্বর/২০২৫ এবং অক্টোবর/২০২৫ মাসের জন্য রেলওয়ে স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি নিম্নরূপ শিডিউল করা হলো :-

ক্রম নং	মাস	তারিখ
১	সেপ্টেম্বর/২০২৫	০৯-০৯-২০২৫, ১৯-০৯-২০২৫ এবং ২৬-০৯-২০২৫
২	অক্টোবর/২০২৫	০৭-১০-২০২৫, ১৭-১০-২০২৫ এবং ৩০-১০-২০২৫

আগ্রহী দরদাতাদের ই-নিলামে নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ, অংশগ্রহণের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট (www.ireps.gov.in) এর মাধ্যমে টেন্ডার জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ডেপুটি চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার/ডি/নিউ বঙ্গাইগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

স্ক্র্যাপ উপকরণের পৃথকীকরণ, সংগ্রহ, লোডিং, আনলোডিং এবং পরিবহন

টেন্ডার নং. ঃ আইএমএক্স-এমপি-পিএলজি-এনবিকিউএস-৫৮৫; তারিখ ঃ ২২-০৮-২০২৫। ...

www.ireps.gov.in

সিডিএমএম, নিউ বঙ্গাইগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

একত্রিত কোচ বোগির পরিবহন

ই-টেন্ডার নোটিশ নং. ঃ জিইএম/২০২৫/বি/৬৫৮৬০৮৩; তারিখ ঃ ২০-০৮-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন; কাজের নাম ঃ ...

http://www.GeM.gov.in

সিনিয়র ডিএমই (ডিইএমইউ), শিলিগুড়ি জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে কাভার শেডের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৭৪/ইউডি.২/এপিডিজে তারিখঃ ২১-০৮-২০২৫। ...

www.ireps.gov.in

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

রায়গঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে রেল কোচ রেস্টুরেন্টের সঙ্গে ফুড টি স্টলের জন্যে ই-নিলাম

...

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

পার্কিং ঠিকার জন্য ই-নিলাম

...

উপরের নিলাম বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ই-নিলাম লিজিং মডিউলের অধীনে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পরিশিষ্ট - IV-এ (রুল ৯ (১) এর অনুবিধি দেখুন)

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

...

তারিখ : ২৫.০৮.২০২৫
স্থান : শিলিগুড়ি

অনুমোদিত আধিকারিক

যোগাযোগের ব্যক্তি : ১. (সুমন কুমার, অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং- ৯০৮৩৭০১৮১৫)
২. (কুমার মণীশ, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, মোবাইল নং- ৭০২১৬১৭৯৪৯)

আজ টিভিতে

শ্রীমান ভগবান দাস রাত ৮.০০ **জি বাংলা সোনার**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ মন মানে না, দুপুর ১.০০ দুজনে, বিকেল ৪.০০ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে, সন্ধে ৭.৩০ স্নেহের প্রতিদান, রাত ৯.০০ প্রতারক

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ গোলমাল, দুপুর ১.১৫ সাত পাকে বাঁধা, বিকেল ৪.১৫ অন্যায় অবিচার, সন্ধে ৭.৩০ মজনু, রাত ১০.১৫ হামি

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ গুরুদক্ষিণা, বেলা ১১.৩০ প্রতিশোধ, বিকেল ৪.০০ শতরূপা, রাত ১১.০০ বাচ্চা শ্বশুর

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নাচ নাগিনী নাচ রে

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জজ সাহেব

কালার্স সিনেপ্লেক্স : দুপুর ১২.০০ দমদার খিলাড়ি, বিকেল ৩.০০ ভেড়িয়া, ৫.০০ লাইগর, রাত ৮.০০ বাগি-থ্রি, ১০.৩০ মধাগজা

জি সিনেমা : দুপুর ১২.০০ অহো বিক্রমার্কা, ২.২৮ কে-থ্রি কালী কা করিশমা, বিকেল ৫.১৩ রিয়েল টেভর, সন্ধে ৭.৫৫ সিংহম এগেইন, রাত ১০.৪৫ ৯০ এমএল

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.৩৫ জিগর, দুপুর ২.২৬ বাল ব্রহ্মচারী, বিকেল ৫.১৩ নাগমতী, সন্ধে ৭.৩০ ব্রুস লি

স্টার মুভিজ : দুপুর ১.৪৮ মনস্টার্স ইউনিভার্সিটি, বিকেল ৩.২৪ মোয়ানা, ৫.০২ লাইফ অফ পাই, সন্ধে ৭.০২ আয়রন ম্যান-টু, রাত ৯.০০ গ্রেমলিন, ১০.২৬ কিং অফ সারপেন্ট

রমেডি নাউ : দুপুর ২.১০ ডেট মুভি, বিকেল ৩.২৫ দ্য থমাস ক্রাউন অ্যাফেয়ার, ৫.১০ স্টেপমম, সন্ধে ৭.১৫ ফায়ার হাউস ডগ, রাত ৯.০০ ড্যাজল্ড

মিঠি মস্তি মাটন তৈরি শেখাবেন রাত্রি সেনগুপ্ত। **রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

গ্রেমলিন রাত ৯.০০ **স্টার মুভিজ**

দ্য জু সন্ধে ৭.৫৮ **অ্যানিমাল প্ল্যানেট এইচডি ওয়ার্ল্ড**

বিক্রয়

Sale for land 1431 square feet. East Vivekananda pally, word - 38, Siliguri (M. Cor.). Contact- 81014-14416. (C/118015)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০১৭০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০২২০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭১০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১১৬৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১১৬৬০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

কর্মখালি

ইলেক্ট্রনিক্স দোকানের জন্য স্টাফ চাই(প্রমাণপত্র সহ)। বেতন 9,000/। যোগাযোগ ঃ মিউজিকা, ঋষি অরবিন্দ রোড, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি। (C/117931)

•

বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের দেখাশোনা ও অন্যান্য কাজের জন্য মাধ্যমিক/উঃ মাধ্যমিক পাশ মহিলা কর্মী প্রয়োজন। বায়োডাটা সহ ৭ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন ঃ Ashalata Basu Vidyalaya, Old Police Line, Jalpaiguri. (C/117457)

Required Driver

Required Driver for a manufacturing company, contact mobile No. 95937-39822, 96417-32263, email Id-guptajifoodpark@gmail.com (C/117929)

হারানো/প্রাপ্তি

গত 13/08/2025 তারিখে আমার মাধ্যমিক ও কাস্ট সার্টিফিকেট হারিয়ে গেছে। যদি কেউ পেয়ে থাকেন তবে নীচের ঠিকানায় দেওয়ার অনুরোধ করছি। সুভাষ বর্মন, পিতা : গৌরাঙ্গ বর্মন, মেজবিল, আলিপুরদুয়ার। ফোন : 81161-92506. (C/118016)

অ্যাফিডেভিট

ড্রাইভিং লাইসেন্সে ভুলবশত আমার নাম মুদ্রিত হয়েছে Enamul Haque. গত 21.08.2025 তারিখে ইসলামপুর কোর্টের জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অ্যাফিডেভিট করে আমি আমার আসল নাম Anamul Haque নামে পরিচিত হলাম। উল্লেখ্য, Anamul Haque ও Enamul Haque একজনেরই নাম। (S/N)

•

I, Sahidul Hoque, S/o- Abul Hossain, Vill- Gobindapara Dakshin Para, P.O- Malatipur, P.S- Chanchal, Dist- Malda. Vide an affidavit made dated 11/08/2025 before the Executive Magistrate at Chanchal that Sahidul Hoque, S/o- Abul Hossain & Sahidul Haque, S/o A Ali is the same & one identical person. (C/118017)

•

আমি শ্রীমতি কমলা রায়, গ্রাঃ জয়েরকামাত, পোস্ট তালমা, জেলা জলঃ, আমার PLI-তে নং : R-WB-SG-EA-54542-তে আমার ডাকনাম Rekha Roy লিখিত হয়েছে। আমার সমস্ত সরকারি নথিতে নাম Kamala Roy থাকায় 28.3.25 তারিখ EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে Rekha Roy ও Kamala Roy এক ও অভিন্ন বলে পরিচিত হলাম। (C/117458)

•

আমি Krishna Debgupta Mitra, স্বামী অজয় দেবগুপ্ত, আনন্দনগর, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি গত 26.8.25 তারিখে জলপাইগুড়ি এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাফিডেভিট [নং 17574] বলে Krishna Debgupta Mitra ও Krishna Debgupta একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হলাম। (S/C)

Offline Tender

Short Notice Inviting Tender No. **WBIW/EE/SLGID/SNIT-04/2025-26** **Sealed Offline Tender** is hereby invited by the Executive Engineer, Siliguri Irrigation Division, Siliguri on behalf of Governor of W.B. from the eligible bonafied, reliable resourceful contractors for six (6) nos. of emergent works. Other details in connection with this S.N.I.T. may be seen from the Office of the undersigned on any working day during office hours. Or from the website **www.wbiwd.gov.in** Bid submission end date 03/09/2025 upto 15:00 hrs.

Sd/-
Executive Engineer
Siliguri Irrigation Division, Siliguri

এক হোয়াটসঅ্যাপেই
বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সাংগঠনিক দক্ষতা ও নেতৃত্বের গুণে দায়িত্ব আরও বাড়বে। আর্থিক সমস্যা দূর হবে। বৃষ : দাম্পত্যে ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে ফেলুন। অপ্রত্যাশিত ঝুঁকি এড়াতে অংশীদারি ব্যবসায় একটু সতর্ক থাকুন। মিথুন : অপ্রয়োজনীয় কোনও বিষয় নিয়ে তর্কবিতর্কে যাবেন না। পারিবারিক ভ্রমণের পরিকল্পনা সার্থক হবে। কর্কট : কর্মক্ষেত্রে কোনও কাজ নিয়ে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারেন। কাঁধের ব্যথা ভোগাবে। সিংহ : নামী কোনও সংস্থায় চাকরি পেয়ে খুশি হবেন। ভাইবোনদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। কন্যা : বন্ধুর সাহায্যে নতুন কোনও ব্যবসার সন্ধান পেতে পারেন। দামি উপহার পাওয়ার সম্ভাবনা। তুলা : পুরোনো কোনও রোগ নিয়ে ফের চিন্তা বাড়বে। পারিবারিক কারণে প্রতিবেশীর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। বৃশ্চিক : পারিবারিক ক্ষেত্রে দায়িত্ব বাড়বে। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটবে। ব্যবসায় শুভ। ধনু : কাউকে খুশি করতে গিয়ে প্রচুর অর্থ নষ্ট হতে পারে। জমি কেনার সিদ্ধান্ত নিতে তাড়াহুড়ো করবেন না। মকর : আপনার আত্মবিশ্বাসের জোরে ব্যবসায় ভালো লাভের মুখ দেখতে পারেন। বিদ্যার্থীদের শুভ। কুম্ভ : কর্মপ্রার্থীরা ভালো চাকরির খবর পেতে পারেন। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে আইনি ব্যবস্থা নিতে হতে পারে। মীন : ব্যবসায় ঋণশোধ নিয়ে চিন্তা বাড়বে। অপ্রয়োজনীয় জিনিস কেনায় রাশ টানুন। সর্দিকাশি ভোগাবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১১ ভাদ্র, ১৪৩২, ভাঃ ৬ ভাদ্র, ২৮ অগাস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ, সংবৎ ৫ ভাদ্রপদ সুদি, ৪ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২০, অঃ ৫।৫৮। বৃহস্পতিবার, পঞ্চমী অপরাহ্ণ ৪।৬। চিত্রানক্ষত্র দিবা ৮।২৫। শুক্রযোগ দিবা ২।৫। বালবকরণ অপরাহ্ণ ৪।৬ গতে কৌলবকরণ শেষরাত্রি ৫।৬ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ৮।২৫ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- দক্ষিণে, অপরাহ্ণ ৪।৬ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি- ২।৪৮ গতে ৫।৫৮ মধ্যে। কালরাত্রি- ১১।৩৯ গতে ১।৪ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৮।২৫ গতে যাত্রা শুভ, দিবা ১২।৩০ গতে পূর্ব্বেও নিষেধ, অপরাহ্ণ ৪।৬ গতে যাত্রা নাই, সন্ধ্যা ৫।৫৮ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ মাত্র দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম্ম- দিবা ২।৪৮ মধ্যে (অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অব্যূঢ়ান্ন) নামকরণ নিষ্ক্রমণ মুখ্যান্নপ্রাশন নববস্ত্রপরিধান দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ সাধভক্ষণ হলপ্রবাহ। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ১০।১৯ গতে ১২।৪৪ মধ্যে। অমৃতযোগ- রাত্রি ১২।৪২ গতে ৩।৪ মধ্যে।

শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ মানিকচক, কালিয়াচকে

পড়ুয়াদের মারধর স্কুলে

আজাদ ও কল্লোল মজুমদার

মানিকচক ও মালদা, ২৭ অগাস্ট : জেলার দুই স্কুলে শিক্ষকের দ্বারা পড়ুয়াকে বেধড়ক মারধরের ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে। প্রথম ঘটনাটি মানিকচক হাইস্কুলের। সূত্রের দাবি, মঙ্গলবার ক্লাস চলাকালীন পেছনের বেঞ্চে বসে বান্ধবীদের সঙ্গে হট্টগোল করছিল নবম শ্রেণির ছাত্রী মেহেক খাতুন। এতে প্রচণ্ড চটে যান বাংলার শিক্ষিকা মানসী ভৌমিক। মেহেককে ব্যাপক মারধর করেন। যার ফলে ক্লাসেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে সে। বুধবার ওই শিক্ষিকার বিরুদ্ধে মানিকচক থানায় অভিযোগ দায়ের করে ছাত্রীর পরিবার। যদিও স্কুলের অন্যান্য শিক্ষক অভিযুক্ত শিক্ষিকার পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের দাবি, ছাত্রীটিকে তেমন মারধর করা হয়নি। শিক্ষিকা তাকে সামান্য শাসন করেছেন মাত্র।

ছাত্রীর পরিবার জানায়, মেহেককে প্রথমে মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে মালদা মেডিকেলে রেফার করা হয়। মঙ্গলবার গভীর রাতে সেখান থেকে ছাড়া পায় মেহেক। বুধবার মানিকচক থানায় ওই শিক্ষিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে পরিবার। এদিন দুপুরে স্কুলে এসে ঘটনা সম্পর্কে খোঁজ নেয় পুলিশ। স্কুলের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হয়। বিকেলে অভিযুক্ত শিক্ষিকাকে থানায় ডাকা হয়।

এদিকে, স্কুলের অন্যান্য শিক্ষকদের দাবি, ওই শিক্ষিকার নামে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। বিষয়টিকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখলে সব স্পষ্ট হবে। স্কুলের ইংরেজি শিক্ষক

আহত পড়ুয়া। কালিয়াচকে।

অরূপকুমার মিশ্র বলেন, 'একসঙ্গে একশোরও বেশি ছাত্রছাত্রী নিয়ে ক্লাস করলে আমাদের সামান্য শাসন তো করতেই হয়। আর তাতে যদি পুলিশ কেস খেতে হয়, তাহলে তো ক্লাস

> আমরা ওই ছাত্রের বাবার অভিযোগ পেয়েছি। একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।
>
> **বাণীব্রত দাস** *ডিআই (মাধ্যমিক)*

নেওয়াই যাবে না!' টিআইসি শ্রুতি কুমার বলেন, 'ছাত্রীটির পরিবার আমাদের উপর আস্থা না রেখে যখন পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছে, তখন যা ব্যবস্থা নেওয়ার পুলিশই নেবে।'

অন্যদিকে, মঙ্গলবারই কালিয়াচক হাইস্কুলের দশম শ্রেণির এক ছাত্রকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠেছে টিআইসি'র বিরুদ্ধে। আক্রান্ত ছাত্রের নাম রাজ পাঠক। ওই ছাত্রের বাবা প্রভাস পাঠক বুধবার জেলা শাসক ও স্কুল শিক্ষা দপ্তরের জেলা পরিদর্শকের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন।

রাজ অভিযোগের সুরে বলে, 'দ্বিতীয় পিরিয়ড চলার সময় হঠাৎ টিআইসি স্যর আমাদের ঘরে চলে আসেন। কেউ স্কুলে মোবাইল এনেছে কি না দেখার জন্য তল্লাশি চালাতে থাকেন। আমি বলি, আমার ব্যাগে কোনও মোবাইল নেই। আপনি সার্চ করে দেখতে পারেন। কিন্তু কোনও কথা না শুনে আমাকে লাঠি দিয়ে মারতে থাকেন। আমার পিঠে, গলায়, হাতে খুব চোট লেগেছে। হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়েছি।' এ ব্যাপারে ডিআই বাণীব্রত দাসের মন্তব্য, 'আমরা ওই ছাত্রের বাবার অভিযোগ পেয়েছি। একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে বিষয় খতিয়ে দেখা হবে।' এব্যাপারে টিআইসির সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।

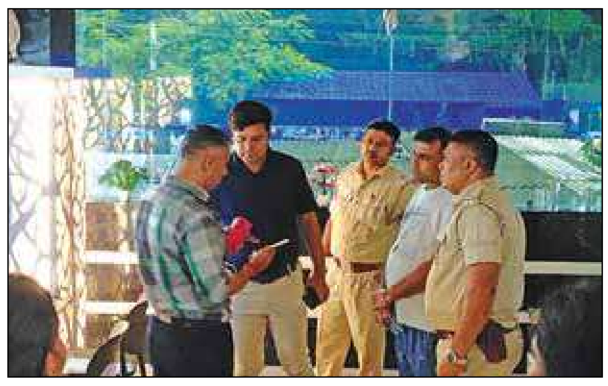
গঙ্গারামপুরে তদন্তে পুলিশ আধিকারিকরা। -সংবাদচিত্র

বেটিংচক্রের পান্ডা গ্রেপ্তার

রাজু হালদার

গঙ্গারামপুর, ২৭ অগাস্ট : দীর্ঘদিন ধরে বেটিংচক্র চালানোর অভিযোগ ছিল গঙ্গারামপুরের এক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। অবশেষে মঙ্গলবার রাতে গঙ্গারামপুর ফুটবল মাঠ সংলগ্ন একটি হোটেলে চিরুনি তল্লাশি চালিয়ে পিন্টু ঘোষ নামে ওই ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। তিনি ওই হোটেলটির মালিকও বটে। একই সঙ্গে জুয়া খেলার অপরাধে গঙ্গারামপুর চৌপথি, কালীতলা এলাকা থেকে আরও ৯ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বুধবার পিন্টু ও ধৃতদের মধ্যে একজনকে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তিনদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। গঙ্গারামপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য জানান, লোটো-ক্রিকেট সংক্রান্ত জুয়া সহ অন্যান্য অবৈধ কার্যকলাপের মূল চক্রী ছিলেন পিন্টু। জুয়া খেলার বিভিন্ন যন্ত্রাংশ বাজেয়াপ্ত করা হয়। গোটা বিষয়টির তদন্ত চলছে।

সম্প্রতি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় জাল লটারি কাণ্ডের পর্দা ফাঁস করে পুলিশ। গত জুন মাসে গঙ্গারামপুর এলাকা থেকে দেড় লক্ষ টাকার জাল লটারি সহ এক তরুণকে গ্রেপ্তার করার পর তোলপাড় হয় গোটা রাজ্য। জাল লটারি কাণ্ডে ধারাবাহিক অভিযানের পর থেকেই পুলিশের নজরে ছিলেন পিন্টু। এদিন স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের আধিকারিকদের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী গঙ্গারামপুর ফুটবল মাঠ সংলগ্ন এলাকায় উপস্থিত হয়। এরপর সংলগ্ন হোটেলটিতে গিয়ে পিন্টুকে প্রথমে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সন্তোষজনক উত্তর না পেয়ে তাঁরা গোটা হোটেলে তন্নতন্ন করে তল্লাশি চালালে জুয়ায় ব্যবহৃত নানা সরঞ্জাম পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয় পিন্টুকে। বিশাল পুলিশবাহিনীর বিশেষ তল্লাশি অভিযান দেখতে পথচলতি মানুষের ভিড় জমে গিয়েছিল।

গঙ্গারামপুর শহরে দীর্ঘদিন ধরে লোটো, জুয়া, ক্রিকেট বেটিং সহ বিভিন্ন অবৈধ কারবারের সঙ্গে জড়িত পিন্টু। ওই কারবার চালিয়ে তিনি প্রচুর টাকা আয় করতেন। গঙ্গারামপুর ফুটবল মাঠ সংলগ্ন

বাজেয়াপ্ত জুয়ার সামগ্রী

এলাকায় সম্প্রতি তিনি একটি প্রাসাদোপম হোটেল তৈরি করেন। ওই হোটেল থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে গঙ্গারামপুর চৌপথি এলাকার একটি ঘরে জুয়া খেলা চলত। নেপথ্যে ছিলেন পিন্টু। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, ওই ঘরটি জাল ও অবৈধ কার্যকলাপের এপিসেন্টার। ওই ঘরে অভিযান চালিয়ে ৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের মধ্যে একজন ও পিন্টুকে সাতদিনের জেল হেপাজতের আবেদন জানিয়ে আদালতে তোলা হলেও বিচারক অবশ্য তিনদিনের হেপাজত মঞ্জুর করেন। খুব শীঘ্র একটি সাংবাদিক বৈঠক করে গোটা বিষয়টির ব্যাখ্যা দেওয়া হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

মিড-ডে মিলে দুর্নীতির তদন্তে প্রশাসন

হিলি, ২৭ অগাস্ট : তিওড় কৃষ্ণাষ্টমী উচ্চবিদ্যালয়ে মিড-ডে মিল ও সমগ্র শিক্ষা অভিযানে দুর্নীতির অভিযোগ খতিয়ে দেখতে বুধবার তদন্তে আসেন জেলা প্রশাসনের দুই সদস্য। বুধবার দুপুরে জেলা প্রশাসনের মিড-ডে মিল বিভাগের দুই আধিকারিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। যদিও যাবতীয় অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। এই প্রসঙ্গে তিওড় কৃষ্ণাষ্টমী উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শংকর ভট্টাচার্য বলেন, 'জেলা থেকে মিড-ডে মিল বিভাগের আধিকারিকরা এসেছিলেন। মিড-ডে মিলের সমস্তকিছু খতিয়ে দেখে গেলেন। আমার বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছে।'

গত সোমবার বালুরঘাটের জেলা শাসকের অফিসে হিলি থানার কৃষ্ণাষ্টমী উচ্চবিদ্যালয়ে মিড-ডে মিল ও সমগ্র শিক্ষা অভিযান প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে তদন্ত করার জন্য আবেদন করেছিলেন তিওড় বাজার এলাকার গৌতম লাহা নামে এক বাসিন্দা। অভিযোগের পর মঙ্গলবার দুপুরে ওই বিদ্যালয়ে অভিযান চালায় জেলা সামাজিক নিরীক্ষা দপ্তরের দুই সদস্যের প্রতিনিধিদল। মিড-ডে মিলের অডিট, রান্নাঘর, খাবার খতিয়ে দেখেন প্রতিনিধিদলের সদস্যরা। ঘণ্টা দুয়েক বাদে জেলা প্রশাসনের দলটি বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে যায়। এরপর বুধবার দুপুরে ফের জেলা প্রশাসনের মিড-ডে মিল বিভাগের দুই আধিকারিক বিদ্যালয়ের মিড-ডে মিল দুর্নীতির তদন্তে আসেন। এই তদন্ত দলটি বিদ্যালয়ের মিড-ডে মিল সংক্রান্ত নথিপত্র, খাবার ও রান্নাঘর পরিদর্শন করেন।

সোলার লাইট

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৭ অগাস্ট : রাজ্যের সংখ্যালঘু দপ্তরের অর্থে ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেনের উদ্যোগে প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মশালদহ অঞ্চলের তিনটি জায়গায় উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন সোলার লাইটের উদ্বোধন হল বুধবার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত মন্ত্রী বলেন 'রাজ্য সংখ্যালঘু দপ্তরের অর্থে তিনটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন সোলার ল্যাম্প বসানো হল। এলাকার মানুষ যাতে রাতের অন্ধকারে অসুবিধায় না পড়েন তাই এই উদ্যোগ।'

নাবালকের দেহ পুকুরে

বালুরঘাট, ২৭ অগাস্ট : বাড়ির পাশের পুকুর থেকে উদ্ধার হল আট বছরের এক নাবালকের দেহ। স্থানীয়দের অনুমান, পুকুরের ধারে খেলতে গিয়ে জলে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে চিৎকার করে ডাকতে পারেনি কাউকে, সাহায্যের আর্তি গলা থেকে বের হয়নি তার। কারণ সে জন্ম থেকেই কথা বলতে পারত না। মৃতের নাম শুভ সরকার। মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বালুরঘাট ব্লকের অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের পণ্ডিতপুর এলাকায়। শোকের ছায়া নেমে এসেছে গ্রামজুড়ে।

মঙ্গলবার সকাল থেকেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না শুভকে। প্রথমদিকে বিষয়টি নিয়ে না ভাবলেও দুপুর গড়াতেই চিন্তায় পড়ে যায় পরিবার। চারদিকে খোঁজাখুঁজি করেও পাওয়া যায়নি তাকে। অবশেষে সন্ধ্যায় পরিবারের তরফে বালুরঘাট থানায় নিখোঁজ ডায়েরি দায়ের করা হয়। পুলিশ দ্রুত এলাকায় পৌঁছে পরিবারের লোকেদের সঙ্গে কথা বলে তল্লাশি শুরু করে। পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকায় চিরুনি তল্লাশি চালানোর পর রাতেই বাড়ির পাশের একটি পুকুর থেকে উদ্ধার হয় শুভর মৃতদেহ। দেহ উদ্ধার করে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। বুধবার দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, সম্ভবত দুর্ঘটনাবশত পুকুরে পড়ে গিয়ে ডুবে মৃত্যু হয়েছে শুভর। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। ঘটনাতে কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবার। মৃতের দাদা রাজকৃষ্ণ সরকার বলেন, 'মঙ্গলবার সকাল থেকে নিখোঁজ ছিল ভাই। আমরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেছি। এমনকি আশঙ্কার কথা মাথায় রেখে পুকুরে জাল ফেলেও দেখেছি। তবুও সন্ধান পাওয়া যায়নি। পুলিশ এসে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজির পর রাতে পুকুর থেকে দেহ উদ্ধার হয়েছে। ভাই কথা বলতে পারত না। মাথায় একটু সমস্যা ছিল।'

মাদক সহ ধৃত

কালিয়াচক, ২৭ অগাস্ট : বুধবার ব্রাউন সুগার সহ একজন গ্রেপ্তার কালিয়াচকে। ধৃতের নাম মারুফ শেখ। বাড়ি জালুয়াবাধাল গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীরামপুরে। তল্লাশি চালিয়ে তাঁর কাছ থেকে ৫১৪ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করে পুলিশ। মালদার পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব বলেন, 'এনডিপিএস ধারায় মামলা রুজু করে ধৃতকে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হলে তাঁর ৭ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ হয়েছে। ব্রাউন সুগার কোথা থেকে নিয়ে আসা হয়েছে, পেছনে কোন চক্র যুক্ত রয়েছে, সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখছি আমরা।'

পদ্মে শরতের আগমনী। বুধবার গাজোলে পঙ্কজ ঘোষের ক্যামেরায়।

মিষ্টির হাঁড়ি দিয়ে প্রতিবাদ

স্কুলের পরিকাঠামো নিয়ে অভিযোগ

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২৭ অগাস্ট : প্রতিবাদের ভাষায় যুক্ত হল মিষ্টির হাঁড়ি। স্কুলের অনুন্নত পরিকাঠামোর অভিযোগ তুলে প্রধান শিক্ষককে মিষ্টির হাঁড়ি 'উপহার' দিলেন গ্রামবাসী। তবে মিষ্টির রসে রাজনীতির 'চোনা'ও পড়েছে এমন আন্দোলনে রায়গঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা বিজেপির মলয় সরকার নেতৃত্ব দেওয়ায়। বুধবার রায়গঞ্জের রামপুর ইন্দিরা উচ্চ বিদ্যাপীঠের ঘটনা। তবে মুখ খোলেননি প্রধান শিক্ষক বিজয় সিংহ। সমস্ত অভিযোগই নস্যাৎ করেছেন পরিচালন কমিটির সভাপতি তৃণমূল নেতা তিলক সরকার।

পড়ুয়াদের ক্লাসরুমে নেই ফ্যান। ভাঙা প্রতিটি ঘরের দরজা-জানলা। বসার পর্যাপ্ত বেঞ্চ নেই। কিন্তু প্রধান শিক্ষকের ঘরে ফলস সিলিং লাগানো হচ্ছে। এমন অভিযোগকে সামনে রেখে বেশ কয়েকদিন ধরে গ্রামে ক্ষোভ জমছিল। ঘটনার কথা জানতে পেরেই কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে সেখানে পৌঁছান রায়গঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা মলয়। তাঁর নেতৃত্বে গ্রামবাসী প্রধান শিক্ষকের ঘরে ঢুকে প্রথমে তাঁকে উত্তরীয় হিসেবে গলায় পরিয়ে দেন একটি নতুন গামছা। স্বাভাবিকভাবে অস্বস্তিতে পড়ে যান প্রধান শিক্ষক। সেই অস্বস্তি কাটিয়ে ওঠার আগেই প্রধান শিক্ষকের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয় মিষ্টির হাঁড়ি। কেন পড়ুয়াদের পঠনপাঠনের জন্য পরিকাঠামো গড়ে না তুলে নিজের ঘর তিনি সাজাচ্ছেন, সেই প্রশ্ন তোলা হয় ওই সময়। অনুন্নত পরিকাঠামোর অভিযোগ তুলে আন্দোলনকারীদের অনেককেই প্রধান শিক্ষকের ঘরে সরব হতে দেখা যায়। প্রধান শিক্ষকের হাতে একটি অভিযোগপত্র তুলে দেওয়া হয়।

পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা মলয় বলেন, 'প্রচণ্ড গরমে পড়াশোনা করতে হয় পড়ুয়াদের। কিন্তু ফ্যানের কোনও ব্যবস্থা করা হয় না। কিন্তু আড়াই লক্ষ টাকা

খরচ করে প্রধান শিক্ষক নিজের ঘর সামলাচ্ছেন। এই টাকা কোথা থেকে এল, জানতে চায় গ্রামবাসী।' দ্রুত অবস্থার পরিবর্তন না ঘটলে গ্রামবাসী আরও বড় আন্দোলনে নামবেন বলে হুমকি দেন তিনি। যদিও অনুন্নত পরিকাঠামো এবং গ্রামবাসীর অভিযোগ নিয়ে কোনও শব্দ খরচ করেননি প্রধান শিক্ষক বিজয় সিংহ। তবে স্কুলের পরিচালন কমিটির সভাপতি তিলকের পালটা অভিযোগ, 'স্কুলের বিরুদ্ধে বারবার মামলা করছেন মলয়। আদালত স্কুলের পক্ষে রায় দিলেও থেমে নেই উনি। তাছাড়া স্কুলের বাচ্চাদের টাকা দিয়ে ফলস সিলিং লাগানো হচ্ছে না। স্কুলে ফ্যান নেই, অভিযোগ ভিত্তিহীন। রাজ্যের অনেক স্কুলের থেকে এই স্কুল এগিয়ে।'

দেশে ফিরল মৃতদেহ

বৈষ্ণবনগর, ২৭ অগাস্ট : বৈষ্ণবনগরের চর সুজাপুর গ্রামের বাসিন্দা হিরু মণ্ডলের দেহ বুধবার বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজিবি) ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) হাতে তুলে দেয়। এদিন বিজিবি এবং বিএসএফ-এর ফ্ল্যাগ মিটিংয়ের পর দেহটি বিএসএফ-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়।

হিরু পেশায় মৎস্যজীবী ছিলেন। গত শনিবার গঙ্গায় ইলিশ ধরতে গিয়ে তাঁর নৌকা উলটে গেলে তিনি নদীতে তলিয়ে যান। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী দ্রুত তল্লাশি শুরু করলেও তাঁর খোঁজ মেলেনি। তিনদিন পর মঙ্গলবার দুপুরে বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার কদমতলায় একটি দেহ ভেসে ওঠে। মৃতের হাতে বাঁধা রাখি দেখে বিজিবির সন্দেহ হয় যে এই মৃতদেহ কোনও ভারতীয়র হতে পারে। বিজিবির পক্ষ থেকে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে খবরে দেওয়া হয়। তারা হিরুর মৃতদেহটি শনাক্ত করে।

মৃত্যুসংবাদ জানতে পেরে মৃতের পরিবার প্রশাসনের কাছে বাংলাদেশ থেকে মৃতদেহ ফিরিয়ে আনার জন্য আবেদন করে। বাংলাদেশেই দেহটির ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়। এদিন জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় হিরুর দেহ বাড়িতে ফেরে। হোসানপুর গঙ্গা ঘাটে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

পরিদর্শন

কুমারগঞ্জ, ২৭ অগাস্ট : পতিরাম পঞ্চায়েতে বুধবার মালদা জেলার ২৮ জন পঞ্চায়েত সদস্য ও কর্মী শিক্ষামূলক পরিদর্শনে আসেন। প্রধান পার্থ ঘোষ তাঁদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ ঘুরিয়ে দেখান। প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্য ছিল একে অপরের কাজের পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণালাভ করা।

পরিচয় জানার চেষ্টা পুলিশের

গাজোল, ২৭ অগাস্ট : পচাগলা একটি মৃতদেহ উদ্ধার হল গাজোলের সালাইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের মহম্মদপুর গ্রামে। মঙ্গলবার রাতে মরা টাঙন নদী থেকে দেহটি উদ্ধার হয়।

খবর পেয়ে গাজোল থানার পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে বুধবার ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়।

মহম্মদপুর গ্রামের বাসিন্দা সঞ্জয় মণ্ডল বললেন, 'গতকাল রাত নয়টা নাগাদ কয়েকজন মিলে নদীর ধারে বসে ছিলাম। হঠাৎ তীব্র দুর্গন্ধ পাই। টর্চ জ্বালিয়ে দেখি নদীতে একটি পচাগলা দেহ। এরপরই আমরা পুলিশে খবর দিই।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির মৃতদেহ মঙ্গলবার রাতে নদী থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়েছে। মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানার জন্য সংশ্লিষ্ট সব জায়গায় মেসেজ পাঠানো হয়েছে। তবে দুপুর পর্যন্ত ওই ব্যক্তির কোনও পরিচয় পাওয়া যায়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

#EDUCATIONBEYONDORDINARY
39 INSTITUTIONS | 185 PROGRAMMES | 45000+ STUDENTS
Accreditations, Affiliations & Approvals
UGC AICTE PCI NAAC NBA
JIS GROUP
Educational Initiatives
CONGRATULATIONS
WBJEE Rank Holders
ADMISSIONS
through choice filling in your preferred institutes
(Through WBJEE-25 or CEE-AMPAI-WB-25 or JEE(MAIN)-2025 Rank)
SCAN HERE
90733 70470 | 93309 06153
APPLY NOW
www.jisgroup.org

ENGINEERING
B.TECH & B.TECH LATERAL
COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING
COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING – ARTIFICIAL INTELLIGENCE & MACHINE LEARNING
COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING – DATA SCIENCE
COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING – CYBER SECURITY
COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING – INTERNET OF THINGS
COMPUTER SCIENCE & TECHNOLOGY
COMPUTER SCIENCE & BUSINESS SYSTEMS
COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING – IOT & CYBER SECURITY INCLUDING BLOCK CHAIN TECHNOLOGY
AGRICULTURAL ENGINEERING
AUTOMOBILE ENGINEERING
BIO MEDICAL ENGINEERING
CIVIL ENGINEERING
ELECTRICAL ENGINEERING
ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING
ELECTRONICS & COMPUTER SCIENCE
FOOD TECHNOLOGY
INFORMATION TECHNOLOGY
MECHANICAL ENGINEERING
M.TECH
COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING
COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING – DATA SCIENCE
ELECTRICAL DEVICES & POWER SYSTEMS
MOBILE COMMUNICATION & NETWORK TECHNOLOGY
MECHANICAL ENGINEERING
ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING
POWER SYSTEMS
STRUCTURAL ENGINEERING
GEOTECHNICAL ENGINEERING
ELECTRICAL ENGINEERING
RENEWABLE ENERGY & ELECTRIC VEHICLE TECHNOLOGY
PHARMACY
B.PHARM & B.PHARM LATERAL
M.PHARM
PHARMACEUTICS
PHARMACOLOGY
PHARMACEUTICAL CHEMISTRY
PHARMACEUTICAL QUALITY ASSURANCE
REGULATORY AFFAIRS
PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY
PHARMACOGNOSY

OUR INSTITUTES
JIS UNIVERSITY 86977 43361/62 | www.jisuniversity.ac.in
JIS COLLEGE OF ENGINEERING 86977 43363 | www.jiscollege.ac.in
NARULA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 89024 96651 | www.nit.ac.in
GURU NANAK INSTITUTE OF TECHNOLOGY 90733 22523 | www.gnit.ac.in
DR. SUDHIR CHANDRA SUR INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SPORTS COMPLEX 62919 77707/08 | www.surtech.edu.in
GURU NANAK INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCE & TECHNOLOGY 89024 96653 | www.gnipst.ac.in
ASANSOL ENGINEERING COLLEGE 90736 83912 | www.aecwb.edu.in
GREATER KOLKATA COLLEGE OF ENGINEERING & MANAGEMENT 90736 83914/15 | www.gkcem.ac.in
ABACUS INSTITUTE OF ENGINEERING & MANAGEMENT 62919 77705/06 | www.abacusinstitute.org
GARGI MEMORIAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY 83369 42309 | www.gmitkolkata.org
FLEMMING COLLEGE OF PHARMACY 83369 42309 | www.flemmingcollegeofpharmacy.org

WEST BENGAL STUDENT CREDIT CARD SCHEME AVAILABLE
411+ RECRUITERS IN 2024
47.88 LPA HIGHEST PACKAGE OFFERED IN 2024
JOB OFFER
92% PLACEMENT IN 2024
SCHOLARSHIP AVAILABLE* *T&C APPLY

NAAC NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL
GURU NANAK INSTITUTE OF TECHNOLOGY - NAAC GRADE 'A+'
JIS COLLEGE OF ENGINEERING - NAAC GRADE 'A'
NARULA INSTITUTE OF TECHNOLOGY - NAAC GRADE 'A'
DR.SUDHIR CHANDRA SUR INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SPORTS COMPLEX - NAAC GRADE 'A'
ASANSOL ENGINEERING COLLEGE - NAAC GRADE 'A'
nirf NATIONAL INSTITUTIONAL RANKING FRAMEWORK
Rankings by MHRD, Govt. of India
JIS COLLEGE OF ENGINEERING | NARULA INSTITUTE OF TECHNOLOGY ARE NIRF RANKED IN ENGINEERING CATEGORY
GURU NANAK INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCE & TECHNOLOGY | JIS UNIVERSITY ARE NIRF RANKED IN PHARMACY CATEGORY
7 Sarat Bose Road, Kolkata - 700 020

ট্যাংকে উঠে আত্মহত্যার হুমকি

রণবীর দেব অধিকারী

ইটাহার, ২৭ অগাস্ট : নগদ ২ লক্ষ টাকা আদায়ের উদ্দেশ্যে বাবাকে 'ইমোশনাল ব্ল্যাকমেল' করতে গিয়ে পানীয় জলের উঁচু ট্যাংকে উঠে দিনভর 'শোলে'র বীরুর মতো নাটক করলেন হোসেন আলি নামে এক তরুণ। টাকা না দিলে সেখান থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার হুমকিও দেন। বুধবার সকাল থেকে এই ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় ইটাহার থানার কামালপুর গ্রামে। ওই তরুণের কীর্তি দেখতে ভিড় জমান গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। আসেন পঞ্চায়েত প্রশাসনের প্রতিনিধিরা। প্রশাসনের পাশাপাশি গ্রামবাসীরাও ওই তরুণকে হাঁকডাক করে নামানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু কারও কথায় কর্ণপাত না করে তিনি ট্যাংকের মাথায় উঠে বসে থাকেন। দিনভর নাটক চলার পর অবশেষে বিকেলের দিকে হোসেন নিজেই নেমে আসেন।

ট্যাংটির সামনে জটলা। বুধবার কামালপুরে।

যদিও নীচে নেমে পুলিশ ও প্রশাসনের পাশাপাশি গ্রামবাসীর চোখে ধুলো দিয়ে তিনি অন্যদিকে পালিয়ে যান।

হোসেনের পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে বৃদ্ধ বাবা তমিজুদ্দিনের কাছে ২ লক্ষ টাকা দাবি করেন হোসেন। তমিজুদ্দিন সেই টাকা দিতে অপারগ জানালে বসতভিটের জায়গাটুকু তাঁর নামে লিখে দেওয়ার দাবি জানান হোসেন। তমিজুদ্দিন সেই দাবিও নাকচ করে দেওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন বছর তিরিশের হোসেন। অভিযোগ, ক্রোধের বশে নিজের শোয়ার ঘরে ভাঙচুর চালাতে শুরু করেন। তারপরেই আচমকা দৌড়ে গিয়ে বাড়ির পাশেই থাকা জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের পানীয় জলের ট্যাংকের সিঁড়ি বেয়ে উঠে পড়েন।

বৃদ্ধ তমিজুদ্দিন বলেন, 'আমার কাছে ২ লক্ষ টাকা চাওয়ার পাশাপাশি বসতভিটেটা ওর নামে লিখে দিতে বলেছিল হোসেন। আমি তা দিতে না পারায় নিজের থাকার ঘরটা ভাঙচুর করে ওই ট্যাংকের মাথায় উঠে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার হুমকি দিতে থাকে। আমি তাকে টাকা দিতে চাইনি, কারণ ও লটারি খেলে প্রচুর টাকা নষ্ট করেছে।'

পিএইচই'র মোটর পাম্প অপারেটর ইব্রাহিম আহমেদ বলেন, 'আমি সকালে ঘরে বসে খাচ্ছিলাম। সেই সময় প্রতিবেশীদের কাছে শুনলাম, পাশের বাড়ির হোসেন গেট টপকে ভিতরে ঢুকে ট্যাংকের মাথায় উঠে পড়েছেন। বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনকে জানাই। যদিও দিনভর সবার ঘাম ছুটিয়ে বিকেলের দিকে নিজের ইচ্ছেতেই ট্যাংক থেকে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যান তিনি।'

রায়গঞ্জে চুরি, গ্রেপ্তার ১

রায়গঞ্জ, ২৭ অগাস্ট : গত মাসে রায়গঞ্জ বিএড কলেজের অধ্যাপক সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে বেশ কিছু পরিমাণ টাকা ও গয়না চুরি হয়েছিল। এরপর সৌরভ রায়গঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। পুলিশ সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে মঙ্গলবার রাতে একজনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতের নাম সোহেল রানা। বাড়ি ইটাহার থানার ধুলোহর সংলগ্ন হাটগাছি গ্রামে। ধৃতের বাড়ি থেকে চুরি যাওয়া কিছু জিনিস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বুধবার ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাঁকে তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। সৌরভ জানান, ওই দিন তাঁরা নার্সিংহোমে গিয়েছিলেন। বাড়ি ফাঁকা ছিল। সেই সুযোগে দুষ্কৃতীরা বাড়িতে ঢুকেছিল। চুরির পাশাপাশি তারা মাংস ও খিচুড়ি খেয়েছিল।

ধৃত স্বামী

কুশমণ্ডি, ২৭ অগাস্ট : স্ত্রীকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে মঙ্গলবার রাতে স্বামীকে গ্রেপ্তার করল কুশমণ্ডি থানার পুলিশ। ধৃত ওই ব্যক্তির নাম আবদুল ওহাব (২৭)। বাড়ি আমলাহার গ্রামে।

সিংতোর গ্রামের আমজাদ আলি নামে এক ব্যক্তি বলেন, 'আমার মেয়ে আলেনুর খাতুন পরিবারের অমতে আড়াই বছর আগে আমলাহার গ্রামের আবদুল ওহাবকে বিয়ে করেন। পরে আমরা ওই বিয়ে মেনে নিয়েছিলাম। এরপর আবদুল ওহাব টোটো কেনার জন্য মেয়ের ওপরে বাপের বাড়ি থেকে টাকা আনার চাপ দিতে থাকেন। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ২০ অগাস্ট কীটনাশক খান মেয়ে। ২২ অগাস্ট গঙ্গারামপুর মহকুমা হাসপাতালে মেয়ের মৃত্যু হয়। এরপর ২৪ অগাস্ট আমি কুশমণ্ডি থানায় এ ব্যাপারে লিখিত অভিযোগ করি।'

বুধবার ধৃতকে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে তিনদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

কর্মশালা

গাজোল, ২৭ অগাস্ট : পতঙ্গবাহিত রোগ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে বুধবার একটি সচেতনতামূলক কর্মশালা হল। গাজোল বিডিও অফিসে কর্মশালাটি হয়। সেখানে অংশ নেন ১৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, শিক্ষা এবং জনস্বাস্থ্য সঞ্চালক ও এই কাজের সঙ্গে যুক্ত পঞ্চায়েত ও ব্লকের কর্মীরা। কর্মশালায় প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য দুইজন প্রশিক্ষক এসেছিলেন।

এবিষয়ে যুগ্ম বিডিও মীর সোহেল সাখাওয়াত বললেন, 'জেলা প্রশাসনের নির্দেশে পতঙ্গবাহিত রোগ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার জন্য এই কর্মশালা। মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় এখনও পতঙ্গবাহিত রোগ একটা অভিশাপ হিসেবে রয়ে গিয়েছে। আগামীদিনে এই রোগের প্রাদুর্ভাব কমাতে গেলে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো দরকার।'

সাইকেল বিলি

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

২৭ অগাস্ট : সবুজ সাথী প্রকল্পে একাদশ পর্যায়ের সাইকেল বিতরণ শুরু হল হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকে। এদিন ব্লকের কমিউনিটি হলে একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পড়ুয়াদের হাতে সাইকেল তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তজমুল হোসেন ও হরিশ্চন্দ্রপুর-২ এর বিডিও তাপসকুমার পাল প্রমুখ। তজমুল বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী সর্বদা শিক্ষার্থীদের পাশে রয়েছেন। সবুজ সাথী প্রকল্পের মাধ্যমে অনেক পড়ুয়া উপকৃত হচ্ছে।' অপরদিকে, হরিরামপুর ব্লকের তিনটি হাইস্কুলে ২৬২ জন ও কুশমণ্ডি হাইস্কুলের ১৬১ জন পড়ুয়াকে এদিন সাইকেল দেওয়া হয়।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

আলো ঝলমলে।। জয়গাঁর ভুটান গেটে ছবিটি তুলেছেন অনুপম চৌধুরী।

কিশোরকে ওপারে পাঠাল বিএসএফ

নাগরিকত্ব আইন নিয়ে তর্জা

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কুমারগঞ্জ, ২৭ অগাস্ট : বাংলাদেশ থেকে চোরাপথে ভারতে আসা এক কিশোরকে ফেরত পাঠিয়েছে বিএসএফ। আর এই নিয়ে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে তৈরি হয়েছে চাঞ্চল্য। গত বছর অগাস্ট মাসে বাংলাদেশে অস্থির পরিবেশ সৃষ্টি হলে, চোদ্দো বছরের নাবালক কল্প চক্রবর্তীকে নিরাপদে রাখার জন্য তার বাবা পূর্ণ চক্রবর্তী চোরাপথে ভারতে পাঠিয়ে দেন গত সেপ্টেম্বরে। তারপর থেকে ওই নাবালক দক্ষিণ দিনাজপুরের সমজিয়ার নবগ্রাম বড়বাসা গ্রামে মাসির বাড়িতে থাকছিল প্রায় দশ মাস।

অবশেষে মঙ্গলবার বিকেলে সূত্র মারফত খবর পেয়ে কিশোরকে আটক করে বিএসএফ। জিজ্ঞাসাবাদের পর সে নিজেই স্বীকার করে বাংলাদেশ থেকে আসার কথা। এরপর বিজিবির সঙ্গে ফ্ল্যাগ মিটিংয়ের মাধ্যমে কল্পকে ফেরত পাঠানো হয়। সেই সময় উপস্থিত ছিলেন কিশোরের বাবা পূর্ণ চক্রবর্তীও।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে উত্তাপ বেড়েছে। সিপিএম নেতা মোফাজ্জল হোসেন সরাসরি বিজেপিকে আক্রমণ করে বলেন, 'বিজেপি বলেছিল অত্যাচারিত হিন্দুরা বাংলাদেশ থেকে এলে তাদের সিএএ আইনের মাধ্যমে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে।

> **বিতর্কে প্রত্যর্পণ**
>
> গত বছর অস্থির পরিস্থিতিতে নাবালককে চোরাপথে ভারতে পাঠিয়ে দেন বাবা
>
> সমজিয়ার নবগ্রাম বড়বাসা গ্রামে মাসির বাড়িতে থাকছিল নাবালক
>
> সূত্র মারফত খবর পেয়ে তাকে আটক করে বিএসএফ। কল্পকে ফেরত পাঠানো হয়
>
> বিরোধীদের প্রশ্ন, সিএএ কি তবে ভোটের রাজনীতির হাতিয়ার ছাড়া আর কিছু নয়?
>
> বিজেপির বক্তব্য, এমন কেন হল, খতিয়ে দেখতে হবে

তাহলে কল্প চক্রবর্তীকে কেন ফেরত পাঠানো হল? সিএএ কি তবে ভোটের রাজনীতির হাতিয়ার ছাড়া আর কিছু নয়?'

তৃণমূলের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সাধারণ সম্পাদক মফিজুদ্দিন মিয়াঁ এক সুরে অভিযোগ তোলেন, 'আমরা আগে থেকেই বলে আসছি, সিএএ শুধুই ভাঁওতা। আইন সবার জন্য সমান। কল্প চক্রবর্তী নামের হিন্দু ব্রাহ্মণ ছেলেটিকে ফেরত পাঠানোর ঘটনাই তার প্রমাণ।'

অন্যদিকে, বিজেপি জেলা নেতৃত্ব এই ঘটনা নিয়ে তদন্তে নামার আশ্বাস দিয়েছে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিজেপির সহ সভানেত্রী দেবশ্রী সরকার বলেন, 'এমন কেন হল, খতিয়ে দেখতে হবে। আমি খোঁজ নিচ্ছি।'

বিজেপি শিবির অবশ্য দাবি করেছে, সিএএ আইন কার্যকর করার লক্ষ্য হল, বাংলাদেশ সহ প্রতিবেশী দেশ থেকে অত্যাচারিত হয়ে আসা হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান ও পার্সি সম্প্রদায়ের মানুষকে নাগরিকত্ব দেওয়া।

স্থানীয় মানুষ ওই কিশোরকে ফেরত পাঠানো নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। নাবালকের মাসতুতো দাদা ধনঞ্জয় চক্রবর্তী বলেন, 'ভাইকে ওরা পাঠিয়ে দিয়েছে।' আইন অনুযায়ী বিদেশি নাগরিককে ফেরত পাঠানো প্রশাসনের স্বাভাবিক পদক্ষেপ বলে মনে করছেন অনেকে। তেমনই বিরোধীরা এটিকে কেন্দ্র করে সিএএ বাস্তবায়নের ব্যর্থতা তুলে ধরে রাজনৈতিক অস্ত্রে শান দিচ্ছেন।

সিদ্দিকুল্লাহকে পালটা নিশানা বিজেপি সাংসদের

মন্ত্রীর সায় তুষ্টিকরণে

মুরতুজ আলম

সামসী, ২৭ অগাস্ট : 'বিজেপির শরীরে বদ রক্ত আছে।' চাঁচল-২ ব্লকের চোড়লমণি হাইস্কুলে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' শিবিরে এসে এভাবেই বিজেপিকে আক্রমণ করলেন রাজ্যের গ্রন্থাগারমন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী। মন্ত্রীকে পালটা তোপ দেগেছেন বিজেপির উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু।

তাঁর কথায়, 'সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী কী বললেন তাতে বিজেপির কিছু যায় আসে না। এটা সবাই জানে, তৃণমূল তুষ্টিকরণের রাজনীতিতে বিশ্বাসী। আর বিজেপি সবকা সাথ সবকা বিকাশে বিশ্বাসী। বরং বদ রক্ত তৃণমূলের মধ্যেই রয়েছে।'

গেরুয়া শিবিরকে তোপ দেগে সিদ্দিকুল্লাহ বলেন, 'বিজেপির এই বদ রক্ত ডায়ালিসিস করেই সারানো সম্ভব। তারপরে ভালো রক্ত প্রয়োগ করতে হবে। ২০১১ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বাংলায় ১৮৬ বার কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলোকে পাঠিয়েছে।'

এনিয়ে সিদ্দিকুল্লাহকে কটাক্ষ করে খগেন মুর্মু বলেন, 'কেন্দ্র এরাজ্যে একশো দিনের প্রকল্প ও আবাস যোজনায় ভুল ধরেছে বলেই সেগুলি বন্ধ রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া প্রকল্পের টাকা নিজেদের ইচ্ছেমতো অন্য প্রকল্পে ব্যয় করছে রাজ্য। আমাদের ভয় পেয়েই রাজ্যের মন্ত্রী বিজেপি সম্পর্কে উলটো-পালটা মন্তব্য করছেন।'

এদিন রাজ্য সরকারের নানা প্রকল্পের ভূয়সী প্রশংসা করেন সিদ্দিকুল্লাহ। তিনি বলেন, 'রাজ্যে প্রায় ৯৪টি জনমুখী প্রকল্প চালু রয়েছে। প্রতিটি পরিবার রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলির সুবিধা ভোগ করছে। তাই মানুষের মনে জায়গা করে নিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। গোটা রাজ্যে মোট ২২ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক রয়েছেন। তাঁদের চিহ্নিত করার কাজ চলছে। তারপর তাঁদের সরকারের তরফে বিশেষ কার্ড প্রদান করা হবে। মাসিক পাঁচ হাজার টাকা করে মোট ১২ মাস হাতখরচ পাবেন তাঁরা। এদিকে, কেন্দ্রীয় সরকার ১০০ দিনের প্রকল্পের কাজ বন্ধ করে রেখেছে।'

গণতন্ত্রকে বেছে নেওয়ার উৎসব আসন্ন। সে বিষয়ে মানুষের ভরসা নিয়ে আত্মবিশ্বাসী সিদ্দিকুল্লাহর মন্তব্য, 'ভোট এলেই রাজ্যে আসে কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলি। নানাভাবে হয়রান করে। কিন্তু কিছুই পায় না। বিজেপিকে এ রাজ্যের মানুষ ভোট দেবে না। বিজেপির ভোট কমবে, আসনও কমবে।'

এদিন চোড়লমণি হাইস্কুল প্রাঙ্গণে ওই শিবিরে মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মালতীপুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন চাঁচলের মহকুমা শাসক শৌভিক মুখোপাধ্যায় ও চাঁচল-২ ব্লকের বিডিও শান্তনু চক্রবর্তী, চাঁচল থানার আইসি পূর্ণেন্দু কুণ্ডু সহ অন্যরা।

চোড়লমণি হাইস্কুলে সরকারি শিবিরে মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। বুধবার।

> সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী কী বললেন তাতে বিজেপির কিছু যায় আসে না। এটা সবাই জানে, তৃণমূল তুষ্টিকরণের রাজনীতিতে বিশ্বাসী। আর বিজেপি সবকা সাথ সবকা বিকাশে বিশ্বাসী। বরং বদ রক্ত তৃণমূলের মধ্যেই রয়েছে।
>
> **খগেন মুর্মু**
> *সাংসদ, উত্তর মালদা*

> বিজেপির এই বদ রক্ত ডায়ালিসিস করেই সারানো সম্ভব। তারপরে ভালো রক্ত প্রয়োগ করতে হবে। ২০১১ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বাংলায় ১৮৬ বার কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলোকে পাঠিয়েছে।
>
> **সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী**
> *গ্রন্থাগারমন্ত্রী*

অধরা অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৭ অগাস্ট : সালিশি সভা ডাকা বা পুলিশের ওপর হামলায় উসকানি দেওয়া যে দল প্রশ্রয় দেবে না, তা স্পষ্ট করেছিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী। কিন্তু ঘটনার ৪৮ ঘণ্টা পরেও পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় অধরা অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা। এমন পরিস্থিতিতে বুধবার মালদায় এসে আইন মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছেন মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। তাহলে কি এবার ওই নেতা গ্রেপ্তার হবেন, প্রশ্ন উঠছে হরিশ্চন্দ্রপুরে। এমন পরিস্থিতিতে নতুন অভিযোগ তুলল বিজেপি। বিজেপির অভিযোগ, হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক ও রাজ্যের মন্ত্রী তজমুল হোসেনের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার জন্য ওই নেতাকে গ্রেপ্তার করার সাহস দেখাচ্ছে না পুলিশ। যদিও তজমুল সমস্ত অভিযোগ নস্যাৎ করেছেন। হামলার ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করে ৬ জনকে গ্রেপ্তার করলেও, এখনও পুলিশের জালের বাইরে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা।

প্রশ্নে প্রশাসনিক সচেতনতা

কুমারগঞ্জ, ২৭ অগাস্ট : পিতৃমাতৃহীন এক কিশোরীর অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার ঘটনা প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল প্রশাসনিক সচেতনতাকে। ১৩ বছরের মেয়েটির শারীরিক অবস্থা উদ্বেগজনক হয়ে পড়ায়, চিন্তায় কুমারগঞ্জ ব্লক প্রশাসন। প্রথমে কুমারগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও পরিস্থিতি জটিল হওয়ায়, মেয়েটিকে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে এখানেই তার চিকিৎসা চলছে। রক্তাল্পতার সঙ্গে ওই কিশোরীর শ্বাসকষ্ট রয়েছে বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। ওই কিশোরীর নিয়মিত শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিচ্ছেন ব্লক প্রশাসনের কর্তারা। কুমারগঞ্জের বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাসের বক্তব্য, 'ওই কিশোরীর চিকিৎসা ও ভবিষ্যৎ সুরক্ষার বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি এই ধরনের ঘটনা যাতে পুনরায় না ঘটে, তার জন্য কড়া নজরদারি চালানো হবে। বিষয়টি নিয়ে পুলিশের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে।'

অভিভাবকহীন সন্তানদের জীবনে কীভাবে করুণ পরিণতি নেমে আসতে পারে, তার উদাহরণ যেন ১৩ বছরের মেয়েটি। নাহলে এই বয়সে কেন অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়বে অষ্টম শ্রেণির এই ছাত্রী? যদিও পিছিয়ে পড়া কুমারগঞ্জে বাল্যবিবাহ ও কিশোরীর গর্ভবতী হয়ে পড়ার নজির রয়েছে অজস্র। সমাজকর্মীদের মতে, কিশোরীদের জীবনের এই করুণ পরিণতি কেবল ব্যক্তিগত নয়, সামাজিক ও প্রশাসনিক ব্যর্থতার পরিচয় বহন করে। অল্প বয়সে সম্পর্কের ফাঁদে পা দিয়ে অনভিজ্ঞ কিশোরীরা জীবনকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেয়। যেমন দিয়েছে সেই মেয়েটি, এলাকারই ১৫ বছরের একটি ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলে। ওই কিশোরকে বর্তমানে একটি হোমে রেখেছে প্রশাসন।

মেয়েটি যে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছে, তা প্রথমে কেউ টের পাননি। একদিন ওই কিশোরী নির্দিষ্ট সময়ে আশাকর্মীর কাছ থেকে স্যানিটারি ন্যাপকিন নিতে অস্বীকার করায় এবং না নেওয়ার কারণ হিসেবে সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারায়, বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনেন ওই আশাকর্মী। প্রশাসনের তরফ থেকে মেয়েটির ডাক্তারি পরীক্ষা করা হয়। জানা যায়, মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা। তার সঙ্গে কথা বলে ১৫ বছরের কিশোরের হদিস পায় প্রশাসন এবং ১৫ বছরের ছেলেটিকে হোমে রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

গঙ্গারামপুরে ফায়ার ব্রিগেড সংলগ্ন এলাকার গণেশপুজো। -চয়ন হোড়

সিদ্ধিদাতার বন্দনায় আয়োজনে চমক

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

২৭ অগাস্ট : বুধবার গৌড়বঙ্গের তিন জেলায় গণেশপুজো নিয়ে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। দুই দিনাজপুর এবং মালদা সিদ্ধিদাতার আরাধনায় মেতে ওঠে।

মালদায় ভক্তদের মধ্যে উন্মাদনা ছিল তুঙ্গে। গাজোলের আলমপুরে শ্রীবিনায়ক কমিটির পক্ষ থেকে গণেশপুজোর আয়োজন করা হয়। শ্রীবিনায়ক কমিটির পুজোর এবার অষ্টম বর্ষ। এই উপলক্ষ্যে তিনদিন ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হবে। ময়না সেবা সংঘ বৃহস্পতিবার পুজো উপলক্ষ্যে বাউলগানের আয়োজন করেছে।

উত্তর দিনাজপুরের ইটাহারের সাহাপাড়ায় ব্যবসায়ীরা গণেশপুজোর আয়োজন করেছেন। রায়গঞ্জে এনবিএসটিসি বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় পুজো হয়েছে। পুজো হয়েছে এলআইসি মোড়, উকিলপাড়া সহ বিভিন্ন জায়গায়। রায়গঞ্জের উজ্জীবন ক্লাবের উদ্যোগে গণপতির আরাধনা করা হয়। গোয়ালপাড়ায় ফ্রেন্ডস ইউনিটির উদ্যোগে পুজোর আয়োজন করা হয়েছে।

দক্ষিণ দিনাজপুরের বিভিন্ন সংস্থা এদিন গণেশপুজোর আয়োজন করে। বালুরঘাটের খাদিমপুর এলাকায় লোকনাথ মিশনে গণেশ মন্দিরে পুজো হয়। সারাদিন ধরে ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পাবলিক স্কোয়ার গণেশপুজো কমিটি গঙ্গারামপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের পাশে পুজোর আয়োজন করে।

ফায়ার ব্রিগেড অফিস সংলগ্ন স্থানে আমরা কজনের পুজো এবার চতুর্থ বর্ষে পড়ল। বুনিয়াদপুর পিরতলা এলাকার ব্যবসায়ীরা গণেশপুজোর আয়োজন করেন। পুজো হয়েছে বংশীহারীর বাগদুয়ারে। পুজো উপলক্ষ্যে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ভোগের খিচুড়ি বিতরণ করা হয়। ডাঙ্গারহাট এলাকার পুজোর মূল আকর্ষণ ছিল ১৫ ফুটের গণেশমূর্তি।

পতিরাম চৌরঙ্গি, আমতলা, পারপতিরাম, গোপালগঞ্জ ও কুমারগঞ্জেও গণেশপুজোর আয়োজন করা হয়। হিলি থানার তিওড়ে এবং ত্রিমোহিনীর সিদাই রোডে ব্যবসায়ীরা পুজো করেছেন। অমর ফ্রেন্ডস স্টাফ ক্লাব গণেশপুজোর আয়োজন করে।

নাবালিকা গর্ভবতী, গ্রেপ্তার ১

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২৭ অগাস্ট : ফেসবুকে পরিচয়। তারপর বিয়ে। বিয়ের পর নাবালিকা গর্ভবতী হয়ে পড়লে তাকে মারধর করে তাড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে ত্রিপুরার এক তরুণের বিরুদ্ধে। এরপরই নাবালিকার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ত্রিপুরা থেকে বালুরঘাটে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসা হয় তরুণকে।

ডিএসপি সদর বিক্রম প্রসাদ বলেন, একটি পকসো মামলায় ত্রিপুরা থেকে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসা হয়েছে। বুধবার ধৃত তরুণকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে বালুরঘাট আদালত।

বালুরঘাট শহর লাগোয়া একটি গ্রামে নাবালিকার বাড়ি। দশম শ্রেণিতে পড়ার সময় থেকেই ফেসবুকে পরিচয় হয় কুড়ি বছর বয়সি ওই তরুণের সঙ্গে। তারপর প্রেমিকের হাত ধরে ষোলো বছরের ওই নাবালিকা বালুরঘাট থেকে সোজা ত্রিপুরায় চলে গিয়েছিল। সেখানে তরুণকে বিয়ে করার কিছুদিনের মধ্যেই তার জীবনে আঁধার নেমে আসে। গত বছরের ডিসেম্বর মাসে ঘর ছাড়ার পর ওই নাবালিকা নির্যাতনের শিকার হতে শুরু করে বলে অভিযোগ। এরপর ওই নাবালিকা গর্ভবতী হয়ে পড়লে তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। বাড়ি ফিরে গোটা বিষয়টি জানায় নাবালিকা। এরপরই বালুরঘাট থানায় ওই তরুণের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের লিখিত অভিযোগ দায়ের করে নাবালিকার পরিবার।

> **কী ঘটেছে**
>
> ■ বিয়ের পর নাবালিকা তরুণের সঙ্গে বালুরঘাট থেকে ত্রিপুরা চলে যায়
>
> ■ এরপর থেকে নির্যাতনের শিকার হয় বলে নাবালিকার অভিযোগ
>
> ■ গর্ভবতী হলে নাবালিকাকে তাড়িয়ে দেয় তরুণ
>
> ■ এরপর নাবালিকা বাড়ি ফিরে এলে থানায় অভিযোগ দায়ের করে পরিবার
>
> ■ সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই ত্রিপুরা থেকে গ্রেপ্তার তরুণ

গত ৯ মার্চ ওই তরুণের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেতেই তদন্ত শুরু করে পুলিশ। গত সপ্তাহে ত্রিপুরার উদ্দেশে রওনা হয়েছিল বালুরঘাট থানার আধিকারিক রুম্পা দাসের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল। গত শনিবার ত্রিপুরার ধলাই জেলার গন্ডাছড়ার বাসিন্দা এক তরুণকে আগরতলার ভগবান ঠাকুর চৌমুহনির একটি মুদির দোকান থেকে গ্রেপ্তার করেছে বালুরঘাট থানার পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, ওই তরুণের খোঁজ পাওয়া ততটা সহজ ছিল না। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, ধলাই জেলার গন্ডাছড়ায় তরুণের বাড়ি হলেও ওই তরুণ আগরতলায় থাকত। পাহাড়ি এলাকায় তার বাড়িতে গিয়ে পুলিশ জানতে পারে, আগরতলার এক দোকানে কাজ করে অভিযুক্ত।

শনিবার রাতে সেই দোকান থেকেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিয়ের পর গোমতী জেলার উদয়পুরের মহারানিতে ভাড়া থাকত তরুণ। সেই বাড়ির মালিককে জিজ্ঞাসাবাদ করেই আগরতলা থেকে তাকে পাকড়াও করে পুলিশ। সম্প্রতি ফেসবুকে আলাপ হয়ে প্রেমে ব্যর্থ হওয়ার ঘটনা ঘটছে। ফের এই একই ঘটনা সামনে এসেছে।

এই প্রসঙ্গে সমাজকর্মী সুরজ দাস বলেন, 'বয়ঃসন্ধিকালে অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় নিজের জীবনটাকে দুমড়েমুচড়ে ফেলছে কিশোর-কিশোরীরা। বিশেষ করে সামাজিক মাধ্যমের অপব্যবহার চলছে।'

চন্দ্রবোড়ার আতঙ্কে চরে লাটে চাষবাস

সেনাউল হক

মোথাবাড়ি, ২৭ অগাস্ট : সাপের ছোবলে মৃত্যু হল সাড়ে তিন বছরের এক শিশুর। বুধবার সকালে কালিয়াচকের আলিনগর নাপিতপাড়ায় ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতের নাম সম্রাট বারিক। এদিন পরিবারের লোকেরা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে নিয়ে আসেন সিলামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় শিশুটিকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। সেখানে পৌঁছানোর পর মৃত্যু হয় তার। মৃতের মা পিংকি বারিকের কথায়, 'ছেলেকে রেখে শৌচালয়ে গিয়েছিলাম। কান্না শুনে বেরিয়ে এসে একটি সাপ দেখতে পাই। এরপর ছেলেকে হাসপাতালে নিয়ে আসি। কিন্তু ওকে বাঁচানো যায়নি।'

এদিকে, সাপের আতঙ্কে ঘুম উড়েছে মোথাবাড়ি ও কালিয়াচক থানা এলাকার গঙ্গাপাড়ের বাসিন্দাদের। ইতিমধ্যে চন্দ্রবোড়ার ছোবলে বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে। গঙ্গায় জল বাড়ায় ফের সাপের উপদ্রব দেখা দিয়েছে সেখানে। ফলে নদীর পাড়ের জমিগুলিতে চাষ করতে যেতে চাইছেন না কৃষকরা। কারণ বেশিরভাগেরই মৃত্যু হয়েছে জমিতে চাষ করতে গিয়ে। বিষয়টি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে ব্লক প্রশাসনের নজরে আনা হলেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। ফলে আতঙ্কে অনেকেই চাষবাস ছেড়েছেন। এমনই ছবি হামিদপুর, রাজনগরের গঙ্গাতীরবর্তী এলাকায়।

স্থানীয়দের দাবি, এক বছরে সাপের ছোবলে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। ছোবলে আহত কয়েকজন চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেও আতঙ্ক কমছে না তাঁদের। কৃষকরা জানাচ্ছেন, গঙ্গার চরে ভুট্টা, ধান, কলাই, তুঁত চাষ হয়। আগে এখানে সাপের উপদ্রব ছিল না। কয়েক বছর ধরে চরের জমিতে বেড়েছে চন্দ্রবোড়ার উপদ্রব। এছাড়া এই এলাকা থেকে স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা মালদা মেডিকেলের দূরত্ব অনেকটাই বেশি। ফলে হঠাৎ করে কাউকে সাপে ছোবল দিলে বাঁচানো মুশকিল হয়ে পড়ছে। পিয়ারুল মণ্ডল নামে এক কৃষকের কথায়, '২০২৫ সালে হারুন রসিদ, এজোরিয়া মণ্ডল, রুহানা খাতুনরা সাপের ছোবলে মারা গিয়েছেন। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে বেঁচে ফিরেছেন সামসুল জামান, এমাজুদ্দিন শেখরা। সকলেই হামিদপুর ও রাজনগর এলাকার বাসিন্দা। আমরা চাই, প্রশাসন পদক্ষেপ করুক।'

ইমরান শেখ নামে আরেক কৃষকের বক্তব্য, 'গ্রামে হামিদপুর উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। সেখানে অ্যান্টিভেনম রাখার ব্যবস্থা করা হলে অনেকে বাঁচবেন।'

মালদা জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ ও হামিদপুরের বাসিন্দা মহম্মদ ফিরোজ শেখ বলেছেন, 'বিষয়টি আমরা প্রশাসনিক স্তরে আলোচনা করেছি। স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনকেও জানানো হয়েছে। উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে অ্যান্টিভেনম রাখার চিন্তাভাবনা চলছে।'

সাপের ভয়ে জঙ্গল সাফাই চলছে হামিদপুরে। -সংবাদচিত্র

> ছেলেকে রেখে শৌচালয়ে গিয়েছিলাম। কান্না শুনে বেরিয়ে এসে একটি সাপ দেখতে পাই। এরপর ছেলেকে হাসপাতালে নিয়ে আসি। কিন্তু ওকে বাঁচানো যায়নি।
>
> **পিংকি বারিক**
> *মৃতের মা*

হাঁসের ছানা লুট নিয়ে তদন্ত

গঙ্গারামপুর, ২৭ অগাস্ট : গঙ্গারামপুর ব্লকে হাঁসের ছানা বিলিকে কেন্দ্র করে বিশৃঙ্খলা এবং হাঁসের ছানা লুটের ঘটনার তদন্ত শুরু করল প্রশাসন। বুধবার প্রাণীসম্পদ দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর জয়দেব বেরা, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অরুণকুমার বসু তদন্ত শুরু করেন। পাশাপাশি সমস্ত ঘটনা খতিয়ে দেখেন। গঙ্গারামপুরের বিডিও অর্পিতা ঘোষাল, ব্লক প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন আধিকারিক শর্মিলা রায় গঙ্গারামপুর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেন। কীভাবে হাঁসের ছানা বণ্টন করা হচ্ছিল, কেন বিশৃঙ্খলা হয়েছিল, হাঁসের ছানা লুট হয়ে গেল কী করে ইত্যাদি বিষয় খতিয়ে দেখা হয় বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। তবে এবিষয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে কোনও মন্তব্য করেননি সরকারি আধিকারিকরা।

গভীর রাতে স্লোগানে যুদ্ধ দুই গোষ্ঠীর

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৭ অগাস্ট : হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক তথা মন্ত্রী তজমুল হোসেন এবং জেলা পরিষদ সদস্য বুলবুল খানের গোষ্ঠীকোন্দল যেন মিটতেই চাইছে না। বৃহস্পতিবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সমাবেশ কলকাতায়। সেই উপলক্ষ্যে গতকাল গভীর রাতে দুই গোষ্ঠীর ছাত্র পরিষদের সমর্থকরা পৃথক পৃথকভাবে মিছিল করে হরিশ্চন্দ্রপুর স্টেশনে এসেছিলেন ট্রেন ধরতে। সঙ্গে ছিলেন নেতারাও।

সাধারণত এক রাজনৈতিক দলের সমর্থকরা অপর রাজনৈতিক দলকে দেখলে স্লোগান দিতে দেখা যায়। এবার কার্যত তৃণমূলেরই দুইপক্ষের মধ্যে চলল স্লোগানের প্রতিযোগিতা। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে শাসকদলের দুই গোষ্ঠীর নেতাদের এরকম কাণ্ডকারখানা দেখে হতবাক এলাকার সাধারণ মানুষও। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, নেতারা তো নিজের মধ্যে লড়াই করতে ব্যস্ত, এঁরা সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াবেন কী করে? যদিও নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠীকোন্দলের কথা স্বীকার করেননি কোনও নেতাই।

বুলবুল বলেন, 'ছাত্ররাই আগামীদিনের নেতা। তাঁদের উৎসাহ দিতে স্টেশনে এসেছি। গোষ্ঠীকোন্দলের কোনও ঘটনা ঘটেনি।' আরেক জেলা পরিষদের সদস্য মর্জিনা বিবির দাবি, 'বিভিন্ন এলাকা থেকে ছাত্ররা এসেছে তাই আমরা আলাদা করেই এসেছি।'

তজমুলের সাফাই, 'এলাকায় দলের মধ্যে কোনও গোষ্ঠীকোন্দল নেই। সবাই একসঙ্গেই আছি, সবাই তৃণমূল করি।'

তবে হরিশ্চন্দ্রপুরে ভোট যতই এগিয়ে আসছে শাসকদলের অস্বস্তি বাড়ছে। সাম্প্রতিক একাধিকবার তজমুলের সঙ্গে জেলা পরিষদ সদস্য বুলবুল খানের দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এসেছে। এবার ছাত্র সংগঠনকে নিয়েও একই ছবি।

পর্যটনে নজর

পর্যটনকে আরও গুরুত্ব দিতে একাধিক পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। বুধবার কলকাতায় মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের টুরিজম কনক্লেভে যোগ দিয়ে জানিয়েছেন ইন্দ্রনীল সেন।

রুফটপে শর্ত

পুজোর আগেই শহরে বন্ধ হয়ে যাওয়া রুফটপ ক্যাফে ও রেস্তোরাঁ খুলছে। তবে মানতে হবে একাধিক শর্ত। জানিয়েছেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। থাকতে হবে ফায়ার সেফটি সার্টিফিকেট।

পুজোয় বিতর্ক

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তাঁর অফিসের সামনে রীতিমতো জাঁকজমক করে গণেশ পুজো করলেন। আর তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। যদিও বিতর্কের কিছু দেখছেন না উপাচার্য শংকর কুমার নাথ।

আমৃত্যু জেল

নিউটাউনে নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনে দোষী সাব্যস্ত টোটোচালক সৌমিত্র রায়কে আমৃত্যু কারাবাসের সাজা দিল আদালত। ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ৫ বছর কারাবাস।

পদ্মের নির্বাক সাংসদ সৌমেন্দু

কলকাতা, ২৭ অগাস্ট : বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর 'সাংসদ ভাই' সৌমেন্দু অধিকারীর পারফরমেন্স নিয়ে দলেই প্রশ্ন। বিজেপি সাংসদ সৌমেন্দুর রেকর্ড বলছে, গত এক বছরের বেশি সময় সংসদে উপস্থিত থাকলেও কার্যত 'নির্বাক' সাংসদের ভূমিকাই পালন করেছেন তিনি। কারণ, এই সময়কালে তিনি সংসদে সাকুল্যে মাত্র ৫টি প্রশ্ন করেছেন। কোনও বিতর্কে অংশ নেওয়া, স্থানীয় বা রাজ্য রাজনীতির প্রেক্ষিতে কোনও বক্তব্য পেশ করেননি। যদিও এসব সত্ত্বেও নিজের পারফরমেন্সে খুশি সৌমেন্দু।

গত লোকসভা ভোটে পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি লোকসভা আসনে জয়ী হয়ে সাংসদ হন সৌমেন্দু অধিকারী। সম্প্রতি রাজ্যের দলীয় সাংসদদের (মন্ত্রী বাদে) সংসদীয় পারফরমেন্স খতিয়ে দেখেছে বিজেপি। সেখানেই সাংসদ হিসেবে সৌমেন্দুর এই হতাশাজনক পারফরমেন্স দেখা গিয়েছে। সাধারণত একজন সাংসদের পারফরমেন্স নির্ধারণের জন্য ৪টি মাপকাঠি রয়েছে। এক, তাঁর সংসদে উপস্থিতি। দুই, সংসদে তাঁর সক্রিয়তা। তিন, সংসদে তাঁর বিশেষ ভূমিকা এবং শৃঙ্খলাপরায়ণতা। কোনও সাংসদকে ব্যক্তিগতভাবে কোনও ইস্যু সংসদে তুলতে গেলে সংসদীয় রীতি অনুযায়ী জিরো আওয়ারে অথবা বিশেষ উল্লেখপর্বে (স্পেশাল মেনশন পর্বে) তা উল্লেখ করা যায়। এছাড়া কোনও সাংসদ চাইলে প্রাইভেট মেম্বার বিলের সুযোগ নিয়ে কোনও প্রস্তাব সংসদে পেশ করতে পারেন। এর বাইরে বিল, বাজেট বা সংসদের বিশেষ অধিবেশনে ইস্যু ভিত্তিক বিতর্কে অংশ নিতে হলে তাঁকে দলের অনুমতি নিতে হয়। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সৌমেন্দু তাঁর সাংসদ জীবনে এপর্যন্ত শুধু ৫টি প্রশ্ন উত্থাপন করা ছাড়া আর কোনও বিষয়েই অংশ নেননি। যদিও তাৎপর্যপূর্ণভাবে সংসদে তাঁর উপস্থিতি ৯৭ শতাংশ।

সৌমেন্দুর সাফাই, 'নিজে বক্তব্য না রাখলেও সমস্ত বিতর্কেই আমি উপস্থিত ছিলাম। ওয়াকফ বিল বিতর্কে রাত ৩টে পর্যন্ত সংসদে কাটিয়েছি। জিরো আওয়ারে সুযোগ পাওয়া তো লটারির ব্যাপার। আমি চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমার ভাগ্যে লটারি ওঠেনি।' যদিও সূত্রের খবর, সৌমেন্দুর পারফরমেন্সে খুশি নয় দল। সারা দেশে সৌমেন্দুর মতো কার্যত নির্বাক বিজেপি সাংসদের সংখ্যা মেরেকেটে ৫ থেকে ৬ জন। দলেরই এক নেতা বলেন, 'সুভাষ সরকার প্রাইভেট মেম্বার বিল এনে রাঢ়বঙ্গের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ দাবি করেছিলেন কেন্দ্রের কাছে।' উত্তরবঙ্গের মনোজ টিগ্গা, জয়ন্ত রায়, রাজু বিস্টরা সংসদে যথেষ্ট সক্রিয়। এমনকি তার পাশের কেন্দ্র তমলুকের সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের পারফরমেন্সও দলের নিরিখে ভালো। তবে বিরোধী দলনেতার ভাই সৌমেন্দুর পারফরমেন্স নিয়ে দলে চর্চায় প্রকাশ্যে মুখ খুলতে চাইছেন না কেউ।

উপস্থিতিই সার

- সৌমেন্দু তাঁর সাংসদ জীবনে এপর্যন্ত শুধু ৫টি প্রশ্ন উত্থাপন করা ছাড়া আর কোনও বিষয়েই অংশ নেননি
- তবে সংসদে তাঁর উপস্থিতি ৯৭ শতাংশ
- তাঁর কাজে শীর্ষ নেতৃত্ব অসন্তুষ্ট বলে জানা গিয়েছে

" নিজে বক্তব্য না রাখলেও সমস্ত বিতর্কেই আমি উপস্থিত ছিলাম। ওয়াকফ বিল বিতর্কে রাত ৩টে পর্যন্ত সংসদে কাটিয়েছি। জিরো আওয়ারে সুযোগ পাওয়া তো লটারির ব্যাপার। আমার ভাগ্যে লটারি ওঠেনি।

সৌমেন্দু অধিকারী

গণেশবন্দনা ভবানীপুরের একটি পুজোমণ্ডপে। বুধবার। ছবি : রাজীব মণ্ডল।

পুজোর পর আসবে না অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল, আশ্বাস রাজ্যের

কলকাতা, ২৭ অগাস্ট : দুর্গাপুজোর পর আসবে না অতিরিক্ত বিদ্যুতের বিল, বুধবার রাজ্যবাসীকে আশ্বাস দিলেন বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। সারা রাজ্যে পুজো প্রস্তুতির জন্য ডব্লিউবিএসইডিসিএল, সিইএসসি সহ অন্যান্য দপ্তরের আধিকারিককে নিয়ে এদিন বৈঠকে বসেন মন্ত্রী। সেখান থেকেই দিয়ে দিলেন দুর্গাপুজোর বিশেষ গাইডলাইন। সতর্ক করলেন, বেআইনিভাবে বিদ্যুৎ চুরি হলে আইনত ব্যবস্থা করা হবে। নিম্নচাপ ও বৃষ্টির কথা মাথায় রেখে পোস্ট ও ট্রান্সফর্মারের ওপর চলতি বছরে চলবে বিশেষ নজরদারি। উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে সমস্ত পুজো কমিটির কাছে মন্ত্রীর অনুরোধ, খোলা বা লিকেজ যুক্ত তার যেন ব্যবহার না করা হয়। পুজো মণ্ডপে দাহ্য পদার্থ না রাখার পাশাপাশি নিরাপত্তার জন্য পাইপড ওয়ারিংয়ের ব্যবস্থা করারও পরামর্শ দিলেন অরূপ। ৩ হাজার ৭০০টি মোবাইল ভ্যানের ব্যবস্থা করছে দপ্তর।

পুজো মণ্ডপে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ জোগানের জন্য প্রতি বছরের মতোই এবারও ডিভিসি, এনটিপিসি ও রেল সহ বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে ইতিমধ্যেই বৈঠক সেরেছে রাজ্য সরকার। এদিন জেলা পর্যায়ের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকও হয়েছে। রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তরের তরফে পরিসংখ্যান দিয়ে জানানো হয়েছে, চলতি বছরে অস্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগ আবেদনের সংখ্যা ৫০,৫৫০-এর বেশি হতে পারে। বিদ্যুতের চাহিদা সর্বাধিক ১২,০৫০ মেগাওয়াটে পৌঁছোনোর সম্ভাবনা। রাজ্য সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, চলতি বছর রাজ্যের সমস্ত পুজো প্যান্ডেলে বিদ্যুতের বিলে ছাড় থাকছে ৮০ শতাংশ। দিনরাত সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিতে দপ্তরের তরফে কর্তব্যরত থাকবেন ৭৩,৪১৪ জন বিদ্যুৎ কর্মী। পুজোয় যে কোনও অসুবিধা এড়াতে এদিন উদ্বোধন হয়েছে ২৪x৭-এর জন্য পুজো কন্ট্রোল রুমের। দুর্গাপুজো থেকে শুরু করে আসন্ন জগদ্ধাত্রীপুজোর বিসর্জনের দিন পর্যন্ত টানা কাজ করবে এই কন্ট্রোল রুম। চালু হয়েছে টোল ফ্রি হেল্পলাইন নম্বর। বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগমের সিএমডি ড. পিবি সেলিম এদিন বলেন, 'বাংলার ইতিহাসে প্রথমবার ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে কোনও কয়লা ভিনরাজ্য থেকে আমদানি করা হয়নি। পূর্ব ভারতে প্রথমবার সাগরদিঘির ৬৬০ মেগাওয়াটের সুপার ক্রিটিকাল থার্মাল পাওয়ারের উদ্বোধন শীঘ্রই হবে।'

মন্ত্রী জানিয়েছেন, রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তরের অধীনে ২০১১ সালে পুজোর সংখ্যা ছিল ২০,৯৭০টি। সেখানে বিদ্যুৎ লাগত ২১০ মেগাওয়াট। চলতি বছরে সেই চাহিদা বেড়েছে ৫৪২ শতাংশ। পুজো কমিটিগুলির কাছে অরূপের আবেদন, যত পরিমাণ বিদ্যুৎ দরকার সবটার জন্যই যেন আবেদন জানানো হয়। অনেক ক্লাব-কর্তা কম বিদ্যুতের জন্য আবেদন করায় দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয় মণ্ডপগুলিকে। সবদিকে নজর রাখার পাশাপাশি বৈদ্যুতিক তারের ঠিক নীচে কোনও স্থানে প্যান্ডেল বাঁধা থেকে বিরত থাকার অনুরোধও জানানো হয়েছে। যাতে তার ছিঁড়ে দুর্ঘটনা না ঘটতে পারে।

ইআরও-এইআরও নিয়োগের নির্দেশ

মুখ্যসচিবকে চিঠি নির্বাচন কমিশনের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ অগাস্ট : রাজ্যে বিধানসভাভিত্তিক ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (ইআরও) এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (এইআরও) নিয়োগ করতে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে চিঠি পাঠালেন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। আগেই ইআরও এবং এইআরও নিয়োগ করার জন্য জাতীয় নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দিয়েছিল। শুক্রবারের মধ্যে মুখ্যসচিবের কাছে কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট বা কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে কি না তা নিয়ে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। এদিনই বিভিন্ন দপ্তরের সচিব ও জেলা শাসকের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন মুখ্যসচিব। ওই বৈঠকেই কমিশনের নির্দেশিকা তাঁদের জানিয়ে দেওয়া হয়। শুক্রবার সকালের মধ্যে জেলা থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়েছেন মুখ্যসচিব। ভার্চুয়াল বৈঠকে মুখ্যসচিব জানিয়েছেন, কমিশনের গাইডলাইন মেনে দ্রুত ইআরও এবং এইআরও নিয়োগ করতে হবে। যেখানে যেখানে পদগুলিতে নিয়োগ হয়নি, তা অবিলম্বে পূরণ করতে হবে। প্রয়োজনে মুখ্যসচিবের দপ্তরের সঙ্গে কথা বলতে বলা হয়েছে।

রাজ্যে এসআইআর বা বিশেষ নিবিড় পরিমার্জনের কাজ শুরু হতে পারে বলে অনেকদিন আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। ইআরও এবং এইআরও-র তালিকা চাওয়ার আসল অর্থ এসআইআর শুরুর ব্যাপারে কমিশন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। কবে থেকে তা চালু হবে তা এখনও কমিশন ঘোষণা না করলেও আগামী বিধানসভা নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে সেপ্টেম্বর থেকেই তা চালু হতে পারে বলে মনে করছেন নবান্নের কর্তারা। তাই অগাস্টের মধ্যেই ইআরও এবং এইআরও নিয়োগ করে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নবান্ন সূত্রে খবর, এখনও ১৫ থেকে ১৬টি জায়গায় ইআরও এবং এইআরও নিয়োগ বাকি রয়েছে। এই পদে নিয়োগ করতে হলে প্রায় ৫০০ জন অফিসারের প্রয়োজন রয়েছে। সেই কারণেই দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করতে মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ পাওয়ার পরই তৎপর হয়েছে নবান্ন।

বিশেষ নিবিড় সংশোধন নিয়ে প্রথম থেকেই আপত্তি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমানের সভা থেকেও এই নিয়ে তিনি সুর চড়িয়েছিলেন। অন্যদিকে এসআইআর হলে প্রচুর বাংলাদেশির নাম বাদ যাবে বলে দাবি করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিহারে বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিশেষ নিবিড় সংশোধনের পর প্রায় ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই বিজেপি কমিশনকে দিয়ে এসআইআর করাতে চাইছে বলে অভিযোগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এমনকি কমিশন বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে চলছে বলেও অভিযোগ মমতার। কিন্তু কমিশন যে এসআইআর করার নিয়ে বদ্ধপরিকর তা তাদের ইঙ্গিতেই স্পষ্ট।

এসআইআর প্রস্তুতি

- ইআরও-এইআরও নিয়োগ করতে বুধবারই চিঠি মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের
- শুক্রবারের মধ্যে কাজ সম্পূর্ণ করতে নির্দেশ
- এখনও প্রায় ৫০০ জন ইআরও-এইআরও নিয়োগ করতে হবে
- জেলাশাসক ও বিভিন্ন দপ্তরের সচিবদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক মুখ্যসচিবের

রোশন-শমীক সাক্ষাতে জল্পনা

কলকাতা, ২৭ অগাস্ট : গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতা বিমল গুরুংয়ের দূত হয়ে রোশন গিরি দেখা করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে। বুধবার সল্টলেকের বিজেপি দপ্তরে শমীকের সঙ্গে দেখা করেন রোশন। শমীকের দাবি, পাহাড়ের উন্নয়ন ও স্থানীয় রাজনীতির বিষয়ে তাঁদের মধ্যে কথা হয়েছে।

বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সঙ্গে আবার নতুন করে সখ্য বেড়েছে বিজেপির। কিছুদিন আগে এই কলকাতাতেই বিমল গুরুং, রোশন গিরিরা একান্ত বৈঠক করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে। রাজ্য সভাপতি হওয়ার পর গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতৃত্বের সঙ্গে এটাই শমীকের প্রথম বৈঠক। এদিন বিকাল সওয়া ৪টে নাগাদ তাঁরা সল্টলেকের বিজেপি দপ্তরে আসেন। পরে তাঁরা শমীকের সঙ্গে প্রায় ৪০ মিনিট বৈঠক করেন। পাহাড়ি প্রথা মেনে শমীককে খাদা পরিয়ে সংবর্ধনা দেন রোশন সহ প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। পরে শমীক জানিয়েছেন, 'পাহাড়ের উন্নয়নের দাবি জানাতেই তাঁরা এসেছিলেন।' পাহাড়ে যাওয়ার জন্য রাজ্য সভাপতি হিসেবে তাঁকে আমন্ত্রণও জানিয়েছেন রোশন।

পরীক্ষার্থীদের সহায়তায় পুলিশ

আজ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস

কলকাতা, ২৭ অগাস্ট : বৃহস্পতিবার কলকাতার মেয়ো রোডে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস। আবার এদিনই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা রয়েছে। তার ফলে ছাত্রছাত্রীদের ভোগান্তির মধ্যে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা যাতে সঠিক সময়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছোতে পারেন তার জন্য কলকাতা পুলিশ কমিশনারকে চিঠি দিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শান্তা দত্ত। এদিন শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৩টি মিছিল মেয়ো রোডে পৌঁছোবে। ফলে ছাত্রছাত্রীদের যাতে ভোগান্তি না হয়, তার জন্য বুধবারই কলকাতা পুলিশের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। শহরে বৃহস্পতিবার যানচলাচল স্বাভাবিক রাখতে ট্রাফিক পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। এদিন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে বক্তব্য রাখবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলের ছাত্র-যুবদের প্রচারের রণকৌশল কী হবে, তা এদিনের সভা থেকে স্পষ্ট করে দেবেন তাঁরা।

প্রতিবছরই এদিন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন হয়। এবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এদিন পরীক্ষা রেখেছে। পরীক্ষার দিন পরিবর্তনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আর্জিও জানায় তৃণমূল। কিন্তু এই আর্জি খারিজ করে দেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তা নিয়ে উপাচার্যের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে তৃণমূল। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অভিরূপ চক্রবর্তী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্য শান্তা দত্ত দে-র বিরুদ্ধে আক্রমণের সুরে হুঁশিয়ারি দেন, 'উপাচার্যকে ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে বুঝে নেওয়া হবে।' এরই মধ্যে বিজেপি অভিরূপের একটি ভিডিও প্রকাশ্যে এনেছে। সেখানে উপাচার্যকে 'বেহায়া' বলে দাগিয়ে দিতে শোনা গিয়েছে অভিরূপকে। ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই তাঁর যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধী শিবির। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা থাকায় ছাত্রছাত্রীরা কেন্দ্রে পৌঁছোতে যাতে অসুবিধায় না পড়েন, সেদিকে নজর রাখা হবে বলে জানিয়েছেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য। এদিন সভাস্থল পরিদর্শন করতে এসে তৃণাঙ্কুর বলেন, 'পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছোতে কারও অসুবিধা হবে না। কেউ আটকে পড়লে আমরা তাঁদের পৌঁছে দেব।'

বাঙালি হেনস্তা এবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের থিম। ফলে ভিনরাজ্যে বাঙালি হেনস্তা নিয়ে এদিন মমতা ও অভিষেক যে সুর চড়াবেন তা একপ্রকার নিশ্চিত। এছাড়া কেন্দ্রীয় বঞ্চনা, বিশেষ নিবিড় সংশোধন নিয়েও তাঁরা সরব হবেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলীয় কর্মীদের প্রচারের রণকৌশলও এই সভা থেকে ঠিক করে দেবেন মমতা ও অভিষেক। আগামী মাসেই উৎসবের মরশুম শুরু হয়ে যাচ্ছে। উৎসবের মরসুমকে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের জনসংযোগের হাতিয়ার করতে নির্দেশ দিতে পারেন তাঁরা। এখন রাজ্যের সর্বত্র 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচি চলছে। সেখানে দলের কর্মী-সমর্থকরা যাতে আরও বেশি সক্রিয় হন সেই নিয়েও নির্দেশ দিতে পারেন মমতা।

প্রসূতির মৃত্যুহারে উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্য দপ্তর

কলকাতা, ২৭ অগাস্ট : প্রসূতি মায়েদের মৃত্যুবৃদ্ধির হার নিয়ে উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্য ভবন। কীভাবে এই মৃত্যু কমানো যায় তা নিয়ে নির্দেশিকা জারি করল স্বাস্থ্য দপ্তর। সম্প্রতি মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে প্রসূতি মৃত্যুতে স্যালাইন নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের জারি করা গাইডলাইনে এবার স্যালাইনের ব্যবহার নিয়ে কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে। প্রসূতি মায়েদের বিশেষ করে সিজারিয়ান সেকশনের ক্ষেত্রে কীভাবে, কখন, কেন স্যালাইন ব্যবহার করা হবে তা স্পষ্ট জানানো হয়েছে। রাজ্যজুড়ে সরকারি মেডিকেল কলেজ, গ্রামীণ হাসপাতাল, ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ডেলিভারি পয়েন্টে, চিকিৎসক, নার্স সহ সকলকে এই নয়া ফ্লুইড গাইডলাইন মেনে চলতে বলা হয়েছে।

নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, সিজারের ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচারের পর রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে যে ধরনের স্যালাইন ব্যবহার করা হয়, তা দেওয়ার সময় অতিসতর্ক থাকতে হবে। সঠিক মাত্রা ও সঠিক সময়ে স্যালাইন দেওয়া না হলে বিপদ হতে পারে। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত সতর্কতার কথা বলা হয়েছে। অতিরিক্ত পরিমাণে ক্রিস্টালয়েড স্যালাইন দেওয়ার সঠিক প্রোটোকল না মানলে কিডনি ফেলিওর, অ্যানিমিয়া সহ গুরুতর সমস্যা হতে পারে বলে জানানো হয়েছে। শহরাঞ্চলের মেডিকেল কলেজ থেকে গ্রামীণ হাসপাতালেও বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রোটোকল মানতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় কড়া ব্যবস্থার হুশিয়ারিও দিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর।

অস্থায়ী গ্রুপ-ডি কর্মীদের বেতন পাঁচ হাজার

কলকাতা, ২৭ অগাস্ট : রাজ্যে ফিরলেই পরিযায়ী শ্রমিকরা এককালীন পাঁচ হাজার টাকা পাবেন বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কাজ না পাওয়া পর্যন্ত এক বছর মাসিক পাঁচ হাজার টাকা পাওয়ার কথাও বলা হয়েছে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে। এবার রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে পার্টটাইম গ্রুপ-ডি কর্মচারীদের মাসিক পাঁচ হাজার টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করল নবান্ন।

রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে আংশিক সময়ের (পার্ট টাইম) কয়েক হাজার কর্মচারী বিশেষত পিওনের কাজ করে থাকেন। এতদিন বিভিন্ন দপ্তর ও সরকারের বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও পরিবহণ নিগমগুলিতে এঁরা আংশিক সময়ের কর্মী হিসেবে কাজ করলেও তাঁদের মাসিক আয়ের পরিমাণ খুব কম ছিল।

বুধবার রাজ্যের অর্থসচিব প্রভাত কুমার মিশ্র এক সরকারি নির্দেশিকায় (নং ৩১৬৪ পিএফই) জানিয়েছেন। পার্ট টাইম গ্রুপ-ডি কর্মচারীরা মাসিক পাঁচ হাজার টাকা বেতন পাবেন। তাঁদের আর কোনও ভাতা দেওয়া হবে না।

হিসেব না দিলে পুজোর অনুদান নয়

রিমি শীল

কলকাতা, ২৭ অগাস্ট : আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী শিলিগুড়ির তিনটি পুজো কমিটি এই বছর পুজো অনুদান পাবে না। বুধবার হাইকোর্টে অনুদান সংক্রান্ত মামলায় বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি স্মিতা দাস দের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, যে সমস্ত পুজো কমিটি খরচের হিসেব বা ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট জমা দেয়নি, তাদের অনুদান দেওয়া যাবে না। যে পুজো কমিটিগুলি গত বছরের হিসেব পেশ করেছে তারাই এবছর অনুদান পাবে। রাজ্যের পেশ করা রিপোর্টে শিলিগুড়ির তিনটি পুজো কমিটি অনুদানের হিসাব দেয়নি। এদিন ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, আগের মামলায় তৎকালীন প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের দেওয়া নির্দেশই বহাল থাকবে। আদালতের পুজো অবকাশকালীন ছুটির শেষে একমাস পর রাজ্যকে রিপোর্ট দিতে হবে।

২০২৫ সালের পুজো অনুদানের টাকা নিয়ে কমিটিগুলি থেকে পাওয়া খরচের হিসেব ও সেই তথ্য খতিয়ে দেখে রিপোর্টে জানাতে হবে। পুজো অনুদানের বিরোধিতায় কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। তবে কোনও হস্তক্ষেপ করেনি কলকাতা হাইকোর্ট। আদালতের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে রাজ্যের শাসক দল।

রাজ্যকে রিপোর্ট পেশের নির্দেশ হাইকোর্টের

কারা খরচের হিসেব না দিয়ে অনুদান পেয়ে যাচ্ছিল, তা নিয়ে সোমবারই প্রশ্ন তুলেছিল হাইকোর্ট। রাজ্য থেকে তথ্য তলব করা হয়েছিল। এদিন রিপোর্ট পেশ করে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত আদালতে জানান, রাজ্য পুলিশের ক্ষেত্রে মোট ৪১,৭৯৯টি পুজো কমিটি চেক নিয়েছিল। ৪টি কমিটি চেক ভাঙায়নি। বাকি ৪১,৭৯৫টি কমিটির মধ্যে ৩টি কমিটি ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট জমা দেয়নি।

শিলিগুড়ির কাশ্মীর কলোনি দুর্গাপুজো কমিটি, নবজাগরণ সংঘ, সাউথ শান্তিনগর দুর্গাপুজো কমিটি ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দেয়নি বলে খবর। কলকাতা পুলিশের ক্ষেত্রে ২৮৭৬টি পুজো কমিটি অনুদান পেয়েছে ও খরচের হিসেবও পেশ করেছে। তবে রাজ্যের এই দেওয়া রিপোর্টের বিরোধিতা করেন আবেদনকারীদের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে এই হিসেবের খতিয়ান জমা দেওয়া হয়নি। আদালতের কড়া মনোভাব নেওয়ার পরে হিসেব আনানো হয়েছে। যদি আদালতের নির্দেশ মানা হয়, তাহলে অন্তত ১০ হাজার পুজো কমিটির এবার অনুদান পাওয়ার কথা নয়। বিচারপতি সমস্ত পক্ষের সওয়াল-জবাব শোনার পর জানিয়ে দিয়েছেন, হিসেব না দিলে অনুদান দেওয়া যাবে না সেই কমিটিকে। ২০২২ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর তৎকালীন প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছিল, নির্দিষ্ট খাতে টাকা খরচ এবং সময়ের মধ্যে অনুদান পাওয়া কমিটিগুলি খরচের হিসেব দিতে হবে।

গণেশপুজোয় রাজনীতির রং শুভেন্দুর কথায়

কলকাতা, ২৭ অগাস্ট : গণেশপুজোতে বাঙালি-অবাঙালি বিতর্ক। বিধানসভা ভোটে হিন্দু ভোট বিভাজন করতে ফের বাঙালি-অবাঙালি ইস্যু তৈরি করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন হাবড়ায় গণেশপুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর এই কৌশল সম্পর্কে ফের সতর্ক করে দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিনই কাঁথিতে একটি গণেশপুজোর উদ্বোধনে গিয়েছিলেন প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। দিলীপ যখন কাঁথির গণেশপুজোয় ব্যস্ত, সেই সময় নন্দীগ্রামে পুজোর উদ্বোধন করছিলেন শুভেন্দু। তবে দুই নেতার মুখোমুখি হওয়ার মতো ঘটনা ঘটেনি।

এবার গণেশপুজো নিয়ে বাংলায় রীতিমতো হুড়োহুড়ি রাজনৈতিক দলের। এদিন হাবড়ায় গিয়েছিলেন শুভেন্দু। বাঙালি-অবাঙালি বিতর্কের মধ্যে গণেশপুজো এবার অন্য মাত্রা পেয়েছে। সেই সুযোগকে কাজে লাগাতে ছাড়ছে না কেউই। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু বলেন, 'গণেশপুজোকে অবাঙালিদের পুজো বলে দাগিয়ে দিচ্ছে তৃণমূল।

এর আগে রামনবমীকেও অবাঙালিদের পুজো বলে বাঙালি-অবাঙালি ভাগ করতে চেয়েছিল। কিন্তু তৃণমূলের সেই চক্রান্ত ভেস্তে দিয়ে এক কোটি হিন্দু বাঙালি রামনবমীর মিছিল করেছে রাজ্যে। গণেশপুজোতেও সেই চেষ্টা হচ্ছে। তৃণমূলের একটাই উদ্দেশ্য, হিন্দুদের মধ্যে প্রাচীর তোলা। কখনও জাতের নামে, কখনও ভাষার নামে।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১০১ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১১ ভাদ্র ১৪৩২

বিজ্ঞানমনস্কতায় কাঁটা

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম সাড়া জাগানো বিস্ময় হল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই। এই প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে প্রতিদিনই কিছু না কিছু নতুন হচ্ছে দুনিয়াজুড়ে। সাহিত্য থেকে সিনেমা, রাজনীতি থেকে খেলা, পড়াশোনা থেকে পেশাদারি কাজকর্ম- সবকিছুতেই এআই-এর ব্যবহার বাড়ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ভারতও কখনও পিছিয়ে থাকেনি। কিন্তু সমস্যা এখন অন্য। বিজ্ঞানসাধনার জন্য যে বিজ্ঞানমনস্কতার প্রয়োজন হয়, সেখানেই বারবার কৌশলে আঘাত করা হচ্ছে।

মানুষের ধর্মবিশ্বাস, ভক্তিভাব, পুরাণকথার সঙ্গে দিব্যি মিশিয়ে ফেলা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক সত্যকে। এভাবে বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনার প্রতি একপ্রকার অবিশ্বাস তৈরির চেষ্টা চলছে ভারতে। দুর্ভাগ্যজনক হল, রাজনীতিকদের একাংশ এই তৎপরতায় মদত দিয়ে চলেছেন। বিজেপি সাংসদ অনুরাগ ঠাকুর, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানদের সাম্প্রতিক মন্তব্য বিজ্ঞানমনস্কতায় ধাক্কা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

অনুরাগ প্রচার করছেন, সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ার ইউরি গ্যাগারিন নন, বিশ্বের প্রথম নভশ্চর ছিলেন পবনপুত্র হনুমান। অপরদিকে শিবরাজ বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করছেন যে, আমেরিকার রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের আবিষ্কার নয়, বিশ্বের প্রথম বিমান ছিল রামায়ণে কথিত পুষ্পক রথ। ইউরি গ্যাগারিন বা রাইট ভাইদের বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি এদেশের ছেলেমেয়েদের স্কুলপাঠ্যে ছিল। রামায়ণ, মহাভারতের গল্প ভারতের প্রায় সকলেই জানেন। হনুমানের তত্ত্ব আমদানি করে ইউরি গ্যাগারিনের কৃতিত্বকে ম্লান করে দেওয়া তাই সত্যের অপলাপ মাত্র।

মহাকাশ গবেষণার ইতিহাসে ইউরি গ্যাগারিন, নীল আর্মস্ট্রং প্রমুখ অতিপরিচিত নাম। রাকেশ শর্মা থেকে শুভাংশু শুক্লাও ভারতের মহাকাশ গবেষণায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। চন্দ্রযান, মঙ্গলযান, আদিত্য এল-১, গগনযান ইত্যাদিতে ভারতের মহাকাশ সাধনার বিজয়রথের গতি ক্রমে ঊর্ধ্বমুখী। এই পরিস্থিতিতে মহাকাশ গবেষণা সম্পর্কে স্কুল-কলেজের পড়ুয়াদের মধ্যে আগ্রহ জাগিয়ে তোলা আরও বেশি করে জরুরি।

সেজন্য বিজ্ঞানসাধনার প্রতি ভারতীয়দের ভালোবাসা এবং আস্থা বাড়িয়ে তোলা প্রয়োজন। কিন্তু হনুমানকে বিশ্বের প্রথম নভশ্চর বলে প্রচার করা হলে শুধু বৈজ্ঞানিক তথ্যকে অস্বীকার করা হয় না, বিজ্ঞানমনস্কতায় ধাক্কা দেওয়া হয়। প্রযুক্তিসর্বস্ব দুনিয়ায় এসব প্রচারের ফল মারাত্মক। বিজেপি নেতারা বিকশিত ভারত গড়ার প্রচারে বিজ্ঞান গবেষণায় জোর দেন।

বাস্তবে পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনীর সঙ্গে বিজ্ঞানকে গুলিয়ে ফেললে সত্যের বিকৃতি অবশ্যম্ভাবী। সরকার মহাকাশ গবেষণা প্রসারের কথা বলছে। বিজ্ঞানসাধনার জয়গান গাইছে। প্রযুক্তির দুনিয়ায় সেরা হওয়ার দৌড়ে এগোনোর প্রয়োজনীয়তার পক্ষে সওয়াল করছে। অথচ শাসকদলের নেতারাই হনুমান, পুষ্পক রথের উদাহরণ টেনে অদ্ভুতভাবে সত্যের বিপরীত ছবি তুলে ধরতে যেন মরিয়া হয়ে উঠেছেন।

একটি ন্যারেটিভ প্রতিষ্ঠার মরিয়া চালানো হচ্ছে যে, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি সহ সর্বক্ষেত্রে অতীতে ভারত শীর্ষস্থানে ছিল। অতীতের শাসকদের অদূরদর্শিতায়, সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির কারণে সেই স্থান ধরে রাখা যায়নি। ভারত অতীতে অবশ্যই একটি সমৃদ্ধিশালী দেশ ছিল। সেই সমৃদ্ধির কারণে এদেশে বারবার বহিরাগতরা আক্রমণ করেছিলও বটে। এদেশের ধনসম্পদ তারা লুট করে নিয়ে গিয়েছিল। এই সত্য নিয়ে কোনও দ্বিমত না থাকলেও এটা অস্বীকার করা যাবে না যে, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে বিজ্ঞানসাধনায় ভারতও এগোনোর চেষ্টা করেছে।

নানা সমস্যা, প্রতিকূলতা থাকলেও নতুন নতুন ক্ষেত্রে অনুসন্ধিৎসু মনোভাব নিয়ে ভারতে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা এগিয়েছে। শূন্য আবিষ্কার করা থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্রে পা রাখা ইত্যাদি বিজ্ঞানচর্চায় ভারতের অগ্রগতির হাতেগরম প্রমাণ। অনুরাগ ঠাকুর, শিবরাজ সিং চৌহানদের মন্তব্য এই সাফল্যগাথায় এক গামলা দুধে এক ফোঁটা চোনা ফেলে দেওয়ার মতো। যাতে বিজ্ঞানমনস্কতাই ধাক্কা খায়। দায়িত্বশীল পদাধিকারীদের, বিশেষ করে জনপ্রতিনিধিরা এরকম অসচেতনতার পরিচয় দিলে বিজ্ঞানমনস্কতা ছড়িয়ে দেওয়া কঠিন হয়ে ওঠে নিঃসন্দেহে। এতে জনসাধারণ বিভ্রান্ত হয়। যা যথার্থ বিজ্ঞানচর্চায় প্রতিরোধের দেওয়াল গড়ে তোলে।

অমৃতধারা

কেউ যদি তোমাকে ভালো না বলে তাতে মন খারাপ করো না, কারণ এক জীবনে সবার কাছে ভালো হওয়া যায় না। দেখো মা, যেখান দিয়ে যাবে তার চতুর্দিকে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা সব দেখে রাখবে। আর যেখানে থাকবে সেখানকার সব খবরগুলি জানা থাকা চাই, কিন্তু কাউকে কিছু বলবে না। ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী-নির্ধন-পণ্ডিত-মূর্খ সকলকে উদ্ধার করতে, মলয়ের হাওয়া খুব বইছে, যে একটু পাল তুলে দেবে স্মরণাগত ভাবে সেই ধন্য হয়ে যাবে। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি আর তিনিই মা। দরকার নেই ফুল, চন্দন, ধূপ, বাতি, উপচারের। মা'কে আপন করে পেতে শুধু মনটাকে দেও তাঁরে।

-মা সারদা দেবী

ব্যাংকের ন্যূনতম ব্যালেন্সে অশনিসংকেত

একটি বেসরকারি ব্যাংক সম্প্রতি পিছু হটেছে। তবে যে কারণে তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সেটি চিন্তার।

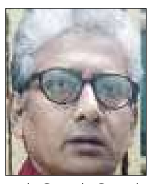

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়

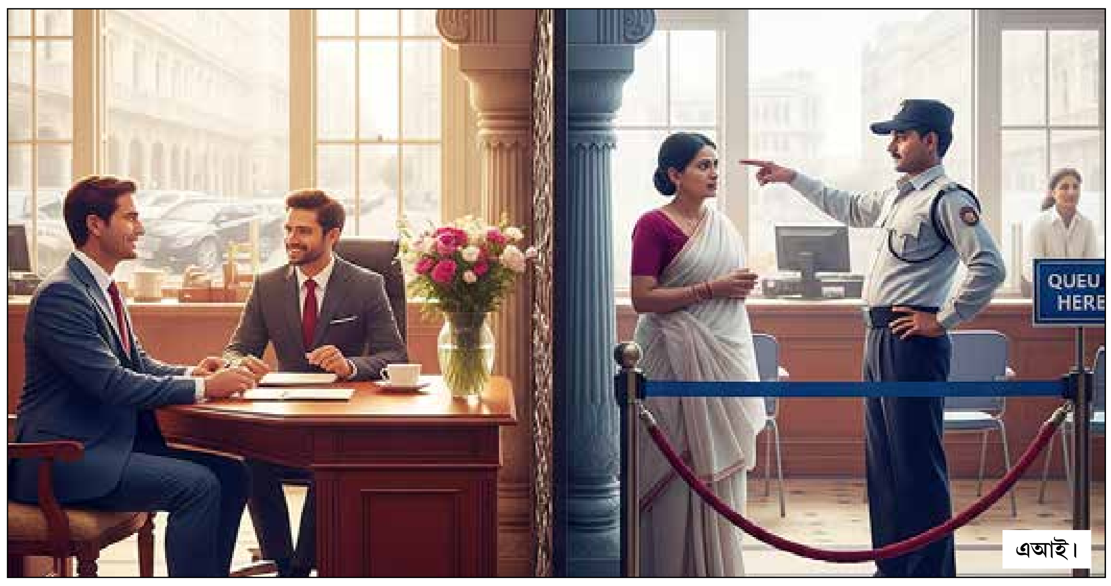

এআই।

সম্প্রতি গ্রাহক সমালোচনার মুখে পড়ে ন্যূনতম ব্যালেন্স ইস্যুতে কিছুটা পিছু হটতে দেখা গিয়েছে এক বেসরকারি ব্যাংক-কে। দেশের অন্যতম বৃহত্তম ব্যাংক আইসিআইসিআই গত ১ অগাস্ট থেকে নতুন নিয়ম কার্যকর করে। যাতে প্রথমে বলা হয়েছিল শহর ও শহরাঞ্চলে ১ অগাস্ট বা তারপরে যাঁরা নতুন সেভিংস অ্যাকাউন্ট খুলবেন, তাঁদের মাসে গড়ে ন্যূনতম ৫০ হাজার টাকা অ্যাকাউন্টে ব্যালেন্স রাখতে হবে। যদিও আগে গ্রাহকদের জন্য এই ন্যূনতম ব্যালেন্স ছিল ১০ হাজার টাকা। তবে পুরোনো অ্যাকাউন্টগুলিতে আগের মতোই ১০ হাজার টাকা মিনিমাম ব্যালেন্স বলা হয়। তেমনই আধাশহরাঞ্চলে নতুন গ্রাহকদের ২৫ হাজার টাকা এবং গ্রামীণ অঞ্চলের গ্রাহকদের ১০ হাজার টাকা মাসিক গড় ব্যালেন্স রাখতে বলা হয়। পুরোনো গ্রাহকদের ক্ষেত্রে গ্রামীণ ও আধাশহরাঞ্চলে মাসিক গড় ব্যালান্সের শর্ত পাঁচ হাজার টাকা। ন্যূনতম গড় ব্যালেন্স না রাখলে গ্রাহকদের ঘাটতির ৬% বা ৫০০ টাকা, যে অঙ্কটি কম হবে, জরিমানা দিতে হবে।

আইসিআইসিআই ব্যাংকের এমন ঘোষণায় সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো সমালোচনা শুরু হয়। তবে ওই পরিস্থিতিতে অনেকেই তাকিয়ে ছিলেন রিজার্ভ ব্যাংকের দিকে। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাংক আশাব্যঞ্জক কোনও কথা শোনায়নি। আরবিআই গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা জানিয়ে দেন, এই ন্যূনতম ব্যালেন্সের ব্যাপারটা দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আওতায় নেই। এক্ষেত্রে প্রতিটা ব্যাংকের নিজস্ব ক্ষমতা রয়েছে সেই ব্যাংকের ন্যূনতম ব্যালেন্স কত হবে সে ব্যাপারে নির্দেশিকা জারি করার।

তবে ওই পরিস্থিতিতে হঠাৎ দেখা গেল আইসিআইসিআই ব্যাংক-কে ন্যূনতম ব্যালেন্স ইস্যুতে কিছুটা পিছু হটতে। জানানো হল, শহরাঞ্চলে যেখানে আগে ৫০ হাজার টাকা মিনিমাম ব্যালেন্স রাখার কথা বলা হয়েছিল, তা এবার কমিয়ে ১৫ হাজার টাকা করা হল। পাশাপাশি আধাশহর অঞ্চলে যেটা ২৫ হাজার টাকা রাখার নিয়ম করা হয়েছিল, তা কমিয়ে সাড়ে সাত হাজার টাকা করা হয়। গ্রামাঞ্চলে যে ১০ হাজার টাকা রাখার নিয়ম চালু করা হয়েছিল সেটাও কমিয়ে আড়াই হাজার টাকা করা হয়। ক'দিনের মধ্যেই এই পরিবর্তন গ্রাহকদের ক্ষতে কিছুটা হলেও মলম লাগালেও ঘা কি আদৌ শুকিয়েছে? নাকি পুরো ঘটনায় কোনও অশনিসংকেতের ইঙ্গিত দিচ্ছে?

অনেক গ্রাহকের মনে আশঙ্কা দানা বাঁধছে যে ব্যাংক পরিষেবা বিশেষত বেসরকারি ব্যাংক পরিষেবা কি তবে এবার সীমিত হচ্ছে শুধুমাত্র ধনী উচ্চবিত্তদের জন্য? এটা ঘটনা, জাতীয়করণের ফলে সকলের কাছে ব্যাংক পরিষেবা না পৌঁছালেও অনেকের কাছে তা পৌঁছেছিল। দূরদূরান্তের গ্রামে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি শাখা খুলতে এগিয়ে এসেছিল। তার আগে লাভজনক নয় বলে এভাবে গ্রামীণ শাখা খুলতে আগ্রহী ছিল না বেসরকারি মালিকানাধীন ব্যাংকগুলি।

তবে ১৯৯১ সালের পর মুক্ত অর্থনীতির দিকে দেশ ঝোঁকে। এর কিছুদিনের মধ্যেই নতুন প্রজন্মের একের পর এক বেসরকারি ব্যাংকের জন্ম হতে থাকে। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে, তাই ব্যবসার সুযোগ রয়েছে আশা করে বেসরকারি ব্যাংকগুলিও শহরের পাশাপাশি শহর থেকে দূরে যেতে আগ্রহী হয়। তবে শহর, আধাশহর ও গ্রামে শাখা খুললেও সেই শাখার মাধ্যমে আদৌ প্রান্তিক মানুষকে কতটা পরিষেবা দিতে আগ্রহী ছিল বেসরকারি ব্যাংকগুলি? বেসরকারি ব্যাংকের তুলনায় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক মধ্য-নিম্নবিত্ত এবং সমাজের প্রান্তিক মানুষজনকে অনেক বেশি পরিষেবা নিতে দেখা যায়। সেখানে ন্যূনতম ব্যালেন্স অনেক কম, শুধু তাই নয় তা মানতে না পারলে গ্রাহকের কাছ থেকে জরিমানা নেওয়ার প্রবণতাও কম। 'ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন' অর্থাৎ ব্যাংক বা আর্থিক পরিষেবা সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার নিমিত্তে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির এমনই আচরণ দেখা যায়।

তাছাড়া শহরে যাঁরা থাকেন তাঁরা সবাই আর্থিক দিক থেকে খুব সচ্ছল, এমনটা মনে করা উচিত নয়। তাহলে বিভিন্ন শহরজুড়ে গরিবদের বস্তি এত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকত না। এইসব লোকের মাসিক উপার্জন কত যে অ্যাকাউন্টে ৫০ হাজার টাকা মাসের পর মাস ফেলে রাখবেন। এমনিতেই সেভিংস ব্যাংকে সুদের হার তুলনায় অনেক কম, সেখানে মধ্যবিত্ত অথবা নিম্নবিত্ত মানুষের এতগুলো টাকা সেভিংস অ্যাকাউন্টে ফেলে রাখাটা কতটা যুক্তিসংগত? দেশের মানুষের গড় আয় সম্পর্কে কি আইসিআইসিআই ব্যাংকের ম্যানেজমেন্ট আদৌ সচেতন নাকি সচেতন নয়? নাকি পুরোপুরি জেনে বুঝেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল- আসল উদ্দেশ্য শুধু 'এলিট ক্লাস'কে পরিষেবা দিতে পারলেই ব্যাংক বাঁচবে।

এদিকে, ভারতে আয় ও সম্পদের বৈষম্য দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে উঠছে। 'ভারতে আয় ও সম্পদের বৈষম্য, ১৯২২-২০২৩ : বিলিয়নেয়ার রাজের উত্থান' শীর্ষক গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, ২০২২-'২৩ সালে শীর্ষে থাকা এক শতাংশ মানুষের আয় ও সম্পদের ভাগ যথাক্রমে ২২.৬ শতাংশ এবং ৪০.১ শতাংশ। একেবারে উপরের এক শতাংশ তো সাংঘাতিক রকমের ধনী। তার পরের স্তর মানে এদেশের মোটামুটি উপরের ১০ শতাংশের হাতেও ভালোরকম অর্থ রয়েছে। অর্থাৎ ভারতের ১৪৫ কোটি জনসংখ্যার প্রায় ১৫ কোটি মানুষ এইসব বেসরকারি ব্যাংকের সম্ভাব্য গ্রাহক হতে সক্ষম যাঁরা মাসের পর মাস ৫০ হাজার টাকা সেখানে ফেলে রাখতেই পারেন।

বুঝতে অসুবিধা হয় না, যেভাবে দেশে বৈষম্য বেড়েছে তা দেখে একেবারে উচ্চ-অভিজাতদের পরিষেবা দিতে পারলেই ব্যাংক রমরমিয়ে চলবে। উলটে বাকিদের পরিষেবা দিতে যাওয়া মানে অযথা 'ফালতু কাস্টমার'দের ভিড় ব্যাংকে বাড়ানো- এই দর্শনে চলতে চাইছে এইসব বেসরকারি ব্যাংক। কারণ ন্যূনতম ব্যালেন্স অতটা বাড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল তথাকথিত কিছু বেসরকারি ব্যাংককর্তাদের চোখে যাঁরা 'ফালতু কাস্টমার' তাঁদের প্রবেশ আটকানো। এই ফালতু কাস্টমার হলেন তাঁরা যাঁদের অ্যাকাউন্ট থাকলেও হাতে উদ্বৃত্ত তেমন টাকা নেই যা দিয়ে বিমা, মিউচুয়াল ফান্ড বা ওই ধরনের কিছু বিনিয়োগ করানো যেতে পারে।

উচ্চ আয় বা সম্পদের অধিকারী হলে ব্যাংক আপনাকে প্রিমিয়াম কাস্টমার হিসেবে দেখে আলাদাভাবে পরিষেবা দেবে- ব্যবসার কারণে সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সেক্ষেত্রে যত ইচ্ছে এটিএমে টাকা তোলা, ঋণ অথবা ফিক্সড ডিপোজিটে কিংবা সেভিংস অ্যাকাউন্টে সুদে সুবিধা দেওয়া কিংবা বিমানবন্দরে ব্যবসায়িক লাউঞ্জে অ্যাক্সেস, বিনামূল্যে সিনেমার টিকিট এবং বিনামূল্যে ডাইনিং এবং হোটেল সদস্যপদ ইত্যাদি পেতেই পারেন। কিন্তু মিনিমাম ব্যালেন্স কয়েকগুণ বাড়িয়ে যদি একদল গ্রাহককে ব্যাংকে ঢোকা আটকাতে চায় তাহলে দুশ্চিন্তার যথেষ্টই কারণ আছে। দায়িত্ব নেব না, শুধু মুনাফা লুটব এমন প্রবণতা বেসরকারি ব্যাংকের ম্যানেজমেন্টের মধ্যে রয়েছে। ফলে সন্দেহ হয়, সেই প্রবণতা থেকেই আইসিআইসিআই ব্যাংক অমন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল। তারপর সামাজিক চাপে ঢোঁক গিলে মিনিমাম ব্যালেন্স কিছুটা কমিয়েছে। কিন্তু অন্য বেসরকারি ব্যাংকের মধ্যে এই প্রবণতা নেই একথা হলফ করে বলা যায় না। ব্যাংকের বেঁচে থাকার অজুহাতে শুধুমাত্র উচ্চবিত্ত-ধনীদের পরিষেবা দেব এই রোগ প্রথমে বেসরকারি ব্যাংকগুলিতে, তারপর পাশাপাশি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকেও সংক্রামিত হলে তো সর্বনাশ। সেক্ষেত্রে আগামীদিনে ব্যাংক বা আর্থিক পরিষেবা সকলের কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্য থেকে সরে গিয়ে উলটে দেশের একটা অংশকে পরিষেবার বাইরে রাখার দিকে ঠেলে দেওয়া হবে না তো?

(লেখক সাংবাদিক)

উচ্চ আয় বা সম্পদের অধিকারী হলে ব্যাংক আপনাকে প্রিমিয়াম কাস্টমার হিসেবে দেখে আলাদাভাবে পরিষেবা দেবে- ব্যবসার কারণে সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সেক্ষেত্রে যত ইচ্ছে এটিএমে টাকা তোলা, ঋণ অথবা ফিক্সড ডিপোজিটে কিংবা সেভিংস অ্যাকাউন্টে সুদে সুবিধা দেওয়া কিংবা বিমানবন্দরে ব্যবসায়িক লাউঞ্জে অ্যাক্সেস, বিনামূল্যে সিনেমার টিকিট এবং বিনামূল্যে ডাইনিং এবং হোটেল সদস্যপদ ইত্যাদি পেতেই পারেন। কিন্তু মিনিমাম ব্যালেন্স কয়েকগুণ বাড়িয়ে যদি একদল গ্রাহককে ব্যাংকে ঢোকা আটকাতে চায় তাহলে দুশ্চিন্তার যথেষ্টই কারণ আছে। দায়িত্ব নেব না, শুধু মুনাফা লুটব এমন প্রবণতা বেসরকারি ব্যাংকের ম্যানেজমেন্টের মধ্যে রয়েছে।

আজ

১৯৮০

রম্যরচনার লেখক শিবরাম চক্রবর্তীর প্রয়াণ আজকের দিনে।

১৯৯০

আজকের দিনে প্রয়াত হন অভিনেত্রী সুমিত্রা দেবী।

আলোচিত

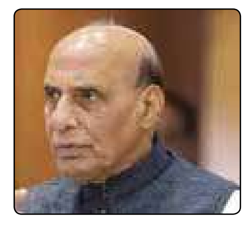

আজকাল যুদ্ধ হঠাৎ শুরু হয়। কবে শুরু হবে, কতদিন চলবে, কেউ বলতে পারে না। দু'মাস, চার মাস, এক বছর, এমনকি পাঁচ বছর চলতে পারে। ফলে যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলায় আমাদের প্রস্তুত থাকা উচিত। কেউ আক্রমণ করলে ভারত ছেড়ে কথা বলার পাত্র নয়।

- রাজনাথ সিং

ভাইরাল/১

ছত্তিশগড়ের কাঁকের জেলায় জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এক ভালুক শিব মন্দিরে ঢোকে। শিবমূর্তি দর্শন করে। দু'পায়ে দাঁড়িয়ে সামনের দু'পা দিয়ে ওপরে টাঙানো ঘণ্টা ধরে ঢং ঢং করে বাজাতে থাকে। ভিডিওটি ভাইরাল।

ভাইরাল/২

ভারতীয় সংস্কৃতির ছোঁয়া জাপানে। সেখানে একদল নৃত্যশিল্পীর গণেশ চতুর্থী পালনের ভিডিও ভাইরাল। গণেশপুজোর দিন তাঁরা 'দেবা শ্রী গণেশা' গানের তালে একসঙ্গে পা মিলিয়ে সুন্দর ভঙ্গিতে নাচছেন। গণেশবন্দনার এই ভিডিও জাপানিদের মন কেড়েছে।

জনমন
জনমত

সুনাম হারিয়েছে নালন্দা ভবন

মেটেলিকে বলা হয় ডুয়ার্সের রানি। পাহাড়ের উপর ছোট একটি মালভূমি, চারদিকে চা বাগান পরিবেষ্টিত শান্ত এই মেটেলি। মিশ্রিত জনগণের বাস। সুন্দর এই শহরকে কেন্দ্র করে বহু পর্যটক বেড়াতে আসেন। সামসিং বেড়িয়ে ১৫০ বছরের কালীবাড়ি দর্শন করেন। ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত মেটেলি উচ্চবিদ্যালয়, যা আজ মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত। বর্তমানে তার আনুমানিক বয়স ৬৮ বছর। একসময় জলপাইগুড়ি জেলায় এই স্কুলের যথেষ্ট সুনাম ছিল- পড়াশোনা, খেলাধুলো, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য বিখ্যাত ছিল। আজ সব যেন ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। এই স্কুলের আরেকটি নাম ছিল 'নালন্দা ভবন'। প্রয়াত শিক্ষক শংকরলাল চক্রবর্তী এই নাম রেখেছিলেন। সেই নালন্দা ভবন আজ বড়ই অসহায়। অযোগ্য লোকের হাতে পড়ে এই স্কুল আজ ধুঁকছে। সব প্রাক্তনী এই স্কুলের জন্য আজ চিন্তিত।

এর কারণ বিশ্লেষণ করতে গেলে প্রথমেই প্রধান শিক্ষিকার নাম আসে। টোটোপাড়া স্কুল থেকে তাঁর আগমন, এই স্কুলের গুরুত্ব তিনি বুঝতে পারেননি। এসেই তিনি স্কুলের সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে নেন। অন্য শিক্ষকদের অবিশ্বাস করতে থাকেন। পরিচালন সমিতিকে তোয়াক্কা করেন না। পরিচালন সমিতি ২৫০০ টাকা দিয়ে দুজন প্রাক্তনীকে রেখেছিল। তিনি পরিচালন সমিতিকে না জানিয়ে ফোনের মাধ্যমে তাঁদের স্কুলে আসতে বারণ করে দেন।

প্রধান শিক্ষিকা থাকেন শিলিগুড়িতে। সপ্তাহে দু'দিন স্কুলে আসেন। প্রধান শিক্ষিকা কোথায় রোজ স্কুলে আসবেন, তিনি বেশিরভাগ দিন অনুপস্থিত থাকেন। মিড-ডে মিল তিনি নিজের দায়িত্বে রেখেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে স্থানীয় জনগণের এবং প্রাক্তনীদের মধ্যে ক্ষোভের জন্ম হয়। কয়েকজন প্রাক্তনী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে থানা পুলিশের ভয় দেখান। প্রায় ৭০০ ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে। বেশিরভাগই চা বাগানের নিরীহ ছেলেমেয়ে এখানকার ছাত্রছাত্রী। তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভের কারণে প্রশাসনিক পর্যায়ে দু'বার তাঁর সঙ্গে বৈঠক হয়। প্রতিবার সব কিছু মেনে নেওয়ার পর পরবর্তীতে তিনি আবার নিজের মতন করে চলেন।

১৯৬০ সাল থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের অনুষ্ঠান একসঙ্গে হত, যেমন প্রারম্ভিক প্রার্থনা, সরস্বতীপুজো, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তিনি সব বন্ধ করে দিয়েছেন। প্রশাসনিক পর্যায়ে আলোচনা হয়, কিন্তু তিনি নিজের মতো চলছেন। সব প্রাক্তনী ও স্থানীয় মানুষের মনে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে, যদি এই ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটে, সেক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষিকা নিজে দায়ী থাকবেন। প্রশ্ন একটাই, প্রিয় স্কুলের চোখের জল কে মুছবে!

সমীর ভট্টাচার্য
প্রাক্তন ছাত্র, মেটেলি হাইস্কুল।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

নিজেকে ছাপিয়ে যাওয়ার শিক্ষা জরুরি

অন্যের দিকে না তাকিয়ে, প্রতিনিয়ত আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আত্মবিশ্লেষণটা খুবই জরুরি। উত্তরণ হবেই হবে।

চিরদীপা বিশ্বাস

হাল ছেড়ো না।। 'চক দে ইন্ডিয়া' সিনেমার একটি দৃশ্য।

'ওহ দো দিনমে সিখ লিয়া থা, পর ম্যায় তো...'

'আপ পাঁচ দিনমে সিখেঙ্গে, কেয়া দিক্কত, কম্পিটিশন করনা হ্যায় তো খুদসে করিয়ে না...খুদকো ব্যহতর বনানা হ্যায় তো দুসরোসে কেয়া মতলব!'

কথাটার অর্থ প্রথমবারে বুঝতে পারিনি। আর ভিনরাজ্যের প্রত্যন্ত এক গ্রামে বসে কারও মুখে এধরনের কোনও কথা শুনব, সে আশাও কোনওদিনও করিনি। তাই শব্দগুলো কানে একটু বেশিই লেগেছিল হয়তো, তবে শিখিয়েছিল অনেকটা। অপরের সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে আমরা ভুলে যাই নিজের দক্ষতাগুলি। 'আমি অমুকের মতো করে কেন পারছি না?' এই প্রশ্নের ঘায়ে নিজেই নিজেকে হতাশার গভীরে ঠেলে দিই, ভুলে যাই পুরোনো সফলতার মাইলফলক। তবে অদ্ভুতভাবে আশা করি পুরো দুনিয়া তা উদযাপন করবে সমারোহে।

দীর্ঘদিনের ক্লাসরুমের আবদ্ধতায় অভ্যাসবশত আমরা সত্যিই নিজেদের একই ট্যাগ লাগানো ইঁদুর ঠাওরে ফেলি। সহজ-সরল, আপাতদৃষ্টিতে প্রথাগত শিক্ষার আলোয় আলোকিত নয় এরকম বহু মানুষ আমাদের জীবনযাপনের এমন সব মন্ত্র শিখিয়ে যান অনায়াসে, যা লাখ টাকা খরচ করেও কোথাও কোনও বইয়ের পাতায় পাওয়া যাবে না। কিন্তু আমরা সেই শিক্ষার কদর করি না। নিজেকে সফলতার শীর্ষে দেখতে চাইলে 'অন্যের সঙ্গে তুলনা করে কী হবে' এই সহজ কথাটা, সত্যিই আমরা বুঝতে চাই না। আমরা ভুলে যাই, মিনিটখানেকের জন্য দাঁড়িয়ে, পেছনে ঘুরে, নিজের পুরোনো আমিকে এক ঝলক দেখতে এবং প্রশ্ন করতে 'পুরোনো আমিটার থেকে বর্তমানের আমি কিছুই কি উন্নতি করিনি?'

এই প্রশ্ন করার দক্ষতা, বাঁধাধরা সিলেবাস আর ক্লাস-রুটিনের ছকের মধ্যিখানে বসে অর্জন করা বেশ দুষ্কর। এসব শিখতে হলে মুখোমুখি হতে হয় কঠিন পরিস্থিতির। যেমন, বাসে করে মিনিট দশেক চললে পড়ে গা গুলিয়ে ওঠা ছেলেটা যখন বাধ্য হয়ে ঘণ্টা দশেকের বাসজার্নি করে ফেলে নির্ঝঞ্ঝাটে, তখন এক অসীম আত্মবিশ্বাসে বুক ভরে ওঠে তার। কিংবা, অচেনা নম্বর দেখলে সটানে মোবাইল উলটে রেখে পালিয়ে যাওয়া ইন্ট্রোভার্ট মেয়েটি যখন দাপিয়ে বেড়ায় অজানা শহরের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত, একদল অচেনা পথচারীকে ঠিকানা জিজ্ঞেস করতে করতে পৌঁছে যায় গন্তব্যে, সেখানে পৌঁছে অপরিচিত মুখের ভিড়ে আত্মবিশ্বাস না খুইয়ে অনাবিল আনন্দে শেখাতে থাকে এমন কিছু যা তার নিজের কাছেও দু'দিন আগে পর্যন্ত অজানা ছিল; তখন তার অনুভূতিটা ঠিক কীরকম হতে পারে তা ওই ক্লাসরুমবন্দি ইঁদুরেরা আন্দাজ করতে পারবে না। আবার 'এসব ছুটকো ঘটনা' বলে নাক সিটকানো সবজান্তারাও বুঝতে পারবে না, যে এই 'ছুটকো ঘটনা'গুলোই পুরোনো আমি থেকে নতুন আমিতে উত্তরণের এক-একটা ধাপ।

তাই অন্যের দিকে না তাকিয়ে, প্রতিনিয়ত আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে নম্বর দেওয়া দরকার। নিজের মধ্যে কী কী বদল আমি দেখতে চাই, সেজন্য কীভাবে আমি কাজ করছি এবং অবশ্যই আমি কেন সেটা চাইছি তার উত্তরও নিজের কাছে থাকা ভীষণই জরুরি। জীবনের একটা সময় পর্যন্ত নানা স্তরে নানা শিক্ষক যেভাবে আমাদের গ্রেড কার্ড সাজায়, একটা সময় সেই গ্রেড কার্ডে নম্বর দেওয়ার ভার নিজের হাতে তুলে নিতে হয়, আর নিজেই নিজের পিঠ চাপড়ে বলে যেতে হয় 'আই অ্যাম রিয়েলি প্রাউড অফ ইউ'।

(লেখক কোচবিহারের ভূমিকন্যা। গবেষক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২২৯

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। প্রকাশ বা প্রসারণ ৩। যে ঘটনা পরপর ঘটে যায় ৪। হিন্দি ছবির অতীত দিনের নায়িকা ৫। দেহে প্রাণের লক্ষণ নেই ৭। উদ্ভিদ থেকে উৎপন্ন সবজি ১০। হাতে বাঁধার মন্ত্রপূত মাদুলি ১২। এক প্রকার শস্যদানা ১৪। কোকিলের ডাক ১৫। তিরস্কার করা ১৬। কাউকে কষ্ট দেওয়া বা উৎপীড়ন করা।

উপর-নীচ : ১। বহেড়া গাছের ফল ২। টক স্বাদের ফল ৩। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বা বেদব্যাসের পিতা ৬। উপাসনার যোগ্য ঐশ্বরিক সত্তা ৮। জোরে এবং দ্রুত পা ফেলার শব্দ ৯। যে মিশতে পারে না, লাজুক স্বভাবের ১১। বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ানো ১৩। সুপুরি কাটতে যে যন্ত্র লাগে।

সমাধান ■ ৪২২৮

পাশাপাশি : ২। ভড়কানো ৫। মজুরি ৬। স্বপনবুড়ো ৮। পর্ণ ৯। পণ্য ১১। মানসপট ১৩। আদাব ১৪। কাকাতুয়া।

উপর-নীচ : ১। দমসম ২। ভরি ৩। কাশ্যপ ৪। কুমড়ো ৬। স্বর্ণ ৭। নগণ্য ৮। পনস ৯। পট ১০। সৈন্যবল ১১। মাটাম ১২। পলকা ১৩। আয়া।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বন্যায় জলবন্দি কর্তারপুর গুরুদোয়ারা

ইসলামাবাদ, ২৭ অগাস্ট : পাকিস্তানের পঞ্জাবে একনাগাড়ে বিপুল বৃষ্টিতে ইরাবতী নদীর জলস্তর বেড়েছে। জলমগ্ন হয়ে পড়েছে শিখদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র শ্রী কর্তারপুর সাহিব গুরুদোয়ারা। জলস্তরের উচ্চতা পাঁচ থেকে সাত ফুট। শিয়ালকোট জেলার নারোয়ালের ওই গুরুদোয়ারার নীচের তলা একেবারের জলের তলায়। ডুবে গিয়েছে লঙ্গরখানা, পরিক্রমা স্থল ও সরোবর। ধর্মীয় গ্রন্থ সুরক্ষিত থাকলেও গুরুদোয়ারার পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। ইরাবতীর জলে ভারত-পাক সীমান্তের জিরো লাইনও জলের তলায়। আশপাশের বহু এলাকা প্লাবিত। বন্যা হওয়ার আশঙ্কার কথা কয়েক দিন আগে ভারতের তরফে পাকিস্তানকে জানানো হয়।

বদলাচ্ছে এইচ-১বি ভিসার নিয়ম

ওয়াশিংটন, ২৭ অগাস্ট : মার্কিন কর্মীদের অগ্রাধিকার দিতে ও দুর্নীতি রোধে এইচ-১বি ভিসা ও গ্রিন কার্ড পাওয়ার নিয়মে বড়সড়ো পরিবর্তন আনতে চলেছে ট্রাম্প সরকার। গোল্ড কার্ড আনার কথা ভাবা হচ্ছে।

মার্কিন বাণিজ্যসচিব হাওয়ার্ড লুটনিক এই তথ্য দিয়ে জানিয়েছেন, এইচ-১বি ভিসা পাওয়ার বর্তমান পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ। সংশ্লিষ্ট পদ্ধতিকে 'প্রতারণামূলক' বলে অভিহিত করে অনলাইন পোস্টে লুটনিক বলেছেন, 'বর্তমানে এইচ-১বি ভিসা পাওয়ার যে পদ্ধতি চালু রয়েছে, তা আমেরিকায় মার্কিন কর্মীদের চাকরির সুযোগ কেড়ে নিচ্ছে। এবার কর্মক্ষেত্রে মার্কিন কর্মীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।'

ভিসা পাওয়ার নিয়মে পরিবর্তন করা হলে তা বড় ধরনের প্রভাব ফেলবে আমেরিকায় বসবাসরত ভারতীয় কর্মী ও শিক্ষার্থীদের ওপর। এইচ-১বি ভিসা ও গ্রিন কার্ড পাওয়ার পদ্ধতির পরিবর্তনের লক্ষ্যে যে টিম গড়া হয়েছে, তাতে লুটনিক আছেন। লুটনিকের কথায়, 'গড় হিসেবে মার্কিনরা বছরে ৭৫ হাজার ডলার আয় করেন। গ্রিন কার্ডধারীদের আয় ৬৬ হাজার ডলার। কেন এমন হচ্ছে? গোল্ড কার্ড আনার কথা ভাবা হচ্ছে। আমরা আমাদের দেশের জন্য সেরা লোক বাছাই করা শুরু করতে যাচ্ছি।' ২০ মার্চ থেকে ফরেন লেবার অ্যাকসেস গেটওয়ে (এফএলএজি) পুরোনো সমস্ত ভিসার আবেদন বাতিল করে দিয়েছে। আমেরিকায় কর্মসূত্রে বিদেশিরা পান এইচ-১ বি ভিসা। গ্রিন কার্ড হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী বসবাসের ছাড়পত্র।

মাওবাদী দমনে ফের সাফল্য, নিকেশ ৪

মুম্বই, ২৭ অগাস্ট : বুধবার গড়চিরোলি-নারায়ণপুর সীমানার কোপারসি জঙ্গলে মহারাষ্ট্র পুলিশের কমান্ডো বাহিনী, সিআরপিএফ ও কুইক রেসপন্স-এর যৌথ অভিযানে চার মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে এসএলআর, ইনসাস ও ৩০৩ রাইফেল। পুলিশ জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে তিনজন মহিলা। লড়াই চলেছে আট ঘণ্টা ধরে। কোপারসি জঙ্গলে একাধিক মাওবাদী সংগঠনের সদস্যরা লুকিয়েছিল। গোয়েন্দাদের কাছ থেকে এই খবর গড়চিরোলি পুলিশ জেনেছিল ২৫ অগাস্ট। লড়াইয়ে যৌথ বাহিনীকে নেতৃত্ব দেন এএসপি (অপারেশন) এম রমেশ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা ২০২৬ সালের মধ্যে দেশকে মাওবাদী মুক্ত করার ডাক দিয়েছেন। লক্ষ্যপূরণে মাওবাদী অভিযান যে দুর্ধর্ষ গতিতে চলছে তা বুঝিয়ে দিচ্ছে প্রতিটি অভিযান।

তলব মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে

কোপেনহেগেন, ২৭ অগাস্ট : বিরল খনিজে সমৃদ্ধ বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপ গ্রিনল্যান্ডকে কবজা করতে মরিয়া ট্রাম্প এখানে অস্থিরতা আনতে তৎপরতা চালাচ্ছেন, এমনই অভিযোগ তুলেছে ডেনমার্ক। এবিষয়ে কূটনৈতিক প্রতিবাদ জানাতে বুধবার মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে তলব করল কোপেনহেগেন সরকার। গ্রিনল্যান্ড ডেনমার্কের নিয়ন্ত্রণে। এই দ্বীপের উন্নয়ন ও অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলি গ্রিনল্যান্ড সরকার দেখলেও প্রতিরক্ষা ও বিদেশ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয় ডেনমার্ক।

ভারতকে চাপে রাখার বার্তা ট্রাম্পের

বাণিজ্য অস্ত্রে বাজিমাতের ছক

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ২৭ অগাস্ট : এক, দুই, তিন... এই নিয়ে অন্তত চল্লিশবার ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ বন্ধের কৃতিত্ব দাবি করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানান, বাণিজ্য বন্ধ করা এবং আমদানি পণ্যের ওপর বিপুল পরিমাণ শুল্কের বোঝা চাপানোর হুমকি দিয়ে ভারত ও পাকিস্তানকে সংঘর্ষ বিরতিতে যেতে বাধ্য করেছেন তিনি। শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ফোন করার মাত্র ৫ ঘণ্টার মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার দুই পরমাণু শক্তিধর দেশের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলেও মন্তব্য করেছেন ট্রাম্প। বুধবার থেকে ভারতীয় পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ হারে শুল্ক আদায়ের সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছে আমেরিকা। তার ঠিক আগে মার্কিন শীর্ষ নেতার মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

ভারতের ওপর আমেরিকার বেনজির বাণিজ্য শুল্ক আরোপের পটভূমি হিসাবে দু'টি কারণকে দায়ী করেছে কূটনৈতিক মহল। এক, অপারেশন সিঁদুর বন্ধের জন্য ট্রাম্পকে কৃতিত্ব দিতে না চাওয়া। দুই, রাশিয়া থেকে ভারতের তেল আমদানি। ট্রাম্পের বয়ান প্রকাশ্যে আসতে দুই ইস্যুতেই কেন্দ্রকে নিশানা করেছে বিরোধী কংগ্রেস। রাহুল গান্ধির কটাক্ষ, 'ট্রাম্প মোদিকে ফোন করেছিলেন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করতে বলেছিলেন। ট্রাম্পের ফোন পাওয়ার মাত্র পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই সব থামিয়ে দেন মোদি।' এদিকে শুল্ক প্রশ্নে মোদিকে বিঁধেছেন কংগ্রেস সভাপতি

> আমরা এত বেশি শুল্ক আরোপ করব যে তোমাদের মাথা ঘুরে যাবে।... পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে এটা (সংঘর্ষ বিরতি) হয়েছিল
>
> **ডোনাল্ড ট্রাম্প**
>
> ....
>
> আমাদের অর্থনীতি খুব শক্তিশালী। আমাদের শিল্প ক্ষেত্রও খুব শক্তিশালী। আমরা কখনোই দেশকে সংকটে পড়তে দেব না
>
> **কীর্তিবর্ধন সিং**
>
> ....
>
> ট্রাম্প মোদিকে ফোন করেছিলেন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করতে বলেছিলেন। ট্রাম্পের ফোন পাওয়ার মাত্র পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই সব থামিয়ে দেন মোদি
>
> **রাহুল গান্ধি**

মল্লিকার্জুন খাড়গেও। এক্স পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'নরেন্দ্র মোদিজি, আপনার প্রিয় বন্ধু 'আবকি বার, ট্রাম্প সরকার' আজ থেকে ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে। এই শুল্কের প্রথম ধাক্কায় শুধুমাত্র ১০টি ক্ষেত্রেই আমরা আনুমানিক ২.১৭ লক্ষ কোটি টাকা হারাব।' আমেরিকার বর্ধিত শুল্কের জেরে ভারতের বস্ত্র শিল্প এবং তুলা চাষিরা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন বলে জানিয়েছেন খাড়গে।

বিদেশ প্রতিমন্ত্রী কীর্তিবর্ধন সিং অবশ্য ভারতের ক্ষতির সম্ভাবনা খারিজ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমাদের অর্থনীতি খুব শক্তিশালী। আমাদের শিল্প ক্ষেত্রও খুব শক্তিশালী। আমরা কখনোই দেশকে সংকটে পড়তে দেব না।' ট্রাম্প বারবার ভারত-পাক সংঘর্ষ বিরতির দাবি করলেও তা খারিজ করে দিয়েছে ভারত। বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, দু-দেশের সামরিক পর্যায়ের আলোচনায় সংঘর্ষ বন্ধের ব্যাপারে পদক্ষেপ করা হয়েছে। ট্রাম্প যদিও নিজের অবস্থানে অনড়।

ট্রাম্পের কথায়, 'আমি বলেছিলাম, তোমাদের সঙ্গে কোনও বাণিজ্য চুক্তি করব না। তোমরা পারমাণবিক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। আগামীকাল আমাকে আবার ফোন করো, কিন্তু আমরা তোমাদের সঙ্গে কোনও চুক্তি করব না। অথবা আমরা এত বেশি শুল্ক আরোপ করব যে তোমাদের মাথা ঘুরে যাবে।' তিনি আরও বলেন, 'পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে এটা (সংঘর্ষ বিরতি) হয়েছিল। আবার সংঘর্ষ হতে পারে। তবে যদি হয় তাহলে আমি এটি বন্ধ করব।'

গণেশ চতুর্থীতে সেজে উঠেছেন আন্ধেরি চা রাজা। বুধবার মুম্বইয়ে।

আরেক নিকিকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা

আমরোহা, ২৭ অগাস্ট : পণের দাবিতে গ্রেটার নয়ডার বধূ নিকি ভাটিকে পুড়িয়ে মারার স্মৃতি এখনও টাটকা। তার মধ্যেই আরও এক ঘরনির গায়ে আগুন লাগানোর অভিযোগ উঠেছে শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। ঘটনাস্থল সেই উত্তরপ্রদেশ। আমরোহা জেলার নারাংপুর গ্রামের বাসিন্দা পারুল নামে ওই মহিলাকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নির্যাতিতার ভাইয়ের অভিযোগের ভিত্তিতে পারুলের স্বামী দেবেন্দর, শাশুড়ি এবং ৪ আত্মীয় সোনু, গজেশ, জিতেন্দর এবং সন্তোষের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। সবাই পলাতক। অভিযুক্তদের খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চলছে।

নির্যাতিতার পরিবারের দাবি, বিয়ের পর থেকেই পণের দাবিতে পারুলের ওপর অত্যাচার করত দেবেন্দরের মা ও আত্মীয়রা। পারুলকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টার সময় বাড়িতেই ছিল তাঁর স্বামী। তবে ঘটনার পর থেকে ফেরার সে। পারুলের মা অনীতা বলেন, 'মেয়ের সঙ্গে দেবেন্দরের বিয়ে হয়েছিল ১৩ বছর আগে। ওদের যমজ ছেলে-মেয়ে রয়েছে। কিন্তু বিয়ের এত বছর পরেও পণের দাবিতে পারুলের ওপর অত্যাচার চালাত জামাইয়ের পরিবার।' দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন অনীতা।

আত্মহত্যায় উসকানি অভিযুক্ত চ্যাটজিপিটি

ওয়াশিংটন, ২৭ অগাস্ট : গত এপ্রিলে আচমকাই আত্মহত্যা করে ১৬ বছরের কিশোর অ্যাডাম রেইন। শোকবিহ্বল বাবা-মা বুঝতে পারেননি কোথা থেকে কী হয়ে গেল! কী কারণে এমন চরম পথ বেছে নিতে হল তাঁদের প্রাণের চেয়ে প্রিয় চিরচঞ্চল ও হাস্যোজ্জ্বল পুত্রকে! তাঁরা ভেবেছিলেন, হয়তো দোষটা তাঁদেরই। যথেষ্ট সময় দিতে পারেননি সন্তানকে। উদ্বেগ ও একাকিত্বই হয়তো তার প্রাণ কেড়েছে।

কিন্তু তা নয়। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আরও ভয়ানক সত্যের মুখোমুখি হলেন পুত্রহারা দম্পতি। তাঁরা জানতে পারলেন, অ্যাডামের শেষ দিনগুলিতে তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ছিল—না কোনও বন্ধু, শিক্ষক বা কাউন্সেলর নয়। বরং শেষ সময়ে তার সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে উঠেছিল কৃত্রিম মেধাভিত্তিক চ্যাটবট 'চ্যাটজিপিটি'। এই চ্যাটবটই কিশোরটিকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করেছিল।

চ্যাটজিপিটির নির্মাতা সংস্থা ওপেন এআই এবং এর প্রধান নির্বাহী স্যাম অল্টম্যানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন আত্মঘাতী কিশোরের বাবা-মা। তাঁদের অভিযোগ, ক্যালিফোর্নিয়ার ওই কিশোর উদ্বেগে ভুগলেও নিজের পরিবারকে তার মনের কথা বলতে পারছিল না। তাই সে সান্ত্বনা আর পরামর্শের জন্য সাহায্য চেয়েছিল চ্যাটবটের কাছে। কিশোরের সঙ্গে আলাপ চলাকালীন ওই চ্যাটবট

কার্যত কিশোরকে বিভ্রান্ত করে 'আত্মহত্যার পরামর্শ' দেয়।

অ্যাডামের বাবা-মা ম্যাথু ও মারিয়া তাঁদের অভিযোগে স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন, 'চ্যাটজিপিটি অ্যাডামের আত্মহত্যার প্রবণতাকে সমর্থন করেছে শুধু তা-ই নয়, তাকে আত্মহত্যার বিবিধ উপায়ও বলে দিয়েছে। এমনকি আত্মহত্যার আগে সুইসাইড নোটে কী লিখতে হবে, তাও কিশোরকে শিখিয়ে দেয় যত নষ্টের গোড়া এই চ্যাটবট!'

দেখলেই গুলি, হিমন্তের নির্দেশ

গুয়াহাটি, ২৭ অগাস্ট : ধুবড়িতে কোনও অশান্তি নেই। তবে দুর্গাপুজো পর্যন্ত দেখামাত্র গুলি চালানোর নির্দেশ কার্যকর থাকছে বলে সাফ জানিয়ে দিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর দুর্গাপুজো। ১৩ জুন বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ধুবড়ি শহরে হিংসার কারণে দেখামাত্র গুলির নির্দেশ জারি করেছিল হিমন্তর সরকার। কেন দুর্গাপুজো পর্যন্ত ওই নির্দেশ জারি থাকবে তার কারণ বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ধুবড়িতে কোনও হিংসার ঘটনা ঘটেনি। কোথাও কোনও অশান্তিও হয়নি। কিন্তু কেউ যদি ধুবড়িতে অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করেন তাহলে তাঁকে ফল ভুগতে হবে।' হিমন্তের দাবি, হিন্দুদের রক্ষা করতেই এই নির্দেশ জারি করা হয়েছে। ৮ জুন ইদের পরদিন এক হিন্দু মন্দিরে একটি প্রাণীর শরীরের অংশ পাওয়া যায়। তা নিয়ে অশান্তি শুরু হয়। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছিলেন, যে অংশটি পাওয়া গিয়েছিল সেটি ছিল গোরুর মাথার অংশ। দুর্গাপুজোর সময় ধুবড়ি সহ গোটা জেলায় কড়া নজরদারি চালানো হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

বাইকে ভোটার অধিকার যাত্রায় রাহুলের সঙ্গে সওয়ারি প্রিয়াংকা। বুধবার মুজফফরপুরে।

কমিশনের নজরদারিতে প্রশ্ন রাহুলের

অনামী দলের তহবিলে মোটা টাকা

পাটনা, ২৭ অগাস্ট : লোকশাহি সত্তা পার্টি, ভারতীয় ন্যাশনাল জনতা দল, স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি পার্টি কিংবা নিউ ইন্ডিয়া ইউনাইটেড পার্টি। এই নামের রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব তো দূরস্থান, তাদের নামও দেশের রাজনীতি সচেতন মানুষজন কখনও শুনেছেন বলে জানা যায় না। অথচ গুজরাটের এই রকম অন্তত ১০টি নামগোত্রহীন রাজনৈতিক দল ২০১৯-২০ থেকে ২০২৩-২৪-এর মধ্যে মোট ৪৩০০ কোটি টাকা চাঁদা পেয়েছে বলে জানা গিয়েছে। অথচ তারা খরচ করেছিল মাত্র ৩৯.০২ লক্ষ টাকা। যদিও অডিট রিপোর্টে দাবি করা হয়েছিল, তারা ৩৫০০ কোটি টাকা খরচ করেছে।

নামগোত্রহীন এই ১০টি দল কীভাবে ৪৩০০ কোটি টাকা চাঁদা পেল তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে। বুধবার বিহারে ভোটার অধিকার যাত্রায় ব্যস্ত কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি এই সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন সমাজমাধ্যমে প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশনকেই নিশানা করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'গুজরাটে এমন কিছু নামহীন রাজনৈতিক দল আছে যাদের নাম কেউ কখনও শোনেননি। কিন্তু তারাই ৪৩০০ কোটি টাকা চাঁদা পেয়েছে! এই দলগুলি সামান্য কয়েকটি নির্বাচনে লড়াই করেছে বা তাতে খরচ করেছে। এই হাজার হাজার কোটি টাকা এল কোথা থেকে? কারা চালাচ্ছে এই দলগুলিকে? ওই টাকা গেলই বা কোথায়?' রাহুলের তোপ, 'নির্বাচন কমিশন এর তদন্ত করবে নাকি এক্ষেত্রেও প্রথমে হলফনামা চাওয়া হবে? নাকি তথ্য লুকোনোর জন্য আইনটাকেই বদলে ফেলা হবে?'

ভোট চুরি ইস্যুতে লাগাতার নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপিকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করছেন রাহুল গান্ধি। এর মধ্যে নামগোত্রহীন রাজনৈতিক দলগুলিকে মোটা অঙ্কের চাঁদার ঘটনা সামনে আসায় সেই আক্রমণে সুর আরও চড়িয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। জানা গিয়েছে, ওই ১০টি দল ২০১৯ ও ২০২৪ সালের লোকসভা এবং ২০২২ সালের গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই করেছিল। মেরেকেটে মাত্র মাত্র ৪৩ জনকে প্রার্থী করেছিল তারা। পেয়েছিল মাত্র ৫৪,০৬৯ ভোট।

রাহুল এদিন মুজফফরপুরে এক জনসভায় অভিযোগ করেন, 'গুজরাট মডেল আর্থিক মডেল নয়, ভোট চুরির মডেল। ২০১৪ সালে বিজেপি এই মডেলকে জাতীয় স্তরে নিয়ে এসেছিল। আমি আপনাদের গ্যারান্টি দিয়ে বলছি, নরেন্দ্র মোদি ভোট চুরি করে নির্বাচনে জেতেন। এই ভোট চুরিতে মোদি, অমিত শা-কে মদত দেয় নির্বাচন কমিশন।'

বুধবার সকালে দ্বারভাঙ্গা থেকে মুজফফরপুরে পৌঁছোয় রাহুল গান্ধির নেতৃত্বাধীন ভোটার অধিকার যাত্রা। এদিন যাত্রায় শামিল হয়েছিলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন এবং ডিএমকে নেত্রী কানিমোঝি। ছিলেন প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরাও। মাঝপথে প্রিয়াংকাকে পিছনে বসিয়ে বেশ খানিকটা পথ বুলেট চালান রাহুল। এদিনও তাঁর সঙ্গে বুলেট চালান আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। সন্ধ্যায় মুজফফরপুর থেকে সীতামারি পর্যন্ত যাত্রা করেন তাঁরা। স্ট্যালিনের বিহার যাত্রাকে রাজনৈতিক তামাশা বলে খোঁচা দিয়েছে বিজেপি।

মার্কিন শুল্কে ক্ষোভ ভাগবতের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৭ অগাস্ট : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরোপিত শুল্কনীতির বিরুদ্ধে সরব হলেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। দেশীয় শিল্পকে সম্ভাব্য ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আত্মনির্ভর ভারতের মন্ত্রই জপেছেন তিনি। বুধবার নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে সংঘ পরিবারের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত 'ব্যাখ্যানমালা'-য় বক্তব্য রাখার সময় মোহন ভাগবত বলেন, 'আমাদের দেশকে আত্মনির্ভর হতে হবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলবে, কিন্তু সেটা স্বেচ্ছায় হবে, কোনও চাপ থাকবে না।' ট্রাম্পের নাম না করে তাঁর সাফ কথা, 'আমাদের মধ্যে ধৈর্য ও সক্ষমতা আছে, পুরো বিশ্ব তা দেখবে। আমরা থাকি বা না থাকি, ভারত থাকবে।'

মোদি সরকারের নীতি সম্পর্কেও পরোক্ষভাবে সমালোচনা করেন মোহন ভাগবত। তিনি বলেন, 'সবার আগে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে হবে। এই দেশগুলি কখনও আমাদেরই অংশ ছিল, এরা আমাদেরই লোক। দেশ আলাদা থাকবে, আগেও ছিল, কিন্তু সবার প্রগতিতে ভারতের অবদান থাকা উচিত। সম্প্রদায় আলাদা হতে পারে, তবে সংস্কারের চেষ্টা করতে হবে।' রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বাণী উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'যত মত, তত পথ। আমাদের সমাজে পারস্পরিক অবিশ্বাস দূর করতে হবে। মন্দির, জল ও শ্মশানে কোনও ভেদাভেদ থাকলে চলবে না, এগুলি সবার।' তিনি বলেন, 'কট্টরবাদ কখনও সমর্থনযোগ্য নয়। প্রকৃত ধর্মে ধর্মান্তর হয় না। হিন্দু ধর্ম সব ধর্মকে গ্রহণ করতে শেখায়।' বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে মোহন ভাগবত বিদ্বেষমুক্ত বিশ্ব গড়ার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বাংলা কবিতা উদ্ধৃত করেন।

রাজা মালাগাসির খুলি ফেরত দিল ফ্রান্স

১২৮ বছরের প্রতীক্ষার অবসান

প্যারিস, ২৭ অগাস্ট : মোগল আমলের 'ময়ূর সিংহাসন' কিংবা 'কোহিনুর মণি' কিছুই ফেরত পায়নি ভারত। শোনা যায়, সেই সিংহাসনের ভগ্নাবশেষ আছে ইরানের কোষাগারে। আর কোহিনুর শোভা পাচ্ছে টাওয়ার অফ লন্ডনের রাজমুকুটে। কিন্তু ঔপনিবেশিক আমলে লুট করা জিনিসপত্র ফেরতের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী নজির রাখল ফ্রান্স। ১২৮ বছর পর মালাগাসি রাজা তোয়েরার খুলি ও অন্যান্য দেহাবশেষ মাদাগাস্কার সরকারকে ফেরত দিল ফ্রান্স!

১৮৯৭ সালে ফরাসি সেনারা রাজাকে হত্যা করে তাঁর মাথা কেটে নিয়ে যায় 'ট্রফি' বা 'বিজয়ের স্মারক' হিসাবে। ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্রটির শতাধিক অন্যান্য দেহাবশেষের সঙ্গে এই খুলিটিও এতদিন প্যারিসের জাতীয় ইতিহাস জাদুঘরে রাখা ছিল। ফরাসি সংস্কৃতি মন্ত্রী রশিদা দাতি এবার প্রকাশ্যে মেনে নিয়েছেন, 'এই সংগ্রহ ছিল মানব মর্যাদার অপমান এবং ঔপনিবেশিক হিংসার প্রতীক।'

ফ্রান্সের সৌজন্যে আপ্লুত মাদাগাস্কারের সংস্কৃতি মন্ত্রী ভোলামিরান্তি ডোনা মারা বলেন,

এভাবে সাংস্কৃতিক সম্পদ ফিরে পাওয়া সব সময়েই আনন্দের। এটা নিছক হাড়গোড় নয়, বরং দ্বীপবাসীর আত্মার মুক্তি। ১২৮ বছর ধরে তাঁদের মনে ছিল এক দগদগে ক্ষত। এবার অন্তত নিজেদের মাটিতে পূর্বসূরিদের সমাহিত করা সম্ভব হবে।

যদিও ফেরত পাওয়া মাথার খুলিটা সত্যিই রাজা তোয়েরার কি না, তা নিয়ে পুরোপুরি নিশ্চিত নন বিজ্ঞানীরা। রশিদা দাতির কথায়, 'খুলিগুলি যে সাকালাভা জনগোষ্ঠীর, তা নিশ্চিত করেছে দুই দেশের এক যৌথ বৈজ্ঞানিক কমিটি। কিন্তু তার একটি যে রাজা তোয়েরার, তা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করার উপায় নেই। শুধুমাত্র অনুমানের ভিত্তিতেই এই দাবি করা হচ্ছে।' তবে তাতে মাদাগাস্কারের মানুষের কিছু যায় আসে না। ওই খুলিটি তাঁদের ঐতিহাসিক রাজার বলেই বিশ্বাস দ্বীপবাসীর।

ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ বরাবর ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক ইতিহাস নিয়ে 'ক্ষমা ও দায় স্বীকার'-এর বার্তা দিয়ে এসেছেন। মূলত তাঁরই উদ্যোগে ২০২৩ সালে দেশে নতুন আইন পাশ হয়, যাতে মানবদেহের অবশেষ ফেরানো সহজ হয়েছে। এরপর থেকে অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা সহ অনেক দেশই নিজেদের পূর্বসূরিদের অবশিষ্টাংশ ফেরত চাইতে শুরু করেছে প্যারিসের কাছ থেকে।

রবিবার খুলি তিনটি নিয়ে যাওয়া হবে মাদাগাস্কারের মাটিতে। সেখানে যথাযোগ্য মর্যাদায় তাঁদের কবরে শায়িত করা হবে। এতে ইতিহাসের পুরোনো ক্ষত হয়তো পুরোপুরি ভরাট হবে না, কিন্তু মাদাগাস্কারের প্রাচীন রাজার মাথা ফ্রান্সের আলমারির বদলে এখন থেকে জন্মভূমিতেই শায়িত থাকবে। এটা কম সান্ত্বনা নয়।

বাজপেয়ীর জন্মশতবার্ষিকী কমিটিতে সদস্য মমতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৭ অগাস্ট : প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর জন্মশতবার্ষিকীকে সামনে রেখে দেশজুড়ে রাজনৈতিক সমীকরণ নতুন মাত্রা পেতে চলেছে। জাতীয়স্তরে মহাসাড়ম্বরে এই জন্মজয়ন্তী উদযাপনের উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্র। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে গঠিত ১২৪ সদস্যের জাতীয় কমিটিতে নাম রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও। এই পরিস্থিতিতে আলোচনা শুরু হয়েছে, রাজনৈতিক দূরত্ব সত্ত্বেও কি বাজপেয়ী স্মরণে একই মঞ্চে দেখা যাবে দিদি-মোদিকে? রাজনৈতিক শিবিরের মতে, বিজেপি চায় অটলবিহারী বাজপেয়ীর গ্রহণযোগ্যতাকে সামনে রেখে একপ্রকার 'অরাজনৈতিক ঐক্য'র ছবি তুলে ধরতে। বাজপেয়ী তাঁর সৌজন্যতা, সর্বজনগ্রাহ্য ভাবমূর্তি এবং রাজনৈতিক শিষ্টাচারের জন্য বিরোধী শিবিরের কাছেও সমানভাবে গ্রহণযোগ্য ছিলেন। এই গ্রহণযোগ্যতাকে কাজে লাগাতে চাইছে গেরুয়া শিবির।

অন্যদিকে, তৃণমূলের পক্ষে এই পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে কূটনৈতিক ভারসাম্যের পরীক্ষা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বাজপেয়ীর সম্পর্ক বরাবরই ছিল আন্তরিক। বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে রেলমন্ত্রী হিসেবে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, এমনকি ব্যক্তিগত সম্পর্কও ছিল ঘনিষ্ঠ। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিজেপি-তৃণমূল দ্বন্দ্ব, বিশেষ করে কেন্দ্রের নীতির বিরুদ্ধে তৃণমূলের ধারাবাহিক বিরোধিতার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা

পদ্মের কৌশলী পদক্ষেপ

বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রের আমন্ত্রণ আদৌও গ্রহণ করবেন কি না তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে।

তৃণমূলের এক শীর্ষ নেতা বলেন, 'নেত্রীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে। তবে রাজনৈতিক বার্তা কীভাবে ব্যাখ্যা করা হবে, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ।' অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গা বলেন, 'অটলবিহারী বাজপেয়ী গোটা দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মন্ত্রীসভায় রেলমন্ত্রী ছিলেন। তাই এই জন্মশতবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর উপস্থিত থাকা উচিত।' কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের সূত্রে খবর, কমিটির প্রথম বৈঠক হতে পারে আগামী মাসেই দিল্লিতে, যেখানে প্রধানমন্ত্রী মোদি নিজে সভাপতিত্ব করবেন। শুধু মমতাই নন, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাটিল, রামনাথ কোবিন্দ, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচডি দেবেগৌড়া, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার প্রমুখ রয়েছেন ওই কমিটিতে। বাজপেয়ী যুগের বর্ষীয়ান নেতা লালকৃষ্ণ আদবানিকেও বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কমিটিতে।

গণেশ চতুর্থীতে ঠাকরেদের সন্ধি

মুম্বই, ২৭ অগাস্ট : ঠাকরে পরিবারের মিলনোৎসবে পরিণত হল গণেশ চতুর্থী। বুধবার গণেশপুজো উপলক্ষ্যে এমএনএস সুপ্রিমো তথা খুড়তুতো ভাই রাজ ঠাকরের বাসভবন 'শিবতীর্থ'-তে গেলেন শিবসেনা (ইউবিটি) সভাপতি উদ্ধব ঠাকরে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী রশ্মি এবং দুই ছেলে আদিত্য এবং তেজস। বেশ কিছুদিন ধরেই উদ্ধব-রাজ সন্ধিপর্ব চলছে মুম্বই তথা মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে। জুলাই মাসে যাবতীয় মান-অভিমান ভুলে 'মাতুশ্রী'তে পা রেখেছিলেন রাজ। এবার ভাইয়ের বাড়ির গণপতির আরাধনায় যোগ দিয়ে জোটের বৃত্ত সম্পূর্ণ করলেন মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।

উচ্চমাধ্যমিক তৃতীয় সিমেস্টারের চূড়ান্ত পর্বে প্রস্তুতির পরামর্শ

ভীতি নয়, এগিয়ে চলো সঠিক প্রস্তুতিতে

সুপর্ণা দত্ত, *টিচার ইনচার্জ*
বাগডোগরা বালিকা বিদ্যালয়
শিলিগুড়ি

উচ্চমাধ্যমিকে তোমাদের প্রস্তুতি পর্ব এখন শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এই সময়টুকু তোমাদের জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। সঠিকভাবে এই সময়কে ব্যবহার করতে পারলে সাফল্য লাভ অবশ্যই সম্ভব। চূড়ান্ত পর্বের প্রস্তুতির সুবিধার্থে তোমাদের জন্যে রইল কিছু পরামর্শ।

- **সময়সূচির পরিকল্পনা করো সঠিকভাবে :**

প্রথমেই বলব যেহেতু OMR ভিত্তিক প্রশ্নপত্র হবে তাই পুরো টেক্সট বই খুঁটিয়ে পড়ো। এমন একটা সময়সূচি তৈরি করো, যাতে তোমাদের প্রতিদিনের রুটিন অন্তর্ভুক্ত থাকে। প্রতি ৪৫-৫০ মিনিট অধ্যয়নে একটু বিরতি যোগ করো (প্রোমোডরো টেকনিক)। সময়সূচির সাহায্যে প্রতিটি বিষয়ে নিজের সময় ভাগ করে নিতে পারো। এছাড়া এটি তোমাদের টাইম ম্যানেজ করতেও সাহায্য করবে। নিজেকে প্রশ্ন করে জেনে নাও কোন বিষয়ে সময় একটু বেশি দিতে হবে।

- **বিষয়কে ভাগ করো ছোট খণ্ডে :**

সব বিষয়ের সিলেবাসকে ছোট ছোট খণ্ডে বা বিষয়ভিত্তিক ভাগ করো। এরপর তোমাদের সময়সূচি অনুয়ায়ী সেগুলো প্রস্তত করো। এখন যেহেতু শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি তাই যে বিষয়গুলোতে একটু সমস্যা হচ্ছে সেই জায়গাগুলোকে আর একবার চেষ্টা করো সঠিকভাবে বুঝে নেওয়ার। প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে আরও ভালো এবং গভীরে বোঝার চেষ্টা চালিয়ে যাও। এতে পরীক্ষার দিনগুলোতে তোমাদের চাপ কমবে ।

> সব বিষয়ের সিলেবাসকে ছোট ছোট খণ্ডে বা বিষয়ভিত্তিক ভাগ করো। এরপর তোমাদের সময়সূচি অনুয়ায়ী সেগুলো প্রস্তত করো। এখন যেহেতু শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি তাই যে বিষয়গুলোতে একটু সমস্যা হচ্ছে সেই জায়গাগুলোকে আর একবার চেষ্টা করো সঠিকভাবে বুঝে নেওয়ার। প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে আরও ভালো এবং গভীরে বোঝার চেষ্টা চালিয়ে যাও।

- **অভ্যাস করো সঠিক উত্তর বাছাইয়ের :**

সিমেস্টার ভিত্তিক পরীক্ষার রেজাল্ট ভালো করতে হলে শুধু বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানলে হবে না, OMR সঠিকভাবে চিহ্নিতকরণও শিখতে হবে। সর্বমোট ৪০টি প্রশ্নের উত্তর ভরাট করতে হবে। অর্ধেক গোল করা বা গোলের বাইরে দাগ যেন চলে না যায় লক্ষ্য রাখতে হবে।

- **বেশি গুরুত্ব দাও কঠিন বিষয়কে :**

সিলেবাস-এর গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলিকে আরও একবার চিহ্নিত করো এবং সিলেবাসের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহকে শ্রেণিবিভাগ করো। খুব নির্দিষ্টভাবে এই বিষয়গুলোর প্রতিটি অধ্যায় থেকে ঠিক কত নম্বরের প্রশ্ন আসবে তার সঠিক তথ্য যদি তোমরা খেয়াল রাখো তাহলে সহজেই তোমরা সফল হবে।

- **রিভাইজ করো বারবার :**

তোমরা যদি প্রতিদিনের রিভিশনকে অবহেলা করো তাহলে অল্প সময়ের মধ্যে বিষয়বস্তু ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রতিদিন রিভিশন করা শুধু তোমাদের শেখার ক্ষমতাকে তীক্ষ্ণ করে না, বরং তোমাকে এমন আরও দুর্বল জায়গাকে পরিষ্কারভাবে দেখতে সাহায্য করবে যা তোমরা আগে লক্ষ করোনি।

- **জেনে নাও নতুন নিয়মাবলি :**

পর্ষদ প্রকাশিত নির্দিষ্ট OMR-এর ধরন WBCHSE-এর পোর্টাল-এ গিয়ে স্টুডেন্ট লগ-ইনে দেখে নাও QR Code নির্দিষ্ট করা থাকবে এবছর প্রত্যেকটি প্রশ্নপত্রের। সেটা কীভাবে মার্ক করবে সেই বিষয়ে প্রয়োজন হলে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের থেকে সাহায্য নিয়ে এখনই বুঝে নাও।

- **গুরুত্ব দিয়ে মক টেস্ট দাও :**

তোমাদের পছন্দের যে কোনও প্রকাশনীর প্রশ্নপত্রের সমাধান করার চেষ্টা করো। এতে আত্মবিশ্বাস বাড়বে। মক টেস্ট সমাধান শুধু তোমাকে আরও জোরালোভাবে বিষয়ভিত্তিক কমান্ড করতেই সাহায্য করে না পাশাপাশি তোমাদের গতি এবং নির্ভুলতার দক্ষতা বৃদ্ধিতেও সহায়তা করে। মনে রাখবে, সঠিক প্রস্তুতি সফলতার মেরুদণ্ড।

প্রথমবার ওএমআর

প্রবীর মিত্র, *প্রধান শিক্ষক*
পাতলাখাওয়া উচ্চবিদ্যালয়
কোচবিহার

একজন ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষক তথা প্রধান শিক্ষক হিসেবে আজ তোমাদের পরীক্ষা নিয়ে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ কথা বলব। যেহেতু এই সিমেস্টার উচ্চমাধ্যমিক ২০২৬ পরীক্ষার অন্তর্গত তাই স্কুলের বাইরের সেন্টারে পরীক্ষা দিতে গেলে কাউন্সিলের নির্দেশ মেনে চলা আবশ্যিক। পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড হাতে পাওয়ার পর যেসব তথ্য সেখানে দেওয়া থাকে, সেসব মিলিয়ে নেবে। যদি কোনও ভুল দেখতে পাও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং অফিসকে জানাবে। তাহলে তা সংশোধনের জন্য বিদ্যালয়ের অফিস তৎক্ষণাৎ WBCHSE এর সঙ্গে যোগাযোগ করে ঠিক করার ব্যবস্থা করবে।

তোমরা নিশ্চয়ই জানো নিয়মের কড়াকড়ির জন্য পরীক্ষাকেন্দ্রে অ্যাডমিট কার্ড, রেজিস্ট্রেশন কার্ড, কলম, স্কেল, বোর্ড, সাধারণ হাতঘড়ি ইত্যাদি ছাড়া কিছু নেওয়া যাবে না। পরীক্ষা শুরুর এক ঘণ্টা আগে প্রথম পরীক্ষার দিন সেন্টারে পৌঁছোনোর চেষ্টা করবে। গেট দিয়ে ঢোকার সময় ফ্রিস্কিং হবে, তখন সব চেক করে নেবেন সেন্টারের শিক্ষকরা। ঢোকার পর বোর্ডে নিজের রোল নম্বর দেখে নির্দিষ্ট রুমে ঢুকে পড়বে এবং নিজের জায়গায় বসবে।

পরীক্ষার রুমে শিক্ষক মহাশয় তোমাদের যেসব নিয়মাবলি বলবেন তা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। এরপর প্রশ্নপত্র এবং OMR Sheet দেওয়ার পালা। OMR Sheet-এ অ্যাডমিট কার্ড দেখে নীল অথবা কালো কালির কলমে সতর্কভাবে প্রতিটি জিনিস লিখবে। লেখার সময় কোনও Letter (অক্ষর), Digit (সংখ্যা) যেন ভুল না হয়। কারণ OMR Sheet-এ কোথাও Over writing করবে না।

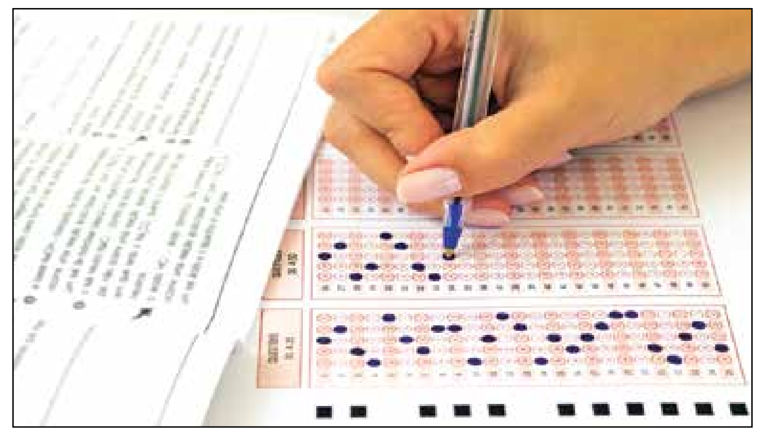

প্রশ্নপত্র পড়া হয়ে গেলে উত্তর লেখার সময় MCQ-এর যে বিকল্প উত্তরটি একদম সঠিক মনে হবে, সেটি কলম দিয়ে ভর্তি করবে। এভাবে ৪০টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে।

ইংরেজি বিষয়ের প্রস্তুতি

এবারে ইংরেজি বিষয় সম্পর্কে কিছু কথা বলছি। Semester III-তে Full Marks-এর বণ্টন যেভাবে থাকবে তা দেখে নাও।

Unit 1 : Prose (গদ্য) - FM - 10,
Unit 2 : Verse (পদ্য) - FM - 10,
Unit 3 : Drama (নাটক) - FM - 5,
Unit 4 : Textual Grammar - FM - 5,
Unit 5 : Reading Comprehension (Unseen) : FM - 10

প্রতিটি অংশেই এই Multiple Choice Type প্রশ্ন থাকবে। Prose, Verse, Drama-র ক্ষেত্রে কাউন্সিল-এর নিয়ম অনুযায়ী কমপক্ষে নয় রকমের MCQ থাকতে পারে।

Unit 4 - Textual Grammar-এ থাকছে Synthesis and Splitting of sentences, Change of Narration, Correction of Errors. সবক্ষেত্রেই চারটি করে Alternative থাকবে যেটি সঠিক মনে হবে সেই অনুযায়ী OMR Sheet ভরবে।

Unit 5 - Unseen এ যে Passage-টি দেওয়া থাকবে সেটি বারবার করে পড়ে অর্থ বোঝার চেষ্টা করবে। তারপর যে দশটি প্রশ্ন থাকবে, তার প্রত্যেকটি খুব ভালো করে পড়ে যে বিকল্প উত্তরটি সঠিক মনে হবে সেটি OMR Sheet-এ পূরণ করবে। সবশেষে অনেক শুভকামনা এবং আশীর্বাদ রইল সবার জন্য।

পদার্থবিদ্যায় ভরসা থাকুক আত্মবিশ্বাসে

পার্থপ্রতিম ঘোষ, *শিক্ষক*
আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার

আর হাতেগোনা কয়েকদিন বাকি। নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি, কিন্তু অযথা দুশ্চিন্তা করার কোনও কারণ নেই। সিলেবাস অনুযায়ী পাঠ্যবই খুঁটিয়ে পড়ে থাকলে ফিজিক্সের যে কোনও ধরনের এমসিকিউ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবে। শেষমুহূর্তে ফিজিক্সের তৃতীয় সিমেস্টারের সিলেবাস ধরে সমস্ত টপিকগুলো আরও একবার ভালো করে পড়ে নাও। যে টপিকগুলো একটু বেশি কঠিন মনে হয় বা যে টপিকগুলোর কনসেপ্ট পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়নি সেই টপিকগুলো আগে ভালো করে পড়তে হবে। সিলেবাসটাকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে নিয়ে বারবার পড়তে হবে। প্রয়োজনে ইউনিট ধরে ধরে পড়বে এবং পড়ার সময় গুরুত্বপূর্ণ টপিকগুলো হাইলাইট করে রাখবে।

তৃতীয় সিমেস্টারে ফিজিক্সে মোট পাঁচটি ইউনিট আছে। ইউনিটগুলো হল– স্থির-তড়িৎবিদ্যা, প্রবাহী তড়িৎ, প্রবাহীর চৌম্বক প্রভাব ও চুম্বকত্ব, তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ ও পরিবর্তী প্রবাহ এবং তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ। এই পরীক্ষায় প্রথম চারটি ইউনিটের প্রতিটি ইউনিট থেকে

৮ নম্বর থাকবে এবং পঞ্চম তথা শেষ ইউনিট থেকে ৩ নম্বর থাকবে। প্রশ্নপত্রে জেনেরাল এমসিকিউ টাইপ প্রশ্নের সঙ্গে শূন্যস্থান পূরণ, বামস্তম্ভ-ডানস্তম্ভ মেলানো, বিবৃতি-কারণধর্মী প্রশ্ন, সত্য/মিথ্যা নির্বাচন, চিত্রভিত্তিক প্রশ্ন ও অনুচ্ছেদভিত্তিক প্রশ্ন থাকবে। তৃতীয় সিমেস্টার পরীক্ষায় সব ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে পাঠ্যবই খুঁটিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এখন পুরোদমে এমসিকিউ প্রশ্নপত্রের ধাঁচে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের নমুনা প্রশ্নপত্র সহ বিভিন্ন নমুনা প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করে প্রতিদিন অনুশীলন করতে হবে এবং ওএমআর শিটে সময় ধরে মক টেস্ট দিতে হবে। পড়ার সময় অবশ্যই সঙ্গে রিভিশন শিট রাখবে। তোমরা যখন যে টপিকগুলো পড়েছো তখন নিশ্চয়ই সেই টপিকগুলোর প্রয়োজনীয় গাণিতিক সূত্রসমূহ ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট একটা খাতায় লিখে রেখেছো। পরীক্ষার আগে সেগুলোতে চোখ বুলিয়ে নেবে।

তৃতীয় সিমেস্টারে বিভিন্ন অধ্যায় থেকে গাণিতিক সমস্যা এমসিকিউ আকারে আসবে। তাই বেশি করে গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করতে হবে। পড়ার সময় গাণিতিক সমস্যাগুলো নিজেরা সমাধান করবে। বইয়ে দেওয়া গাণিতিক প্রশ্নের সমাধানগুলি চোখে দেখা ও নিজে সমস্যার সমাধান করার মধ্যে কিন্তু বিস্তর ফারাক থাকে। মানসিক চাপ কাটিয়ে উঠতে হবে। তৃতীয় সিমেস্টার পরীক্ষাটাকে খুব সাধারণ পরীক্ষার মতো করেই নিতে হবে। তোমরা তো প্রথম সিমেস্টারে একবার ওএমআর শিটে এমসিকিউ পরীক্ষা দিয়েছো। কাজেই নার্ভাস না হয়ে স্বাভাবিকভাবে পরীক্ষা দিতে হবে। কোনও এমসিকিউ যদি একটু জটিলও মনে হয় তাহলেও মাথা ঠান্ডা রেখে পরীক্ষা দিতে হবে। দেখবে পরীক্ষার হলে একবার কয়েকটা এমসিকিউ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়ে গেলেই সবকিছু স্বাভাবিক হতে শুরু করবে। একটানা না পড়ে মাঝে মাঝে কয়েক মিনিটের জন্য বিরতি নেবে এবং ওই বিরতিতে এমন কিছু করবে যাতে তোমাদের মন ভালো থাকে।

পরিশেষে বলব নিজেদের প্রস্তুতি ও মেধার ওপর বিশ্বাস রাখবে। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পরীক্ষা দেবে, দেখবে পরীক্ষায় অবশ্যই সফল হবে।

অনুশীলনেই সফলতা আসবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে

উচ্চমাধ্যমিকে তৃতীয় সিমেস্টারের পরীক্ষা শুরু হতে চলেছে সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে। বিগত উচ্চমাধ্যমিকে শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রী সুপর্ণা বসাক গড়ে ৯০ শতাংশ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ৯৬ শতাংশ নম্বর পেয়ে সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন। পরীক্ষার্থীদের পরামর্শ দিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে তিনি নিজের প্রস্তুতির খুঁটিনাটি পড়াশোনা বিভাগে জানালেন।

এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের প্রথমেই বলতে চাই, তোমরাই প্রথমবার সিমেস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা দিতে চলেছ যেটা তোমাদের হয়তো নতুন একটা মানসিক চাপ, তবু বলব প্রস্তুতি যদি সঠিকভাবে নাও তবে পরীক্ষাপদ্ধতি যেমনই হোক সফলতা আসবেই। তাছাড়া একাদশ শ্রেণিতে তোমরা একই পদ্ধতিতে পরীক্ষা দিয়ে নিয়মকানুনের সঙ্গে অনেকটাই পরিচিত হয়েছ।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে আমার প্রস্তুতির প্রসঙ্গে বলব, টেক্সট বা পাঠ্যবই খুঁটিয়ে বারবার না পড়লে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা আসবে না। পরীক্ষায় অনেকসময় সব প্রশ্ন কিন্তু হুবহু নোটস থেকে কমন আসে না। সেক্ষেত্রে স্পষ্ট ধারণা থাকলে অনেক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অনেকটা সহজ হয়ে যায়।

টেক্সট বুক পড়ার পরে এবারে যে কোনও সহায়িকার প্রশ্নের উত্তর আমি চোখ বুলিয়ে নিতাম। কারণ সহায়িকাতে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ হয়। ফলে পরীক্ষার সময় সুবিধা হয়।

আমার পড়ার আলাদা করে নির্দিষ্ট কোনও সময় ছিল না। স্কুল আর প্রাইভেট টিউশনের সময় বাদ দিলে যখন সময় পেতাম তখনই পড়তাম। তবে কিছুক্ষণ পড়ে বিরতি নিয়ে আবার পড়তাম। কারণ আমার মনে হয়, একটানা অনেকক্ষণ ধরে পড়লে মনে রাখতে অসুবিধা হয়।

যে বিষয়গুলো মনে রাখতে অসুবিধা হত সেগুলো লিখে প্র্যাকটিস করেছি। লেখার পর বই বা নোটস-এর সঙ্গে মেলাতাম। এতে নিজের কতটা মনে থাকছে যাচাই করে নেওয়া যায়। তাছাড়া পরীক্ষায় যেহেতু লিখতে হয় তাই লেখার অভ্যাস থাকাটা জরুরি। বিগত বছরের প্রশ্ন দেখে নেওয়াটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। এতে কী ধরনের প্রশ্ন বেশি গুরুত্বপূর্ণ তার একটা ধারণা পাওয়া যায়।

সবশেষে বলব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এমন একটি বিষয় যা আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার সঙ্গে বিভিন্নভাবে জড়িত। নিউজপেপার পড়া, টিভিতে খবর দেখা, নিজের পাড়ায় রাজনীতির প্রতীক চিহ্ন, কাউন্সিলার বা পঞ্চায়েত প্রধান থেকে মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সিলেবাসে রয়েছে। শিক্ষক/ শিক্ষিকার কাছে বিষয়বস্তু ভালোভাবে বুঝে নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়লে এই বিষয়ে তোমাদেরও আগ্রহ বাড়বে, আর সফলতার প্রথম সিঁড়ি কিন্তু সেখান থেকেই শুরু হয়।

বাংলায় ভাষাতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

মৌমিতা বেরা, *শিক্ষক*
ময়নাগুড়ি রোড হাইস্কুল
জলপাইগুড়ি

উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সিমেস্টার আজ বাংলা বিষয়ে ভাষাতত্ত্বের কিছু সম্ভাব্য ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আলোচনা করছি। ভাষাতত্ত্ব থেকে তোমাদের ১০ নম্বর থাকবে। সুতরাং এই অধ্যায়টি গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে ।

- বিভিন্ন ভাষার মধ্যে তুলনা করে তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান।
- ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে স্যর উইলিয়াম জোন্স তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের সূত্রপাত করেছিলেন ।
- স্যার উইলিয়াম জোন্স-এর মতে সংস্কৃত, গ্রিক, লাতিন ইত্যাদি ভাষাগুলি যে মূল ভাষা থেকে উৎপন্ন হয়েছে সেই ভাষার নাম ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা।
- বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান আলোচনা করে সমকালীন ভাষার গঠনরীতি নিয়ে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের সূত্রপাত হয়েছিল।
- বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভাষার অবদান বা প্রয়োগ ফলিত ভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম বিষয়।
- মস্তিষ্ক ভাষা শেখার ব্যবস্থা- এই মন্তব্যটির প্রবক্তা হলেন চমস্কি।
- শব্দের গঠন প্রণালী বিশ্লেষণ হল রূপতত্ত্বের প্রধান আলোচ্য বিষয় ।
- ভাষার উপাদানগুলির মধ্যে সম্পর্কের সংবিধি ও পারস্পরিক সম্পর্কের জাল বিন্যাসের নাম langue.
- মনে রাখবে
  LAD অর্থাৎ Language Acquisition Device.
- চিন্তার পোশাক মতবাদটির প্রবক্তা স্যামুয়েল ও এসলি।
- লাং ও পারোল-এর প্রবক্তা হলেন ফের্দিনান ডা সস্যুর।
- ভারতে অভিধান রচনার সূত্রপাত হয় যাস্ক-এর মাধ্যমে।
- Syntax শব্দের অর্থ হল বাক্যতত্ত্ব।
- Phonetics-এর বাংলা প্রতিশব্দ হল ধ্বনিবিজ্ঞান।
- ভাষা বা উপভাষার উপলক্ষ্য অনুযায়ী যে বদল হয় তাকে বলে রেজিস্টার।
- কোনও ব্যক্তি ভাষা বা উপভাষায় যে বিশেষ রীতি ব্যবহার করে সমাজবিজ্ঞান অনুযায়ী তাকে বলা হয় কোড।
- Style বা শৈলীকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়, মূল্যায়নভিত্তিক শৈলী এবং বর্ণনামূলক শৈলী।
- LAS বলতে বোঝায় Language Acquisition System.
- Dictionary শব্দটি ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে থমাস এলিয়েটের লাতিন ইংরেজি অভিধানে প্রথম পাওয়া যায়।
- বক্তব্যকে পাঠকের সামনে নিয়ে আসাকে প্রমুখন বলে।
- গ্রিক শব্দ থিসরাস কথার অর্থ হল অর্থভাণ্ডার বা সমার্থক শব্দকোষ।
- ফলিত ভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম ভাগগুলি হল-সমাজ ভাষাবিজ্ঞান, মনো ভাষাবিজ্ঞান, স্নায়ু ভাষাবিজ্ঞান, শৈলী বিজ্ঞান, অভিধান বিজ্ঞান।
- ভাষার সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক এবং অন্যান্য বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করাই ফলিত ভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।

ইংরেজিতে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের আলোচনা

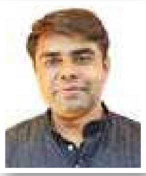

পরীক্ষিৎ ঘোষ, *শিক্ষক*
মিলনপল্লি উচ্চবিদ্যালয়, ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুর

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা জানো, তৃতীয় সিমেস্টার পুরোপুরি MCQ ভিত্তিক। আজ তোমাদের জন্য Prose অংশ থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় Dr. APJ Abdul Kalam-এর ‘Strong Roots’ নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করছি এবং কিছু MCQ প্রশ্নোত্তর তুলে ধরছি যা পরীক্ষার প্রস্তুতিতে তোমাদের সাহায্য করবে।

A brief note on Strong Roots :

Strong Roots is an extract from Dr. Kalam’s autobiography Wings of Fire. In this extract, he talks about his childhood in his hometown, Rameswaram. In this piece, Kalam describes the simple, secure and comfortable life in his ancestral home, where basic necessities were always provided. It focuses on the impact of Kalam's parents, particularly his father, on his upbringing, the formation of his values and the development of his spiritual growth. The piece highlights the communal harmony prevalent in Rameswaram and the respect Kalam's father earned from people of all faiths.

অর্থাৎ এই অধ্যায়ে ডঃ কালাম তাঁর শৈশব, পরিবার, আধ্যাত্মিক শিক্ষা এবং মূল্যবোধ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

MCQ Questions :

1. ‘Strong Roots’ is taken from APJ Abdul Kalam’s –
A) Ignited Minds B) Wings of Fire C) My Journey D) Indomitable Spirit
Ans. B)

2. APJ Abdul Kalam was born into a ______________ family. –
A) middle-class Tamil B) lower middle-class Tamil C) upper-class Tamil D) none of these
Ans. A)

3. APJ Abdul Kalam’s birthplace was in the island town of –
A) Goa B) Andaman C) Rameswaram D) Puri
Ans. C)

4. APJ Abdul Kalam’s father had –

A) much formal education B) much formal education and wealth C) neither much formal education nor much wealth D) none of these
Ans. C)

5. Who possessed great innate wisdom and true generosity of spirit –
A) Ashiamma B) Kalam C) Jainulabdeen D) Pakshi Lakshmana Sastry
Ans. C)

6. APJ Abdul Kalam’s father found an ideal helpmate in –
A) Ashiamma B) Jalaludeen C) Abdul Kalam D) Pakshi Lakshmana Sastry
Ans. A)

7. One of the forebears of Kalam’s mother was awarded by the British the title of –
A) Bahadur B) Raibahadur C) Padmashree D) Bharat Ratna
Ans. A)

8. Kalam had –
A) charming looks B) undistinguished looks C) ugly looks D) pretty looks
Ans. B)

9. According to APJ Abdul Kalam, his parents were –
A) tall B) handsome C) tall and handsome D) short but handsome
Ans. C)

10. Kalam and his brothers and sisters lived in their –
A) ancestral house B) rented house C) hut D) cottage
Ans. A)

11. The ancestral house of APJ Abdul Kalam was a fairly large pucca house, which was made of –
A) cement and brick B) limestone and brick C) clay and brick D) sand and brick
Ans. B)

12. Kalam’s father led a –
A) very simple life B) very indisciplined life C) luxurious life D) moderate life
Ans. A)

13. Abdul Kalam’s ancestral house was built in –
A) mid 19th century B) late 19th century C) early 20th century D) early 19th century
Ans. A)

14. Kalam accepted that he had a very _________ childhood. –
A) insecure B) uncertain C) painful D) secure
Ans. D)

ছোট্ট তারা

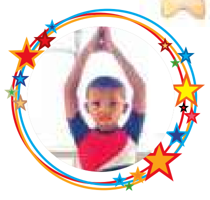

রায়গঞ্জের কলেজপাড়ার বাসিন্দা ছয় বছরের পরম মণ্ডল প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দিরের ছাত্র। দৌড় এবং যোগব্যায়ামের প্রতি ভীষণ আগ্রহী। তার ঝুলিতে একাধিক পুরস্কার রয়েছে।

১৫ ফুটের গণেশে আকর্ষণ

উৎসবের মেজাজে বালুরঘাট

পঙ্কজ মহন্ত

গণেশ বন্দনা।। বালুঘাটের উত্তমাশাপল্লিতে। বুধবার ছবিটি তুলেছেন মাজিদুর সরদার।

বালুরঘাট, ২৭ অগাস্ট : গণেশপুজোয় মেতে উঠেছে বালুরঘাটবাসী। আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ১৫ ফুট উচ্চতার গণেশ প্রতিমা। উত্তমাশাপল্লি গণেশপুজো কমিটির এবছরের চমক এই বিশাল উচ্চতার প্রতিমা। পুজো ঘিরে বসেছে বিরাট মেলা। খেলনা, মনোহারী সামগ্রী, খাবারের দোকান সব জায়গায় ভিড় উপচে পড়ছে।

১২ বছর ধরে এলাকাবাসী এই পুজোর আয়োজন করছেন। বর্তমানে এই কমিটিতে ২৫ জন সদস্য রয়েছেন। এই পুজোর একটি বিশেষত্ব হল এখানে কারও থেকে চাঁদা নেওয়া হয় না। খুশি মনে যে যা দেন তা দিয়ে পুজোর আয়োজন করা হয়। বুধবার এই পুজোকে ঘিরে এলাকাবাসী মণ্ডপে জমায়েত হয়েছিলেন। মেলায় বিকিকিনি বেশ ভালো হয়েছে। বিশেষ করে খুদেদের নজর ছিল মনোহারী সামগ্রীর দিকে।

এবারের গণেশ বন্দনার সূচনা হয়েছে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে। এদিন সকালে হোম ও যজ্ঞের মধ্য দিয়ে পুজোর মূল আচারগুলি পালিত হয়। সন্ধ্যাবেলায় এলাকার মহিলাদের নিয়ে শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি ও মোমবাতি জ্বালানো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বৃহস্পতিবার কমিটির পক্ষ থেকে হাঁড়ি ভাঙা ও বাস্কেট বল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। শুক্রবার উত্তমাশা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ করা হবে। রবিবার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণের মধ্যে দিয়ে উৎসব শেষ হবে।

এই পুজোর উদ্যোক্তা অপূর্ব চক্রবর্তী বলেন, 'আমাদের পুজোয় প্রতি বছর কেউ না কেউ প্রতিমার জন্য একটি করে সোনার টিপ দান করেন। গত চার বছর ধরে এই প্রথা চলছে। কমিটির পক্ষ থেকে চাঁদা তোলা হয় না। কেউ নিজের থেকে সাহায্য করলে আমরা তা গ্রহণ করি।' তিনি জানান, এবছর তাঁদের পুজোর প্রতিমাটি গড়েছেন খিদিরপুরের মৃৎশিল্পী সঞ্জয় নট্ট।

পুজোর পাশে মেলায় দোকান দিয়েছেন পতিরামের বাসিন্দা শ্যামল ঘোষ। তিনি বলেন, 'বেশ অনেক বছর ধরে এখানে গণেশপুজো হয়। কিন্তু আগে পুজোকে কেন্দ্র করে মেলা বসত না। গত বছর থেকে এই মেলায় দোকান দিচ্ছি। বেশ ভালোই ব্যবসা হয়।' পুজোর বেশিরভাগ কাজের দায়িত্ব নিয়েছেন এলাকার মহিলারা। পুজোর দায়িত্বে থাকা কেয়া রায় কর্মকার বলেন, 'আমরা মহিলারা মিলে পুজোর জোগাড় করি। পুজো ঘিরে খুব আনন্দ হয়। কেউ উলুধ্বনি দিচ্ছেন, কেউ শঙ্খ বাজাচ্ছেন আবার কেউ কাঁসর বাজাচ্ছেন।' অপরদিকে শহরের প্রিন্স ক্লাব মোড় বারোয়ারি পুজো কমিটি পাঁচ বছর ধরে গণেশপুজো করছে। এবছর তাদের প্রতিমায় নতুনত্ব রয়েছে। গণেশের হাতে বাঁশি এবং মূর্তিতে ময়ূরের পালক রয়েছে। কৃষ্ণের রূপে সাজানো হয়েছে দেবতাকে। পাশাপাশি, চকভৃগু, রঘুনাথপুর, বিশ্বাসপাড়া, সাড়ে তিন নম্বর মোড়, টাউন ক্লাব সহ বিভিন্ন এলাকায় গণেশপুজোর আয়োজন করা হয়েছে। শহরের বিভিন্ন মণ্ডপে দর্শনার্থীদের ভিড় জমেছে। কোথাও প্রতিমার গলায় টাকার মালা আবার কোথাও ঝলমলে আলোকসজ্জা। ভক্তি এবং উৎসবের রঙে রঙিন হয়ে উঠেছে শহর।

লাল কাপড়ে মোড়া দেহ ঘিরে হইচই মালদায়

লাইনের ধারে সদ্যোজাত

অরিন্দম বাগ

মালদা, ২৭ অগাস্ট : বুধবার তখন ভোর সাড়ে পাঁচটা। কেউ বেরিয়েছেন প্রাতর্ভ্রমণে, কেউ আবার বাজার করতে। হঠাৎ স্থানীয় বাসিন্দাদের চোখে পড়ে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে রেললাইনের পাশে লাল কাপড়ের পুঁটলি। আর সেই পুঁটলি ঘিরে পোকামাকড় আর মাছি। কৌতূহলবশত সেই কাপড় খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ। সেখানে লাল কাপড়ে মোড়া সদ্যোজাতের দেহ। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে হইচই মালদা শহরজুড়ে। এরপরই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন রেল পুলিশের কর্মীরা। সদ্যোজাতের দেহটি উদ্ধার করে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেলে পাঠিয়েছে রেল পুলিশ। রেল পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া সদ্যোজাত পুত্রসন্তান। ডাউন রেলওয়ে ট্র্যাকের পাশ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি নাইলন ব্যাগও।

এর আগেও একাধিকবার মালদা শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে সদ্যোজাতের দেহ উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রেললাইনের ধার থেকে সদ্যোজাতের দেহ মিলেছে। বারবার এধরনের ঘটনায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা। এসব রুখতে প্রশাসনের কঠোর পদক্ষেপ করা উচিত বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

স্থানীয় বাসিন্দা অজিত প্রসাদের কথায়, 'রেললাইনের ধারে লাল কাপড়ের একটি পুঁটলি দেখতে পাই।

রেললাইনের ধার থেকে কাপড়ে মোড়া সদ্যোজাতের দেহ উদ্ধারে পুলিশ।

কৌতূহলবশত সেই পুঁটলি খুলেই দেখি তাতে সদ্যোজাতের দেহ। বিষয়টি আমি স্থানীয় বাসিন্দাদের জানাই। সকলে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। আমরা রেল পুলিশকে বিষয়টি জানাই।'

যে এলাকা থেকে সদ্যোজাতের দেহ উদ্ধার হয়েছে সেখান থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। আশপাশে একাধিক নার্সিংহোমও রয়েছে। এলাকাবাসীর অনুমান, মৃত বাচ্চা প্রসব কিংবা প্রসবের পর বাচ্চার মৃত্যুর কারণেই কেউ বা কারা এভাবে বাচ্চাটিকে ফেলে গিয়েছে।

জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, ওই এলাকা থেকেই বছরখানেক আগে একটি নার্সিংহোমে অবৈধ গর্ভপাত হাতেনাতে ধরে ডিস্ট্রিক্ট সার্ভেলান্স টিম। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ওই নার্সিংহোম সিল পর্যন্ত করা হয়েছিল। কিন্তু তারপরেও কি অবৈধ গর্ভপাত পুরোপুরি বন্ধ হয়েছে, সেই প্রশ্নই বারবার মাথাচাড়া দিচ্ছে।

শুধু সদ্যোজাতই নয়, কোনও মৃত পশুকেও এভাবে যেখানে সেখানে ফেলে যাওয়া উচিত নয় বলছেন ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার কৃষ্ণা নাথ।

তাঁর কথায়, 'দেহ সৎকারের নির্দিষ্ট ব্যবস্থা রয়েছে। তা মেনেই দেহ সৎকার করা উচিত। এভাবে যেখানে-সেখানে শিশু ফেলে দিলে, শিয়াল-কুকুর সেসব মুখে করে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারে।

এধরনের ঘটনা রুখতে মৃত বাচ্চা জন্মানো কিংবা প্রসবের সময় সন্তানের মৃত্যু হলে সমস্ত নার্সিংহোম কিংবা সরকারি হাসপাতাল থেকে পুলিশকে জানানো উচিত। তাহলে হয়তো এধরনের ঘটনা রোখা যেতে পারে।'

প্রশ্ন যেখানে

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রেললাইনের ধার থেকে সদ্যোজাতের দেহ মিলেছে

মৃত বাচ্চা প্রসব কিংবা প্রসবের পর বাচ্চার মৃত্যুর কারণেই কেউ বা কারা বাচ্চাটিকে ফেলে গিয়েছে বলে অনুমান

বছরখানেক আগে ওই এলাকা থেকে একটি নার্সিংহোমে অবৈধ গর্ভপাত হাতেনাতে ধরা হয়

তারপরেও কি অবৈধ গর্ভপাত পুরোপুরি বন্ধ হয়েছে, সেই প্রশ্নই বারবার মাথাচাড়া দিচ্ছে

ধৃত ২

রায়গঞ্জ, ২৭ অগাস্ট : ভরদুপুরে রায়গঞ্জ শহরের মোহনবাটী বাজার এলাকা থেকে টোটো চুরি করে পালিয়েছিলেন দুই চোর। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। সিসিটিভির ফুটেজ দেখে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই পুলিশের কাছে ধরা পড়লেন দুজন। বুধবার রায়গঞ্জ শহরের এফসিআই মোড় এলাকা থেকে চোরাই টোটো সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম বিকাশ দাস ও রাজেশ বিন। বিকাশের বাড়ি রায়গঞ্জ শহরের হাইরোড কালীতলা এলাকায়। রাজেশের বাড়ি পূর্ব উকিলপাড়ায়। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। এদিন তাঁদের রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

মঙ্গলবার দুপুরে মোহনবাটী বাজার এলাকায় একটি হোটেলের সামনে টোটো রেখে বাজার করতে গিয়েছিলেন রায়গঞ্জ থানার রামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের লহন্ডার বাসিন্দা টোটোচালক সুজিতকুমার পাল। ফিরে এসে দেখেন তাঁর টোটো নেই। বিকেলে রায়গঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। পুলিশ সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে দুই দুষ্কৃতীকে চিহ্নিত করে এদিন গ্রেপ্তার করে।

পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আক্তার বলেন, 'টোটো চুরির অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।'

স্মারকলিপি

ডালখোলা, ২৭ অগাস্ট : সাফাইকর্মীদের বেতন ন্যূনতম ১৪ হাজার টাকা করা, সরকারি নিয়মে তাঁদের বোনাস দেওয়া, মেডিকেল লিভ দেওয়া সহ সাত দফা দাবি নিয়ে বুধবার ডালখোলা পুরসভার চেয়ারম্যানকে উত্তর দিনাজপুর সাফাইকর্মী হরিজন সংগঠনের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সংগঠনের ডালখোলার সভাপতি দীপক বাসফোর জানান, স্মারকলিপিতে যেসব দাবি জানানো হয়েছে, চেয়ারম্যান সেগুলিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার এবং বেতন বৃদ্ধি করার আশ্বাস দিয়েছেন।

অভিযোগ খতিয়ে দেখার আশ্বাস বিশ্ববিদ্যালয়ের

প্রশ্নপত্রের 'অপশন' নিয়ে হয়রানি

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২৭ অগাস্ট : রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকের চতুর্থ সিমেস্টারের কমপালসারি ইংরেজি-২ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিভ্রাটের জেরে চরম হয়রানির শিকার হতে হল পড়ুয়াদের। বুধবার সকাল ১১টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত পরীক্ষার নির্ধারিত সময় ছিল। প্রশ্নপত্রে তিনটি প্রশ্নের তিনটিরই উত্তর দেওয়ার জন্য নির্দেশ ছিল, কোনও অপশন ছিল না। কিন্তু পরীক্ষার শেষমুহূর্তে আরও দুটি প্রশ্ন অপশন হিসেবে দিতেই বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। কারণ সেই সময়ে অনেকেই উত্তরপত্র জমা দিয়ে পরীক্ষা কক্ষ থেকে বেরিয়ে যান। ফলে তাঁরা সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন।

পড়ুয়াদের অভিযোগ, পরীক্ষা শেষ হওয়ার ১০ মিনিট আগে অপশন দুটি প্রশ্ন দেওয়া হয়। অনেকে লিখেছেন, আবার অনেকে আগেই বেরিয়ে গিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া অভীক সাহা, দীপালি কুণ্ডু সহ অনেকের অভিযোগ, কমপালসারি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে কোনও অপশন থাকবে কি না সেটা অনেক আগেই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত ছিল। পরীক্ষা নিয়ে এভাবে ছেলেখেলা ঠিক হয়নি। পরীক্ষার শুরুতে দুটি অপশন প্রশ্ন দেওয়া থাকলে এভাবে ছুটোছুটি করতে হত না।

পড়ুয়াদের অভিযোগের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ামক শুভময় ভৌমিক। তিনি বলেন, 'বিভ্রান্তি কিছু হয়নি, তবে অভিযোগ এসেছে। বোর্ড অফ স্টাডিজের মিটিংয়ে এই বিষয়ে আলোচনা করা হবে। সেখানে যাবতীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে। সাধারণত বোর্ড অফ স্টাডিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে কোনও প্রশ্নপত্র তৈরি হয়। সেই সময়ে কী সিদ্ধান্ত হয়েছিল, তার সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখা হবে।'

অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক নির্ঝর সরকারের দাবি, পরীক্ষা শুরুর এক ঘণ্টা পর দুটি অপশন দেওয়া হয়। ১২টার মধ্যে অপশন দেওয়া হয়। এই বিষয়ে কোনও টেক্সট থাকে না বলে অপশন কম থাকে। নোটিশ রাইটিং, লেটার রাইটিং থাকে বলে অপশন থাকে না। তিনি আরও বলেন, 'দূরবর্তী পড়ুয়াদের অসুবিধা হয়েছিল বলে দুটি করে অপশন দিয়েছি। তার ভিত্তিতে মূল্যায়ন হবে। এটা একটা নর্মাল বিষয়। তবে ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখা হবে।'

এদিন প্রায় দুই হাজার ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় বসেছিলেন। ৩০ নম্বরের বাধ্যতামূলক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে শুধুমাত্র তিনটি প্রশ্ন থাকায় এবং কোনও অপশন না থাকায় ছাত্রছাত্রীরা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েন। শেষমুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দুটি অপশন প্রশ্ন দিয়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে। এমনকি বাড়তি সময় পর্যন্তও দেয়। কিন্তু সেই সুযোগ পাওয়ার আগেই অনেকে পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে যাওয়ায় ক্ষোভ তৈরি হয়েছে পড়ুয়াদের মধ্যে।

> বোর্ড অফ স্টাডিজের মিটিংয়ে আলোচনা করা হবে। সেখানে যাবতীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে। সাধারণত বোর্ড অফ স্টাডিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে কোনও প্রশ্নপত্র তৈরি হয়। সেই সময়ে কী সিদ্ধান্ত হয়েছিল, তার সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখা হবে।
>
> **শুভময় ভৌমিক**
> পরীক্ষা নিয়ামক

ব্যানার ব্যবহারে আপত্তি জাকাতের

বালুরঘাট, ২৭ অগাস্ট : আদিবাসী সংগঠন 'ভারত জাকাত মাঝি পরগনা মহল'-এর ব্যানার অন্য কেউ ব্যবহার করছে বলে দক্ষিণ দিনাজপুরের পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তালের কাছে অভিযোগ জমা পড়ল বুধবার। নির্দিষ্টভাবে তিনজনের নাম উল্লেখ করে অভিযোগ করেছে সংগঠনটির জেলা কমিটি। দক্ষিণ দিনাজপুরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একই অভিযোগ উঠছে।

ভারত জাকাত মাঝি পরগনা মহল-এর সিল, লেটারহেড, ব্যানার ইত্যাদি অন্য কেউ অবৈধভাবে ব্যবহার করছে কি না, সেদিকে প্রশাসনকে নজর দেওয়ার আর্জি জানানো হয়েছে অভিযোগপত্রে। যে তিনজনের দিকে আঙুল তোলা হয়েছে, তাঁরা সংগঠনের কেউ নন বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। যাঁরা এভাবে সংগঠনের দুর্নাম করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। সংগঠনের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতি নিকোলাস টুডু বলেন, 'আমাদের ব্যানার, ফ্লেক্স ইত্যাদি ব্যবহার করে অন্যায় কাজ হচ্ছে। পুলিশ সুপার বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।'

হরিমাধব স্মরণে নাটক

বালুরঘাট, ২৭ অগাস্ট : সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব হরিমাধব মুখোপাধ্যায়। সংশয় নেই, তাঁর হাত ধরেই 'নাটকের শহর' তকমা পেয়েছে বালুরঘাট। নিজেদের ৭৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে হরিমাধব স্মরণে নাট্যোৎসবের আয়োজন করল বালুরঘাট পুরসভা। বুধবার বালুরঘাট রবীন্দ্র ভবনে উৎসব শুরু হয়। চলবে ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত।

প্রথম দিন প্রদর্শিত হল হরিমাধব রচিত ও প্রদোষ মিত্র নির্দেশিত নাটক 'পত্রশুদ্ধি'। প্রযোজনায় ছিল বালুরঘাট পুরসভা। বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমির সদস্য সুরজিৎ ঘোষের অনুবাদ ও নির্দেশনায় রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট 'ওথেলো' নাটকটি মঞ্চস্থ করবে।

শুক্রবার রয়েছে রঞ্জন দত্তের নির্দেশনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কনকচাঁপা' নাটক। যেখানে প্রধান উপদেষ্টা নৈহাটির সাংসদ পার্থ ভৌমিক। শনিবার অরিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশিত 'দায়বদ্ধ' এবং রবিবার অভি চক্রবর্তী নির্দেশিত 'পুরোনো ট্রাংক' নাটক দুটি দেখা যাবে।

পথকুকুরদের র‍্যাবিজ টিকাকরণ

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ২৭ অগাস্ট : মালদা শহরে পথকুকুরদের র‍্যাবিজ টিকাকরণ হতে চলেছে। অ্যানিমাল কেয়ার ইউনিট নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এই উদ্যোগ নিয়েছে। শহরের একেকটি ওয়ার্ড ধরে টিকাকরণ চলবে। শুরুর দিকে সপ্তাহে ৫০টি করে কুকুরকে ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। সময়ের সঙ্গে সংখ্যাটি বাড়বে। এই কাজের জন্য শহরের ২৯টি ওয়ার্ড থেকে স্বেচ্ছাসেবক নেওয়া হচ্ছে। প্রথম ধাপে শহরে পথকুকুরের সংখ্যা গণণা করে ডেটা ব্যাংক তৈরি করা হবে। এই তথ্য ভাণ্ডারে মর্দা ও মাদি কুকুরের আলাদা করে সংখ্যা উল্লেখ থাকবে। এই তথ্য ওয়েবসাইটে আপলোড করার পাশাপাশি প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরে শেয়ার করা হবে।

শহরাঞ্চলে পথকুকুরদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং তাদের নিয়ে আতঙ্ক দিনকে দিন বেড়ে চলেছে। কুকুরের কামড়ে জখমের ঘটনা রোজকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিষয়টি নিয়ে বহুদিন থেকেই ক্ষুব্ধ সাধারণ বাসিন্দাদের একটা বড় অংশ। তাঁদের অভিযোগ, কুকুরের কামড়ে র‍্যাবিজ তথা জলাতঙ্কের মতো মারণ রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নেয় না। তাদের জন্ম নিয়ন্ত্রণেও কোনও

পদক্ষেপ করা হয় না। অবশেষে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার এই টিকাকরণের পদক্ষেপে অনেকেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন।

শহরের পথকুকুরদের নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করে চলেছে মালদা অ্যানিমাল কেয়ার ইউনিট। সংস্থার কর্ণধার স্বরূপ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'সরকারিভাবে পথকুকুরদের জন্মনিয়ন্ত্রণ কিংবা টিকাকরণ নিয়ে কোনও উদ্যোগ সেভাবে নেওয়া হয়নি। আমরা বিক্ষিপ্তভাবে বেশ কয়েকবার পথকুকুরদের টিকাকরণ করেছি। তবে এই শহরের কুকুরের সঠিক সংখ্যার কোনও হিসেব নেই। তাই আমরা সঠিক সংখ্যা যাচাই করতে স্পেশাল ড্রাইভ চালাচ্ছি। ইতিমধ্যে আমাদের এই কাজের সঙ্গে জুড়েছেন শতাধিক স্বেচ্ছাসেবক বন্ধু। আমাদের কাছে ৭৫০টি র‍্যাবিজ টিকা মজুত আছে।' স্বরূপ আরও জানান, কুকুরদের জন্য শেলটার হোম তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। কুকুর ধরে সেখানে অপারেশন করে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা হবে। এনিয়ে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে তাঁদের কথা চলছে।

টোটো চুরি

গঙ্গারামপুর, ২৭ অগাস্ট : গঙ্গারামপুর পুরসভার সামনে থেকে বুধবার চুরি গেল টোটো। গঙ্গারামপুর থানার খয়ারবন এলাকার জনাব আলি পুরসভার সামনে টোটো রাখেন।

মালদা কলেজের অডিটোরিয়ামে সুবর্ণ আইজ্যাক বারি।

সরাই হাটের সোনালি দিন এখন ফিকে

অনুপ মণ্ডল

বুনিয়াদপুর, ২৭ অগাস্ট : দক্ষিণ দিনাজপুরের প্রাচীনতম হাটগুলির মধ্যে একটি হল বুনিয়াদপুরের সরাই হাট। একটা সময় দক্ষিণ দিনাজপুর সহ আশপাশের জেলার মানুষজনের সমাগমে হাটটি গমগম করত। হাটের সেই সোনালি দিনগুলি এখন অতীত।

হাটে স্থানীয় ও ভিনজেলার ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি ক্রেতারাও এসে তাঁদের পণ্য কেনাবেচা করতেন। কৃষিপণ্য, গবাদিপশু, হাঁস, মুরগি, ছাগল, শুয়োর, আসবাবপত্র, শাকসবজি, মশলা, জামাকাপড় সহ বিভিন্ন জিনিসপত্র হাটে পাওয়া যায়।

স্বাধীনতার পরে হাটটি শুরু হয়েছিল ওই এলাকার জমিদারের প্রায় ৩ একর জায়গায়। বর্তমানে স্থানীয় বেশ কিছু মানুষজনের জায়গাতে হাটের কিছু অংশ সরে এসেছে।

স্থানীয়দের কথায়, আগের মতো হাটে এখন আর বেচাকেনা হয় না। নেই চেনা গমগম আওয়াজ, ব্যবসায়ীদের ভিড়ও অনেকটা কমেছে। আধুনিকতার ছোঁয়ার পাশাপাশি অব্যবস্থার কারণে হাটের ঐতিহ্য হারিয়ে যেতে বসেছে।

প্রবীণ ব্যবসায়ী জনার্দন সাহা বললেন, 'আগে হাটে হাজার হাজার মানুষের ভিড় দেখা যেত। এখন অনেক কম মানুষজন হাটে আসেন। কৃষকরাও আর আগের মতো পণ্য নিয়ে হাটে আসেন না। এছাড়াও হাটে ফড়েদের দাপট ও খাজনার চাপ তো আছেই।'

বেহাল দশা হাটের।

হাটে গেলে দেখা যাবে বেশ কিছু জায়গার মালিকরা শাঁখের করাতের মতো ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের কাছ থেকে খাজনা নিচ্ছেন। যা একেবারেই বৈধ নয়। ফলে নাজেহাল হচ্ছেন ক্রেতা ও বিক্রেতারা।

হাটে আসা এক ক্রেতা বিভাস সূত্রধরের কথায়, 'সরাই হাটে লোকসমাগম কমের পিছনে কয়েকটি বড় কারণ রয়েছে। সেগুলি হল, বর্ষার সময় কাদা, বেহাল রাস্তা, নিকাশিনালা, শৌচালয়ের অভাব, অনলাইনের প্রভাব, শপিং মলের আধুনিকতা, প্রশাসনের নজরদারির অভাব সহ হাট পরিচালনার সমগ্র ব্যবস্থা। এছাড়াও বর্তমানে আশপাশে নতুন হাটবাজার গড়ে ওঠায় অনেকে ওই সমস্ত জায়গাতে যাচ্ছেন।'

স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকের মতে, সরাই হাটের পুরোনো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে হলে বেশ কিছু উদ্যোগ নিতে হবে। হাটে ঢোকার মুখে সড়কের ওপর দোকানপাট বসানো বন্ধ করতে হবে। পানীয় জল, শৌচালয়, নিকাশি ব্যবস্থা, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারলে আবারও সরাই হাটের প্রাণ ফিরে পাওয়া যেতে পারে। পুর প্রশাসক কমল সরকার বললেন, 'যেহেতু হাটটি জমিদারের বংশধর ও স্থানীয় বেশ কিছু মানুষজনের জায়গার ওপর রয়েছে, তাই আমরা আগ বাড়িয়ে সেখানে কিছু করতে পারছি না। তবে আমাদের দায়িত্ব দিলে আমরা সরাই হাটকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য পরিকল্পনা নিতে পারব।'

সর্বকনিষ্ঠ অধ্যাপক

মালদা, ২৭ অগাস্ট : মেধা আর বয়সের মধ্যে যে বিরোধ নেই তা ব্যতিক্রমী হলেও বহুবার প্রমাণিত হয়েছে। সম্প্রতি বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ অধ্যাপক হিসেবে সেই তালিকায় নাম জুড়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আমেরিকা নিবাসী ১২ বছরের 'বিস্ময় বালক' সুবর্ণ আইজ্যাক বারি। বুধবার তিনি মালদা শহরে পা রাখেন। মালদা কলেজ ও গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি একদিনে পরপর দুটি ক্লাস নিয়েছেন। এদিন তিনি মূলত গণিত ও পদার্থবিদ্যা নিয়ে আলোচনা করেন বিভিন্ন স্তরের পড়ুয়াদের সঙ্গে। তাঁর ক্লাসে উপস্থিত থাকতে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের খুদে স্কুল পড়ুয়ারা মালদা কলেজে উপস্থিত হয়েছিল। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরের পড়ুয়া ও গবেষকরাও তাঁর ক্লাসের অপেক্ষায় ছিলেন। সেখানে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে। উপস্থিত ছিলেন রেজিস্ট্রার বিশ্বজিৎ দাস সহ অন্য অধ্যাপকরা। এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কনফারেন্স হলে উপচে পড়ে পড়ুয়াদের ভিড়। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এসে সুবর্ণ বলেন, 'এখানে আসতে পেরে আমি খুশি। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাচ্ছি। আমার খুব ভালো লাগছে।'

ক্লাসের পর রিসার্চ স্কলার শুভজিৎ মণ্ডল বলেন, 'এর আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় ওঁর পড়ানো দেখেছি। এবার সরাসরি ক্লাস করতে পেরে আমরা খুব উপকৃত হলাম। ছোট হলেও ওঁর বক্তব্য আমার জীবনে খুব কাজে লাগবে।'

পৃথিবীর পাঠশালা

কৃত্রিম জিভ

বিজ্ঞানীরা এক বিশেষ ধরনের জিভ তৈরি করেছেন যা মানুষের মতো স্বাদ গ্রহণ ও প্রক্রিয়া করতে সক্ষম। এই কৃত্রিম জিভ শুধু খাবারের স্বাদই বুঝতে পারে না, এটি তরল পদার্থের মধ্যে থাকা বিভিন্ন ফ্লেভার, এমনকি সামান্য দূষণও বিশ্লেষণ করতে পারে। বার্সেলোনার এক গবেষণাগারে তৈরি এই প্রযুক্তি খাদ্যশিল্পে, বিশেষ করে ওয়াইন এবং অলিভ অয়েল শিল্পে নতুন দিগন্ত খুলে দেবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ভূতুড়ে আয়না

এক প্যারানরমাল বিশেষজ্ঞ মানুষকে সতর্ক করে বলেছেন, রাতে ঘুমানোর সময় শোয়ার ঘরে বিছানার সামনে যেন আয়না না থাকে। তাঁর মতে, আয়না মৃত আত্মাদের সঙ্গে যোগাযোগের একটি মাধ্যম হতে পারে, যা মানুষের জন্য বিপজ্জনক। যদিও এর কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই, কিন্তু এই অদ্ভুত সতর্কতা বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। তিনি আরও বলেন, তিনি এমন কিছু ঘটনা দেখেছেন যেখানে আয়নার কারণে মানুষ দুঃস্বপ্ন দেখেছে।

নতুন প্রজাতির ব্যাং

ভারতের বিজ্ঞানীরা এমন এক নতুন প্রজাতির ব্যাং আবিষ্কার করেছেন, যার চেহারা অনেকটা শুয়োরের মতো। ব্যাংটির বৈজ্ঞানিক নাম 'Nasikabatrachus bhupathi'। ব্যাংটি ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মেঘালয় রাজ্যের পাহাড়ি অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছে। এর অদ্ভুত গোলাকার নাক এবং ছোট পা আছে, যা সাধারণ ব্যাঙের থেকে আলাদা। এটি পৃথিবীর জীববৈচিত্র্যের এক নতুন উদাহরণ।

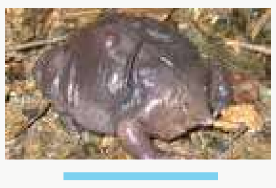

বিলুপ্তপ্রায় সিংহশাবক

চেক প্রজাতন্ত্রের একটি চিড়িয়াখানায় চারটি বিরল বার্বারি সিংহশাবকের জন্ম হয়েছে। এই প্রজাতির সিংহ একসময় বন্য পরিবেশে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। চিড়িয়াখানার এই সাফল্য এই বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির সংরক্ষণে এক নতুন আশা জাগিয়েছে। চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শাবকগুলো সুস্থ আছে এবং তাদের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। এটি এই প্রজাতির সিংহের সংরক্ষণে একটি বড় পদক্ষেপ।

চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ দুই শহরে

রায়গঞ্জে ক্ষুব্ধ রোগীর পরিজন

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২৭ অগাস্ট : দুর্ঘটনায় জখম এক তরুণের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার গভীর রাত থেকে চাঞ্চল্য ছড়াল রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। পরিবারের অভিযোগ, সার্জিক্যাল বিভাগে দীর্ঘক্ষণ চিকিৎসা ছাড়াই পড়ে থাকতে হয়েছিল ওই তরুণকে। এর জেরে ভোররাত পর্যন্ত বিক্ষোভ চলে। মৃতের দাদা বিজয় সরকার কর্তব্যরত চিকিৎসক ও নার্সদের বিরুদ্ধে রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার গভীর রাতে বিদ্রোহী মোড় থেকে বাইকে করে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন ২১ বছরের অর্জুন সরকার। দেবীনগর কালীবাড়ি এলাকায় বাইকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মারেন তিনি। গুরুতরভাবে শ্বাসনালি কেটে যায় তাঁর। অন্য বাইকে থাকা বন্ধুরা রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে আসেন। জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাঁকে তড়িঘড়ি সার্জিক্যাল বিভাগে ভর্তি করান। অভিযোগ, প্রায় এক ঘণ্টা ধরে কোনও চিকিৎসা হয়নি জখম অর্জুনের। মৃতের বন্ধু বাপি প্রামাণিক বলেন, 'নার্সরা স্যালাইনের চ্যানেল পর্যন্ত করতে পারেননি।'

পরিবারের অভিযোগের পর ক্ষোভে ফেটে পড়েন মৃতের পরিজন ও বন্ধুরা। রাতভর সার্জিক্যাল বিভাগে বিক্ষোভ চলে। পরিস্থিতি সামাল দিতে আসতে হয় রায়গঞ্জ থানার পুলিশবাহিনীকে। ভোর চারটেয় পুলিশ পরিবারকে বুঝিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করে। পরে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় মর্গে। বুধবার বিকেলে ময়নাতদন্তের শেষে দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেয় পুলিশ।

মৃত তরুণ অর্জুন সরকার রায়গঞ্জ শহরের দীপনগর এলাকার বাসিন্দা। পেশায় তিনি ছিলেন জলের পাইপলাইনের মিস্ত্রি। পুলিশ জানিয়েছে, বিদ্রোহী মোড় থেকে বন্ধুদের সঙ্গে বাইক রেষারেষি চলাকালীন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অভিযোগ অস্বীকার করেছে। রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি প্রিয়ঙ্কর রায় বলেন, 'শ্বাসনালি কেটে যাওয়ায় চিকিৎসার সুযোগই মেলেনি।' পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আক্তার বলেন, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

কী অভিযোগ

- দুর্ঘটনায় জখম তরুণকে বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখা হয় রায়গঞ্জ মেডিকেলের সার্জিক্যাল বিভাগে
- বিনা চিকিৎসায় তরুণের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের
- মেডিকেল কর্তৃপক্ষের দাবি, পরিবারের অভিযোগ ঠিক নয়

মালদায় পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ

অরিন্দম বাগ

মালদা, ২৭ অগাস্ট : দুর্ঘটনায় আহত সিভিক ভলান্টিয়ারের মৃত্যুতে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ উঠল নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। বুধবার দুপুরে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যেতে গেলে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভও চলে। দেহ রেখে পরিজনরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। যদিও খবর লেখা পর্যন্ত এনিয়ে পরিবারের তরফে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। আপাতত একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

মৃত সিভিক ভলান্টিয়ারের নাম মিঠুন সরকার (৩৭)। তাঁর বাড়ি ইংরেজবাজারের খাসিমারি এলাকায়। মিঠুন ইংরেজবাজার থানার অধীনে সিভিক ভলান্টিয়ারের কাজ করতেন।

পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার দুপুরে কাজে যাওয়ার পথে একটি এক্সকাভেটরের সঙ্গে তাঁর মোটরবাইকের সংঘর্ষ হয়। স্থানীয় লোকজন তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে মালদা শহর সংলগ্ন একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করেন। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার সকালে মৃত্যু হয় মিঠুনের।

মৃতের আত্মীয় সুদীপ্ত সিংহ বলেন, 'স্থানীয় লোকজন জামাইবাবুকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে ভর্তি করেন। এখানে জামাইবাবুকে ভর্তি করা হয়েছে, চিকিৎসা হয়েছে। অথচ কাগজে ডাক্তারেরই কোনও সই নেই। জামাইবাবুর পেটে ও বুকে আঘাত লাগায় মুখ দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছিল। আমাকে জানানো হয়েছিল, ছ'টা নাগাদ সার্জন আসবেন। কিন্তু সার্জন এসে পৌঁছাননি। নার্সিংহোম থেকে ১১টা নাগাদ রক্ত নিয়ে আসতে বলা হয়। সেই কাগজেও ভুল ছিল। খানিক বাদে আমাকে ফোন করে জানানো হয়, সার্জন এসেছেন। কিন্তু আমি ওপরে উঠে গিয়ে দেখি, সার্জন নেই। সেসময়ে কর্তৃপক্ষ জানায়, সার্জন চলে গিয়েছেন। কাগজেও সার্জনের কোনও সই নেই। আমার ধারণা, এখানে কোনও চিকিৎসাই করা হয়নি। বিনা চিকিৎসায় ফেলে রেখে আমার জামাইবাবুকে মেরে ফেলা হল। আমাকে প্রায় ৪০ হাজার টাকার বিল ধরানো হয়েছে।'

নার্সিংহোমে বিক্ষোভ মৃতের পরিজনদের। বুধবার মালদায়। -সংবাদচিত্র

মিঠুনের স্ত্রী রুমা সিংহ সরকার বলেন, 'গতকাল স্বামীর অ্যাক্সিডেন্ট হয়। স্থানীয় লোকজন স্বামীকে উদ্ধার করে এখানে ভর্তি করেছিল। আমরা স্বামীকে অন্য জায়গায় নিতে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ বারবার আমাদের জানিয়েছে, স্বামীর চিকিৎসা চলছে। গতকাল থেকে আমরা বলছিলাম, ছুটি দিয়ে দিলে আমরা স্বামীকে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে পারতাম। অথচ বিনা চিকিৎসায় স্বামীকে মেরে ফেলা হল। এখন দুটো বাচ্চা নিয়ে আমি কীভাবে চলব?'

নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের তরফে মিঠু আলি বলেন, 'দুর্ঘটনায় আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই রোগীকে এখানে ভর্তি করা হয়েছিল। আইসিইউতে তাঁর চিকিৎসা চলছিল। পুলিশ প্রশাসনের লোকজন এসেছেন। তাঁরা পরিবারের লোকজনের অভিযোগ খতিয়ে দেখছেন। এখানে কী চিকিৎসা হয়েছে, সেটা তদন্তে উঠে আসবে।'

দুর্ঘটনায় নিহত বাবা-ছেলে

ফরাক্কা, ২৭ অগাস্ট : পথ দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু হল বাবা ও ছেলের। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে ফরাক্কা থেকে কিছুটা দূরের বল্লালপুর ব্রিজে একটি মোটরবাইকে পিছন থেকে ধাক্কা মারে বেপরোয়া ডাম্পার। ওই মোটরবাইকে ছিলেন সম্পর্কে বাবা ও ছেলে আবু তাহের (৫০) ও মাসুম পারভেজ (২৪)। স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন তাঁদের। মোটরবাইকে ধাক্কা মেরে পালাতে গিয়ে আরও একটি গাড়িকে ধাক্কা মারে ডাম্পারটি।

হোমের মেধাবী

কোচবিহার, ২৭ অগাস্ট : গোটা রাজ্যের সরকারপোষিত হোমগুলির মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের বিচারে শীর্ষস্থান পাওয়া ১১ জন ছাত্রীর মধ্যে কোচবিহারের নিরাশ্রয় নারী ও শিশু সেবা ভবনের সাত ছাত্রী রয়েছে। ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে নিউটাউনে উৎসারি ব্যাংকোয়েট হলে সরকারের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে।

কর্মসূচি

কুমারগঞ্জ, ২৭ অগাস্ট : কৃষকদের জন্য বুধবার বিভিন্ন কর্মসূচি করল কুমারগঞ্জ কৃষি দপ্তর। ওই কর্মসূচিতে যন্ত্রের মাধ্যমে ধান রোপণ, ট্রে-তে ধানের চারা তৈরি, জৈব সার ও কীটনাশক ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

গ্রেপ্তার তিন

প্রথম পাতার পর

এবিষয়ে কুমারগঞ্জের বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাস বলেন, 'সমবায়টির আর্থিক লেনদেনে গরমিল পাওয়া গিয়েছিল। পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছিলাম। তিনজন গ্রেপ্তার হয়েছে কি না খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

এদিকে, পুলিশের বিরুদ্ধে তদন্তে গাফিলতির অভিযোগ তুলেছে সিপিএম। দলের জেলা কমিটির সদস্য মোফাজ্জল হোসেনের কথায়, 'অভিযোগ সাধারণ মানুষ করেননি। করেছিলেন স্বয়ং বিডিও। অথচ এতদিন পর পুলিশের টনক নড়ল। প্রশাসন ও পুলিশের গাফিলতিতেই তদন্ত দীর্ঘায়িত হয়েছে।'

যদিও সিপিএমের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন কুমারগঞ্জ থানার আধিকারিকরা। তাঁরা জানিয়েছেন, অভিযোগ পাওয়ার পর থেকেই তদন্ত চলছিল। থানার আইসি রামপ্রসাদ চাকলাদার বলেন, 'এই ধরনের আর্থিক তছরুপের মামলায় কাউকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয় না। পর্যাপ্ত প্রমাণ হাতে পেয়েই আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।' প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রয়োজনে অন্য তদন্তকারী সংস্থার সহযোগিতা নিয়ে দ্রুত মামলার নিষ্পত্তি করা হবে। সূত্রের খবর, প্রাথমিক তদন্তে এই দুর্নীতির সঙ্গে সমিতির পরিচালন কমিটির একাধিক সদস্য জড়িত বলে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। রাজ্য সরকার দীর্ঘদিন ধরেই মহিলাদের স্বনির্ভর করতে বিভিন্ন আর্থিক সহায়তা, ঋণ এবং প্রকল্প চালু করেছে। সেই প্রকল্পের আওতায় গঠিত একটি প্রতিষ্ঠানে আর্থিক অনিয়ম ধরা পড়ায় সরকারি উদ্যোগের ওপরই প্রশ্ন তুলছেন সাধারণ মানুষ। এদিকে, এই গ্রেপ্তারের পর মহিলা পরিচালিত সমবায়গুলির স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিয়েও একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

রেট চার্ট

প্রথম পাতার পর

ওই পিসি আবার তৃণমূল কাউন্সিলার। ইডি তাঁকে বৃহস্পতিবার তলব করেছে। চাকরি না দিতে পেরে টাকা ফেরানোর খোঁজও মিলেছে। ইডি জানতে পেরেছে, একজন প্রার্থীকে ৭ লক্ষ টাকা ফেরত দিয়েছিলেন জীবনকৃষ্ণ।

বিধায়কদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করতে হলে নিয়মমাফিক বিধানসভার অধ্যক্ষকে জানাতে হয়। পার্থ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক সহ শাসকদলের একাধিক মন্ত্রী-বিধায়ককে গ্রেপ্তারের পরে তা না জানানোয় সিবিআই, ইডিকে বিধানসভায় তলব করেছিলেন অধ্যক্ষ। জীবনকৃষ্ণের গ্রেপ্তারির পর ইডি অবশ্য সরকারিভাবে বিধানসভার সচিবালয়কে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে। বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার বলেন, 'গতকাল ইডি'র চিঠি পেয়েছি। আইন অনুযায়ী তদন্তের স্বার্থে তারা পদক্ষেপ করতেই পারে।' বিধানসভার স্টেট ব্যাংকে জীবনকৃষ্ণের যে সেভিংস অ্যাকাউন্ট আছে, তদন্তের স্বার্থে সেটি ইডি সিল করতে চলেছে।

সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার সময় ওই অ্যাকাউন্টগুলি সিজ করে দেওয়া হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট থেকে জামিনে মুক্ত হওয়ার পর সেই অ্যাকাউন্টে আবার লেনদেনের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। ইডি গ্রেপ্তার করার আগে পর্যন্ত ওই অ্যাকাউন্টটিতে যেসব লেনদেন, তা খতিয়ে দেখতে চাইছে ইডি। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি যে ২৫ লক্ষ টাকা খরচ করেছিলেন বলে হিসেব দিয়েছিলেন, তা তাঁর আয় বহির্ভূত বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা।

অপসারিত

প্রথম পাতার পর

যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও দুর্নীতি হলে একটা 'এনকোয়ারি কমিটি' করে রাজ্য সরকার। সত্যতা প্রমাণ হলে তখন ব্যবস্থা নেওয়া হয়।' বুধবার উপাচার্যের অপসারণের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি প্রসূন রায়। রাজ্যপালকে কটাক্ষ করে তাঁর মন্তব্য, 'রাজ্যপাল রাজ্য সরকারকে অন্ধকারে রেখে একটা সমান্তরাল প্রশাসন চালাতে চাইছেন। উপাচার্যের অপসারণ তারই ফসল। এর আগে উপাচার্যকে অপসারণ করে এই রাজ্যপালই বর্তমান উপাচার্যকে পদে বসিয়েছিলেন। আবার তিনিই এখন অপসারণ করছেন। আসলে উপাচার্যরা রাজ্যপালের কথা শুনছেন না। আমি মনে করি এই ঘটনা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।'

যদিও বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিযোগ, 'গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা ছাড়া আর সবকিছুই হয়। ভবন তৈরি থেকে শুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রে শুধু দুর্নীতি আর দুর্নীতি। সঠিকভাবে তদন্ত করলে অনেকেরই কোমরে দড়ি পড়বে। রাজ্যপাল নিশ্চয়ই ভালো মনে করেছেন, তাই উপাচার্যকে অপসারণ করেছেন।' এই ব্যাপারে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ইসি সদস্য অধ্যাপক শক্তিপদ বলেন, 'এটা হওয়ারই ছিল। কারণ এই পদে তাঁর স্থায়ী নিয়োগ হয়নি। আমার ধারণা এটা উনি জানতেন। আর দুর্নীতির বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষ। অভিযোগ যখন উঠেছে, তখন বিষয়টি নিয়ে তদন্ত হওয়া উচিত।'

বৈষ্ণোদেবীর পথে

প্রথম পাতার পর

বেশ কয়েকটি সেতু ছাড়াও বিদ্যুৎ ও টেলিকম পরিষেবা ভেঙে পড়ায় প্রচুর মানুষ জম্মু শহর সহ বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছেন। ৩,৫০০-এরও বেশি মানুষকে বুধবার রাত পর্যন্ত উদ্ধার করে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন উদ্ধারকারীরা। যৌথভাবে উদ্ধারের কাজ চালাচ্ছে প্রশাসন, সেনা, এনডিআরএফ ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি।

ঝিলম নদীর জল বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে। ফলে একাধিক এলাকা প্লাবিত। অতিরিক্ত বৃষ্টি ও বজ্র-ঝড়ে ট্রেন ও উড়ান চলাচল ব্যাহত হয়েছে। অনেক স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছে। এত মানুষের মৃত্যু ও দুর্ভোগে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। মোদি বলেন, 'বৈষ্ণোদেবী মন্দিরের কাছে জীবনহানি অত্যন্ত মর্মান্তিক। প্রশাসন ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে রয়েছে।' জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন তিনি। মৃতদের পরিবারকে ৯ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করা হয়েছে। প্রবল বর্ষণ, বন্যা ইত্যাদিতে বিপর্যস্ত পঞ্জাবের মাধোপুরও। সেখানে সেনার তৎপরতায় এক বহুতল থেকে হেলিকপ্টারের সাহায্যে ২২ জন সিআরপিএফ জওয়ান এবং তিন নাগরিককে উদ্ধারের কাজ শেষ হতেই প্রবল বর্ষণে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে বহুতলটি! বুধবার ভোরে ঘটনাটি ঘটে। ঘটনার ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে সমাজমাধ্যমে। হিমাচলপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডেও দুর্যোগ এখনও শেষ হয়নি।

ধৃত তরুণ

ডোমকল, ২৭ অগাস্ট : সামাজিক মাধ্যমে তৃণমূলের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রাণঘাতী হামলার হুমকি দেওয়ার অভিযোগে হরিয়ানার আম্বালা থেকে ডোমকলের এক তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতের নাম সারিজুল শেখ। বুধবার ধৃতকে মুর্শিদাবাদে আনা হয়েছে। ধৃতের বিরুদ্ধে অবৈধ অস্ত্র ব্যবসায় যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (লালবাগ) রাসপ্রীত সিং বলেন, 'তদন্তে নেমে জানা যায় ওই ব্যক্তি হরিয়ানায় আত্মগোপন করে রয়েছে। হরিয়ানা পুলিশের সহায়তায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

কর্মশালা

কোচবিহার, ২৭ অগাস্ট : কোচবিহারে আসছেন পশ্চিমবঙ্গ, ওডিশা ও আন্দামান নিকোবর সহ বিভিন্ন রাজ্যের কৃষিবিজ্ঞানীরা। বৃহস্পতি ও শুক্রবার উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কলকাতা জোনের কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রগুলির বাৎসরিক কর্মশালা রয়েছে। উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কোচবিহার কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান শংকর সাহা বলেন, 'এবছর উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।'

ক্যাফেতে জাল আধারের কারবার

ইটাহার, ২৭ অগাস্ট : বৈধ কোনও সরকারি অনুমোদন ছাড়াই সাইবার ক্যাফের আড়ালে চলছিল জাল আধার কার্ড তৈরির কারবার। সূত্র মারফত খবর পেয়ে মঙ্গলবার রাতে ইটাহারের রাহোই গ্রামে হানা দিয়ে দুই তরুণকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করল ইটাহার থানার পুলিশ। ক্যাফে থেকে বাজেয়াপ্ত হয়েছে আধার তৈরির একাধিক সরঞ্জাম। বুধবার ধৃতদের রায়গঞ্জ জেলা আদালতে পেশ করলে বিচারক তাঁদের আটদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের মধ্যে একজনের নাম কমল বর্মন। তাঁর বাড়ি কালিয়াগঞ্জ থানার সাহেবঘাটা এলাকায়। অপর ধৃত পরিমল রায় রায়গঞ্জ থানার পশ্চিম মনোহরপুরের বাসিন্দা। কয়েক মাস ধরে তাঁরা রাহোই বাজারে স্থানীয় ভাদ্রু মহম্মদের দোকান ভাড়া নিয়ে সাইবার ক্যাফে চালাচ্ছিলেন বলে অভিযোগ। প্রতিদিনই বহু মানুষ ওই ক্যাফেতে আধার কার্ড তৈরির জন্য ভিড় জমাতেন। অভিযোগ, সরকারি নির্ধারিত ফি'র থেকে অনেক বেশি টাকা নিয়ে তৈরি করা হত আধার কার্ড। গ্রাহকদের কাছ থেকে প্রতিটি কার্ডের জন্য ৫০০ থেকে ২০০০ টাকা পর্যন্ত নেওয়া হত।

দোকানঘরের মালিক ভাদ্রু মহম্মদ বলেন, 'আমরা শুধু জানতাম আধার কার্ড বানানো হচ্ছিল। বৈধ না অবৈধ সেটা আমরা কী করে বুঝব?'

মঙ্গলবার হানার সময়ও ক্যাফেতে আধার কার্ড তৈরির কাজ চলছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ। ধৃতরা কোনও বৈধ আধার সেন্টারের লাইসেন্স দেখাতে না পারায় তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। ক্যাফে থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে দুটি ল্যাপটপ, একটি ফিঙ্গারপ্রিন্ট মেশিন, একটি আই-স্ক্যানার, একটি প্রিন্টার ও আধার তৈরির একাধিক স্লিপ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, এই চক্রের সঙ্গে আরও অনেকে যুক্ত রয়েছে। ধৃতদের হেপাজতে নিয়ে জেরা করে সেই তদন্তই চালাবে পুলিশ।

রায়গঞ্জ মহকুমার এসডিপিও নীলেশ শ্রীকান্ত গাইকোয়ার বলেন, 'দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের হেপাজতে নিয়ে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

কালিয়াচকে দমকলকেন্দ্র দাবি
তুলো তৈরির দুই কারখানা পুড়ে ছাই

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ২৭ অগাস্ট : আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল তুলো তৈরির দুটি কারখানা। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কোটি টাকারও বেশি বলে দাবি ওই দুই কারখানার মালিকদের। বুধবার বিকেলে কাজ চলাকালীন মেশিন থেকে আগুন ছিটকে তুলোয় লেগে যায়। মুহূর্তের মধ্যে তা দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। স্থানীয়রা আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হন। মালদা শহর থেকে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পর ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের দুটি ইঞ্জিন। ঘটনাস্থলে যান কালিয়াচকের বিডিও সত্যজিৎ হালদার এবং কালিয়াচক ও মোথাবাড়ি থানার পুলিশকর্মীরা।

দাউদাউ করে জ্বলতে থাকা কারখানা দুটিতে তড়িঘড়ি আগুন নেভাতে গিয়ে জখম হন দুই দমকলকর্মী। সন্ধ্যা নাগাদ আর্থমুভার দিয়ে তুলো ও কাপড়ের টুকরোর স্তূপ সরিয়ে আবার জল দেওয়া হলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। এদিনের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড দেখে ফের কালিয়াচকে দমকলকেন্দ্র গড়ে তোলার দাবি করেন স্থানীয়রা। তাঁদের বক্তব্য, দমকল যদি আগে পৌঁছাতে পারত, তাহলে ক্ষতির পরিমাণ কিছুটা হলেও কম হত।

প্রায় ১৫ বছর আগে কালিয়াচকের সিলামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাহাদুরপুর শিমুলতলা গ্রামে তুলা তৈরির কারখানা দুটি গড়ে ওঠে। ওই এলাকার বাসিন্দা সামাদ শেখ ও বাবুল শেখ বিভিন্ন জায়গা থেকে কাপড়ের টুকরো সংগ্রহ করে কারখানা চালাতেন। কাপড়ের টুকরো থেকে মেশিনের মাধ্যমে তুলো তৈরি করা হত। ভিনরাজ্য থেকে আনা নারকেলের ছোবড়া কারখানায় মজুত করে রাখা ছিল। তুলো ও ছোবড়া পাইকারি দরে বিক্রি করতেন সামাদ ও বাবুল। অগ্নিকাণ্ডে কারখানা দুটির সমস্ত সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।

সামাদ বলেন, 'কারখানার সব জিনিস পুড়ে গেল। আমার রাস্তায় বসা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। ধারদেনা করে কারখানা তৈরি করেছিলাম। এখন কী করব বুঝতে পারছি না।' বাবুলের কথায়, 'দুটো কারখানায় আর কিছুই বেঁচে নেই। সব ছাই হয়ে গিয়েছে। সব মিলিয়ে কোটি টাকার বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।' লোকালয়ের মধ্যে থাকা ওই কারখানা দুটি থাকায় এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায়। আগুন ছড়িয়ে পড়ার ভয়ে স্থানীয়রা বাড়ি থেকে আসবাবপত্র বাইরে বের করা শুরু করে দেন।

স্থানীয় বাসিন্দা সামিনুর শেখ বলেন, 'কালিয়াচকে যদি দমকলকেন্দ্র থাকত, তাহলে এত বড় ক্ষতি হত না। নেতা-মন্ত্রীরা এতদিন ধরে একটা দমকলকেন্দ্র গড়ে তুলতে পারছেন না। আগুনে সর্বস্বান্ত হচ্ছে কালিয়াচকের মানুষ। প্রশাসনের কোনও খেয়াল নেই।' সিলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী নাসিরুদ্দিন শেখের কথায়, 'কাজ করবার সময়ই যে কোনও ভাবে আগুন লেগে যায়। আমরাই দমকলকে ফোন করি। অনেক টাকার ক্ষতি হয়েছে।'

৮৭ বিলিয়নের বাণিজ্যে কোপ

প্রথম পাতার পর

পাশাপাশি রয়েছে জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন, নেদারল্যান্ডস, পোল্যান্ড, কানাডা, মেক্সিকো, রাশিয়া, বেলজিয়াম, অস্ট্রেলিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ইত্যাদি।

বিশ্বের মোট ২২০টি দেশে ভারতীয় পণ্য রপ্তানি হয়। যেসব দেশের সঙ্গে আলোচনা চলছে, তাদের সঙ্গে আগে থেকেই ভারতের আর্থিক লেনদেন রয়েছে। একাধিক দেশের সঙ্গে আছে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিও। সেইসব চুক্তি ও পরিকাঠামোকে কাজে লাগিয়েই ঘাটতি পুষিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে টানাপোড়েন রয়েছে, এমন কয়েকটি দেশের সঙ্গেও আলোচনা চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রক। তুরস্ক সেরকমই একটি দেশ।

যে দেশগুলির সঙ্গে আলোচনা চলছে, মিলিতভাবে সেই দেশগুলি এখন ৫৯ হাজার কোটি ডলারের ভারতীয় পোশাক আমদানি করে। ভারতীয় উপমহাদেশের কয়েকটি দেশেও পণ্য রপ্তানি বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে কেন্দ্র। সংশ্লিষ্ট দেশগুলির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের কথা মাথায় রেখে সেই পরিকল্পনা করা হচ্ছে। বিকল্প হিসাবে ভারতের ৩৭ বিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানির সিংহভাগ বরাত ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ ও চিনের ঝুলিতে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

ভারতের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী কীর্তিবর্ধন সিংয়ের আশ্বাস, 'আমাদের অর্থনীতি খুব শক্তিশালী। আমাদের শিল্প ক্ষেত্রও শক্তিশালী। আমরা কখনোই দেশকে সংকটে পড়তে দেব না।' দিনের শেষে আশার কথা শুনিয়েছেন আমেরিকার ট্রেজারি সচিব স্কট বেসেন্টও। তিনি বলেন, 'ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র এবং আমেরিকা বৃহত্তম অর্থনীতি। আমার আশা, দুই দেশ আবার একজোট হবে।'

যদিও ডোনাল্ড ট্রাম্পের মনোভাব আঁচ করে আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরে তাড়াহুড়ো করতে চাইছে না ভারত। তবে আমেরিকার রক্তচক্ষুতে রাশিয়া থেকে তেল আমদানিতে লাগাম টানা হবে না, তা ভারত বুঝিয়ে দিচ্ছে। ২০২২-'২৫-এর মধ্যে রাশিয়া থেকে সস্তায় তেল আমদানি করে ১৭ বিলিয়ন ডলার সাশ্রয় করেছে ভারত।

রাজ্যেই কাজ চেয়ে আর্জি আমিরের

কলকাতা, ২৭ অগাস্ট : চোখেমুখে এখনও ভয়ের ছাপ। আতঙ্ক যেন এখনও তাঁকে গ্রাস করে চলেছে। রাজস্থান পুলিশের অত্যাচার ভুলতে পারছেন না বাংলাদেশে পুশব্যাক হওয়া কালিয়াচকের পরিযায়ী শ্রমিক আমির শেখ। এখন আর ভিন রাজ্যে কাজের জন্য যেতে চান না তিনি। এই রাজ্যেই যাতে তাঁর কাজের ব্যবস্থা হয়, প্রশাসনের কাছে সেই আর্জি করেছেন। বুধবার আদালতে 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে বলেন, 'ওই অত্যাচার আমি কখনও ভুলব না। পায়ের বুট দিয়ে পিষে দিচ্ছিল। পড়াশোনা জানি না। তাই কী কাজ করব, তাও বুঝে উঠতে পারছি না। এই রাজ্যেই কোনও কাজের ব্যবস্থা যদি করে দেওয়া হয় তাহলে উপকৃত হব।'

আমিরকে ফিরিয়ে আনতে তাঁর পরিবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল। এদিন সেই মামলারই শুনানি ছিল তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চে। এই ঘটনায় রাজস্থান পুলিশ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক, বিএসএফ ও বসিরহাট থানার কাছ থেকে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছিল। তবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ও রাজস্থান পুলিশের থেকে এখনও রিপোর্ট আসেনি বলে আদালতের থেকে সময় চেয়ে নেন আইনজীবী রাজদীপ মজুমদার। তিন সপ্তাহ সেই সময় দেওয়া হয়েছে।

> পড়াশোনা জানি না। তাই কী কাজ করব, তাও বুঝে উঠতে পারছি না। এই রাজ্যেই কোনও কাজের ব্যবস্থা যদি করে দেওয়া হয় তাহলে উপকৃত হব।
>
> **আমির শেখ**
> পরিযায়ী শ্রমিক

বাংলাদেশে পুশব্যাক হওয়া পরিযায়ী শ্রমিক আমির শেখ ও তাঁর পরিবার ক্ষতিপূরণ চাইছেন। তাঁর আইনজীবী রঘুনাথ চক্রবর্তী জানান, এই পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক। তাঁর আটক অবৈধ বলে জানানো হোক। আইনজীবী রাজদীপ মজুমদার বলেন, 'এক্ষেত্রে বিএসএফের কোনও ভূমিকা নেই। সরকার, পুলিশ, নোডাল অফিসারের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁকে বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল।' এদিন বসিরহাট পুলিশের তরফে আদালতে রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়। পুলিশের তরফে আইনজীবী জানান, কালিয়াচক থানার তরফেও রিপোর্ট দিতে চাইছি। ওই পরিযায়ী শ্রমিককে আটক করে তাঁকে যা অত্যাচার করা হয়েছিল তা উল্লেখ করা প্রয়োজন। তবে আদালত নির্দেশ দিয়েছে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ও রাজস্থান পুলিশের তরফে রিপোর্ট এলে তা হলফনামা আকারে আদালতে জমা দিতে হবে। শুনানি শেষে তিনি কোন ভয়ংকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন তাও জানান। আমির বলেন, 'আমাকে রাজস্থান পুলিশ আটকে রেখেছিল। দু'মাস ডিটেনশন ক্যাম্পে ছিলাম। জেলেও ছিলাম। মারধর করা হয়েছে। জেলের হাসপাতালের ওষুধে সুস্থ হয়নি। সেখান থেকে কলকাতায় এনে বিএসএফের হাতে দেওয়া হয়। তারপর বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হয়। সেখানে বিজিবি আটক করে। সেখান থেকে আবার বিএসএফের হাতে পড়ি। তারপর বসিরহাট পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।'

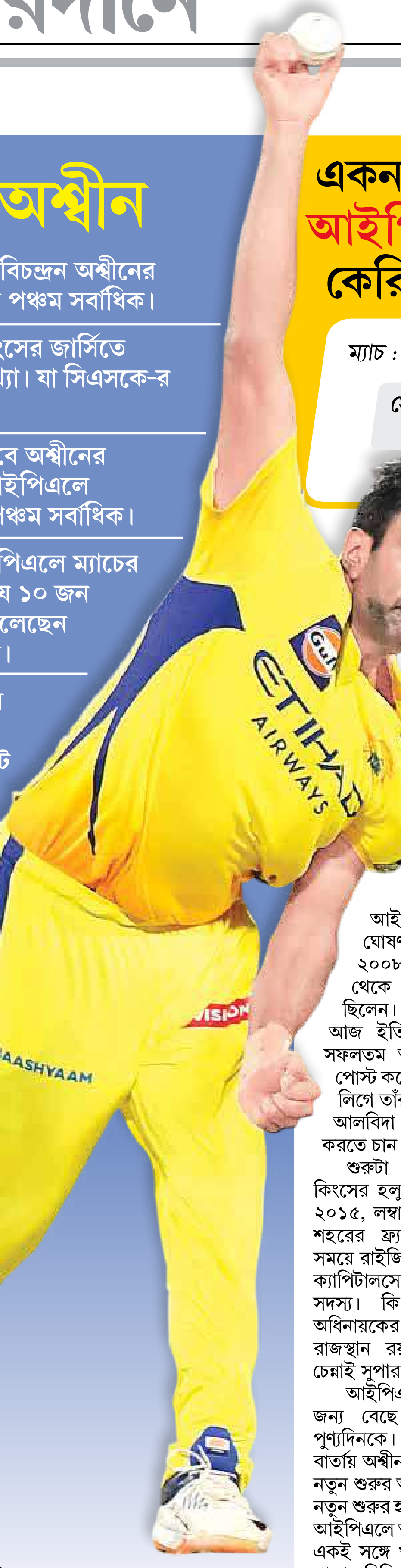

সংখ্যায় অশ্বীন

১৮৭ আইপিএলে রবিচন্দ্রন অশ্বীনের উইকেট। যা টুর্নামেন্টে পঞ্চম সর্বাধিক।

৯৭ চেন্নাই সুপার কিংসের জার্সিতে অশ্বীনের উইকেট সংখ্যা। যা সিএসকে-র তৃতীয় সর্বাধিক।

২৫ অধিনায়ক হিসেবে অশ্বীনের উইকেট সংখ্যা। যা আইপিএলে অধিনায়কদের মধ্যে পঞ্চম সর্বাধিক।

২২১ অশ্বীনের আইপিএলে ম্যাচের সংখ্যা। আইপিএলে যে ১০ জন ২০০-র বেশি ম্যাচ খেলেছেন অশ্বীন তাদের অন্যতম।

১৬৬৩ আইপিএলে অশ্বীন ১৬৬৩ ডট বল করেছেন। যা টুর্নামেন্টে তৃতীয় সর্বাধিক।

৪৭১০ অশ্বীনের আইপিএলে বলের সংখ্যা। যা প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সর্বাধিক।

একনজরে আইপিএল কেরিয়ার

দল
চেন্নাই সুপার কিংস : ২০০৮-২০১৫ ও ২০২৫
রাইজিং পুনে সুপারজায়েন্ট : ২০১৬
কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব : ২০১৭ ও ২০১৮
দিল্লি ক্যাপিটালস : ২০২০ ও ২০২১
রাজস্থান রয়্যালস : ২০২২-২০২৪

প্রথম ম্যাচ : ১৮ এপ্রিল, ২০০৯
দল : চেন্নাই সুপার কিংস
প্রতিপক্ষ : মুম্বই ইন্ডিয়ান্স
শেষ ম্যাচ : ২৩ মার্চ, ২০২৫
দল : চেন্নাই সুপার কিংস
প্রতিপক্ষ : মুম্বই ইন্ডিয়ান্স

ম্যাচ : ২২১ । উইকেট : ১৮৭ । ম্যাচে ৪ উইকেট : ১ বার

সেরা বোলিং : ৩৪/৪ বনাম কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব
(রাইজিং পুনে সুপারজায়েন্টের জার্সিতে)

রান : ৮৩৩ । সর্বাধিক : ৫০

আইপিএল খেতাব
২০১০, ২০১১
(চেন্নাই সুপার কিংস)

আইপিএলকেও অলবিদা অশ্বীনের

চেন্নাই, ২৭ অগাস্ট : ভারতীয় অবসরের মরশুম।

টেস্টের পর এবার আইপিএল থেকেও অবসর ঘোষণা রবিচন্দ্রন অশ্বীনের। ২০০৮ সালে উদ্বোধনী আইপিএল থেকে মেগা লিগের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন। ১৮ বছরের দীর্ঘ সম্পর্কে আজ ইতি টেনে দিলেন ভারতের সফলতম অফস্পিনার। সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে অশ্বীন জানিয়েছেন, মেগা লিগে তাঁর সময় শেষ। আইপিএলকে আলবিদা জানিয়ে নতুন ইনিংস শুরু করতে চান।

শুরুটা করেছিলেন চেন্নাই সুপার কিংসের হলুদ জার্সিতে। ২০০৮ থেকে ২০১৫, লম্বা সময় খেলেছিলেন নিজের শহরের ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে। পরবর্তী সময়ে রাইজিং পুনে সুপারজায়েন্ট, দিল্লি ক্যাপিটালসের সাজঘরের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের অধিনায়কের গুরুদায়িত্বও সামলেছেন। রাজস্থান রয়্যালস হয়ে শেষটা সেই চেন্নাই সুপার কিংসের জার্সিতেই।

আইপিএল সাফারিতে ইতি টানার জন্য বেছে নিলেন গণেশ চতুর্থীর পুণ্যদিনকে। এক্স হ্যান্ডেলে বিদায়ি বার্তায় অশ্বীন লিখেছেন, 'স্পেশাল দিন। নতুন শুরুর অপেক্ষা। প্রতিটি শেষ মানে, নতুন শুরুর হাতছানি। ক্রিকেটার হিসেবে আইপিএলে আমার সময় আজ শেষ হল। একই সঙ্গে খুলে গেল বিশ্বজুড়ে চলতে থাকা বিভিন্ন লিগের দরজাও। দীর্ঘ আইপিএলে সফরে পাশে থাকার জন্য সমস্ত ফ্র্যাঞ্চাইজিকে ধন্যবাদ। কৃতজ্ঞ আইপিএল, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের কাছে। চিরকাল মনের মণিকোঠায় থেকে যাবে আইপিএলকে ঘিরে অসাধারণ সব মুহূর্ত, সম্পর্কের স্মৃতি।'

২০০৮ সালে চেন্নাই দলে যোগ দিলেও কোনও ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি প্রথম মরশুমে। ২০০৯-এ আইপিএল অভিষেক। মেগা লিগে উইকেটের খাতা খুলেছিলেন শ্রীলঙ্কান কিংবদন্তি কুমার সাঙ্গাকারার উইকেট নিয়ে। শেষ শিকার বছর ১৪-র বৈভব সূর্যবংশী। সাঙ্গাকারা থেকে সূর্যবংশী-মাঝের পর্বে অশ্বীনের স্পিনের জাদু রং ছড়িয়ে আইপিএলে। ২০১০ ও ২০১১, সিএসকে-র আইপিএল জয়ের অন্যতম কারিগরও ছিলেন।

বারবার জার্সি বদলেছেন। পাঁচটি বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে খেলেছেন। কিন্তু বদলায়নি অশ্বীনের দাপট। শুধু স্পিন ম্যাজিক নয়, বিতর্কিত ঘটনায় বারবার খবরের শিরোনামে থেকেছেন। কখনও প্রতিপক্ষ ব্যাটারকে (জস বাটলার) 'মানকাড' রানআউটে বিতর্কের ঝড় বইয়ে দেওয়া তো, কখনও দলের স্বার্থে নিজেকে 'আউট' (আইপিএলে প্রথম রিটায়ার্ড আউট) করা। অশ্বীনের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে আইপিএল হারাল লিগের অন্যতম সেরা বর্ণময় চরিত্রকে।

মেগা লিগে সাফল্যের পরিসংখ্যানও চোখে পড়ার মতো। মোট ২২১টি ম্যাচ খেলে ১৮৭ উইকেট নিয়েছেন। সর্বাধিক উইকেট শিকারির নিরিখে যা পঞ্চম সেরা। মারকাটারি মেগা লিগের ব্যাটিং ধারণার মাঝেও বোলিং নিয়ন্ত্রণে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলেন অশ্বীন। ওভার পিছু রান দিয়েছেন আটের কম (৭.২)। একটা প্রান্তে ব্যাটারদের আটকে রেখে সতীর্থদের জন্য মঞ্চ গড়ে দিয়েছেন।

কিন্তু সব ভালোর শেষ আছে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে অশ্বীনের আইপিএল ভবিষ্যৎ নিয়ে টানাপোড়েন চলছিল। গতবার ৯.৭৫ কোটি টাকায় নিলাম থেকে তাঁকে দলে ফেরায় সুপার কিংস। যদিও প্রত্যাশিত সাফল্য পাননি। নিয়মিত জায়গাও মিলছিল না। ১৪ ম্যাচের মধ্যে খেলেন ৯টিতে। ওভার পিছু দিয়েছেন ৯.১২ রান। অশ্বীনের আইপিএল কেরিয়ার গড়ের চেয়ে অনেকটাই বেশি। খবর ভাসছিল, এবার অশ্বীনকে রাখতে চেন্নাই আগ্রহী নয়। সঞ্জু স্যামসনকে নেওয়ার জন্য অশ্বীনকে ছেড়ে দিতে পারে। ভারতের দ্বিতীয় সর্বাধিক টেস্ট উইকেট শিকারি যা হয়তো মানতে পারেননি।

মাথা উঁচু করে সরে দাঁড়ানোর ভাবনায় আইপিএলকেই বিদায়। যেমনটা করেছিলেন গত অস্ট্রেলিয়া সফরের মাঝে প্রিয় টেস্ট ফর্ম্যাটকে গুডবাই জানানোর সময়। অশ্বীনকে বসিয়ে নবাগত ওয়াশিংটন সুন্দরকে প্রাধান্য দেন হেডকোচ গৌতম গম্ভীর। মুখে কিছু না বললেও ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বকালের সেরা অফস্পিনারের আত্মাভিমানে যা আঘাত করেছিল। নিজেকে সরিয়ে নিতে দুইবার ভাবেননি। আইপিএল অবসরেও যেন তারই পুনরাবৃত্তি।

আইপিএল অবসরের ফলে দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ লিগ সহ অন্যান্য বিদেশি টুর্নামেন্টের দরজা খুলে যাচ্ছে অশ্বীনের জন্য। বিগ ব্যাশ, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, ওয়েস্ট ইন্ডিজে অনুষ্ঠিত লিগও রয়েছে। নিজের রাজ্য তামিলনাড়ুর প্রিমিয়ার লিগ তো রয়েছেই। এদিন যার পরিষ্কার ইঙ্গিতও দিয়েছেন। এখন দেখার পরবর্তী ইনিংসে অশ্বীন কোন পথে হাঁটেন।

এশিয়া কাপে পহলগাম ছায়া

নয়াদিল্লি, ২৭ অগাস্ট : দল ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। আর কয়েকদিনের মধ্যেই চূড়ান্ত কাউন্টডাউনও শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু তার আগে এশিয়া কাপের আসরে নয়া বিতর্ক। আর সেই বিতর্কের মধ্যে পহলগাম ছায়া।

গত ২৩ এপ্রিল জম্মু-কাশ্মীরের পহলগামে জঙ্গিহানার ঘটনা ঘটেছিল। প্রাণ হারিয়েছিলেন ২৬ জন। সেই ঘটনার পর ভারতীয় সেনার তরফে অপারেশন সিঁদুর করা হয়েছিল। আর তখনই ঠিক হয়েছিল, প্রতিবেশী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলা বন্ধ রাখার কথা। মাঝের কয়েক মাসে ছবিটা কিছুটা হলেও বদলেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি নিয়েই দুবাইয়ে এশিয়া কাপ খেলতে যাচ্ছেন সূর্যকুমার যাদবরা। ১৪ সেপ্টেম্বর এশিয়া কাপের মহারণ। পরস্পরের মুখোমুখি হতে চলেছে ভারত-পাকিস্তান। তার আগে সম্প্রচারকারী চ্যানেলে একটি প্রোমো চালু করা হয়েছে। সেই প্রোমোতে ভারত অধিনায়ক সূর্যের পাশে পাকিস্তানের শাহিন শা আফ্রিদি রয়েছেন। আর রয়েছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার বীরেন্দ্র শেহবাগ।

বিতর্কে বীরু

সম্প্রচারকারী চ্যানেলের প্রোমো সামনে আসতেই শুরু হয়েছে সমাজ মাধ্যমে প্রবল বিতর্ক। ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের একটা বড় অংশ এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচ বয়কটের ডাক দিয়েছেন। পহলগাম কাণ্ডের পরও কেন হবে দুই প্রতিবেশীর ক্রিকেট ম্যাচ, সেই প্রশ্ন উঠেছে। প্রাক্তন ক্রিকেটার শেহবাগ নিজেও পহলগাম কাণ্ডের পর পাকিস্তানকে বয়কটের ডাক দিয়েছিলেন। এখন তিনি কেন তাঁর অবস্থান বদল করলেন, সেই প্রশ্নে তুলোধোনা করা হয়েছে জাতীয় দলের প্রাক্তন ওপেনিং ব্যাটারকে। পহলগাম কাণ্ড কখনও ভোলা যাবে না। অথচ, সেই ঘটনার পর কেন এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলবেন শুভমান গিলরা, আর সেই ম্যাচের প্রোমো করবেন শেহবাগ, প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। যদিও স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে শেহবাগ বা বিসিসিআইয়ের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি। কিন্তু বিতর্ক চলছেই প্রবলভাবে।

গণেশ চতুর্থীতে বাড়িতে পুজোয় সূর্যকুমার যাদব। সঙ্গে স্ত্রী দেবিশা।

নয়া ইনিংসে নতুন উচ্চতা, বার্তা অশ্বীনের স্ত্রীর

চেন্নাই, ২৭ অগাস্ট : স্বচ্ছ ক্রিকেট ভাবনা।

স্পিন বৈচিত্র্যে বর্তমান প্রজন্মে নিজেকে অন্যতম সেরা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। গুলে খেয়েছেন ক্রিকেট আইনকেও। আইনের মধ্যে থেকে কোনও কিছু করতে দুইবার ভাবতেন না। বোলিং প্রান্তে ব্যাটারদের অনৈতিক সুবিধা আটকাতে রানআউটের পথেও হেঁটেছেন। তাঁর ক্রিকেটীয় স্পিরিট নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও কখনও সমালোচনাকে পাত্তা দেননি রবিচন্দ্রন অশ্বীন।

বাইশ গজে যে কোনও চ্যালেঞ্জ সামলাতে উদয় হয়েছেন নিত্যনতুন অস্ত্রের সম্ভার নিয়ে। মন্টি পানেসরের কাছে তিনি যথার্থ অর্থে স্পিনের বিজ্ঞানী। কারওর মতে অশ্বীনের অবসর আইপিএলের জন্য ক্ষতি। আগের মতো থাকবে না মেগা লিগ। অশ্বীনের স্ত্রী পৃথী নারায়ণ অবশ্য স্বামীর পরবর্তী ইনিংসের পথ চেয়ে। নতুনভাবে, নতুন রূপে, নতুন উচ্চতায় দেখতে চান প্রিয় মানুষটিকে।

স্পিন 'বিজ্ঞানী' বলছেন পানেসর

রবিচন্দ্রন অশ্বীনের আইপিএল অবসর ঘোষণার পর প্রতিক্রিয়ায় সেই আবেগ ধরা পড়ল পৃথী নারায়ণের আবেগতাড়িত সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে। যেখানে অশ্বীন-ঘরনী লিখেছেন, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি অশ্বীন। তোমাকে নতুন ভূমিকায় দেখার জন্য ছটফট করছি। মুখিয়ে আছি তোমাকে নতুন উচ্চতায় দেখার জন্য।'

সূত্রের খবর, ইংল্যান্ডের 'দ্য হান্ড্রেড' খেলার জন্য অশ্বীন নিজেও নাকি উৎসাহী। ইতিমধ্যে খোঁজখবরও নিয়েছেন। একাধিক দলও ভারতীয় অফস্পিনারকে নিয়ে আগ্রহী। সেক্ষেত্রে দুয়ে দুয়ে চার হলে, প্রথম ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে 'দ্য হান্ড্রেডে' দেখা যাবে রবিচন্দ্রন অশ্বীনকে।

আমি তোমাকে ভালোবাসি অশ্বীন। তোমাকে নতুন ভূমিকায় দেখার জন্য ছটফট করছি। মুখিয়ে আছি তোমাকে নতুন উচ্চতায় দেখার জন্য।

পৃথী নারায়ণ
(রবিচন্দ্রন অশ্বীনের স্ত্রী)

মন্টি পানেসরের কথায়, অশ্বীন হলেন যথার্থ অর্থে 'স্পিন বিজ্ঞানী'। ভারতীয় তারকার আইপিএল অবসর প্রসঙ্গে ইংল্যান্ডের প্রাক্তন স্পিনার বলেছেন, 'টি২০ ফরম্যাটে প্রথম ছাপ রাখে আইপিএলে। সময়ের সঙ্গে নিজেকে পরিণত, উন্নত করেছে। পরবর্তী সময়ে সমস্ত ফরম্যাটে সাফল্য পেয়েছে। ক্রিকেটের দারুণ ছাত্র। নতুন নতুন বল নিয়ে ব্যাটারদের সামনে হাজির হয়েছে। যথার্থ অর্থেই স্পিন বিজ্ঞানী।'

চেন্নাই সুপার কিংস
চিপকের নিজস্ব ক্যারম বল তারকা। ইয়োলো জার্সিতে প্রথমবার রানআপ থেকে বিশ্ব ক্রিকেটে দাপট দেখানো-আমাদের গর্বিত করেছ, সবকিছু দিয়েছ। আমাদের (চেন্নাই সুপার কিংস) ক্রিকেটীয় পরম্পরার অন্যতম স্তম্ভ। চিপককে দুর্গে পরিণত করার অন্যতম কারিগর।

ইরফান পাঠান
সাবাস দুরন্ত কেরিয়ারের জন্য। ভবিষ্যতের জন্য অনেক শুভেচ্ছা।

মুনাফ প্যাটেল
আগামী ইনিংসের জন্য অল দ্য বেস্ট আন্না।

কলকাতা নাইট রাইডার্স
তোমার অনুপস্থিতি আইপিএল আর আগের মতো থাকবে না। অ্যাশ আন্না পরবর্তী ইনিংসের জন্য তোমাকে অনেক শুভেচ্ছা।

আজ শুরু দলীপ, ফিরছেন সামি

এশিয়া কাপের আগেই ফিটনেস পরীক্ষা গিলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ অগাস্ট : তিনি এখন অনেকটা সুস্থ। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আরও সুস্থ হচ্ছেন শুভমান গিল।

কিন্তু তারপরও তাঁর ফিটনেস নিয়ে রয়েছে আশঙ্কা। সেই আশঙ্কা কাটানোর জন্যই ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে টেস্ট অধিনায়ক শুভমানকে বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে (সিওএ) যোগ দিতে বলা হয়েছে। জানা গিয়েছে, আগামী রবি অথবা সোমবার বেঙ্গালুরুর সিওএ-তে হাজির হচ্ছেন শুভমান।

ইংল্যান্ড সফরে ব্যাট হাতে ৭৫৪ রানের পাশে টিম ইন্ডিয়াকে দুর্দান্ত নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শুভমান। বিলেত থেকে দেশে ফেরার পর ছুটি কাটাচ্ছিলেন গিল। সেই সময়ই জ্বরে আক্রান্ত হন তিনি। আচমকা হওয়া ভাইরাল জ্বরে টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট অধিনায়ক এতটাই কাবু হয়ে পড়েছিলেন যে, আগামীকাল থেকে শুরু হতে চলা দলীপ ট্রফি থেকে সরে দাঁড়াতে হয় তাঁকে। বৃহস্পতিবার বেঙ্গালুরুতেই শুরু হচ্ছে দলীপ ট্রফি। যেখানে শুভমানের অনুপস্থিতিতে উত্তরাঞ্চলের অধিনায়ক কে হবেন, তা নিয়ে রয়েছে জল্পনা। রাতের দিকের খবর, দলের সহ অধিনায়ক অঙ্কিত কুমার উত্তরাঞ্চলের অধিনায়ক হতে চলেছেন। পূর্বাঞ্চলের বিরুদ্ধে উত্তরাঞ্চলের ম্যাচ দিয়ে কাল শুরু হচ্ছে দলীপ। শুভমানের অনুপস্থিতিতে দলীপের মূল আকর্ষণ হিসেবে সামনে চলে এসেছেন মহম্মদ সামি। দীর্ঘসময় পর চোট সারিয়ে ফিট হয়ে, আগের তুলনায় ওজন কমিয়ে মাঠে ফিরছেন সামি। জানা গিয়েছে, সামির পারফরমেন্স ও ফিটনেসের দিকে বিসিসিআইয়ের পাশে জাতীয় নির্বাচকদেরও নজর থাকবে। পূর্বাঞ্চল অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণও সামিকে নিয়ে আশাবাদী।

আগামীকাল মাঠে নেমে সামি কেমন পারফর্ম করেন, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে শুভমানকে নিয়ে চলছে চর্চা। ৯ সেপ্টেম্বর থেকে দুবাইয়ে শুরু হচ্ছে এশিয়া কাপের আসর। তার আগে ৪ সেপ্টেম্বর টিম ইন্ডিয়ার দুবাই পৌঁছানোর কথা। ৫ সেপ্টেম্বর থেকে দুবাইয়ে চার দিনের শিবির রয়েছে টিম ইন্ডিয়ার। তার আগে শুভমানকে নিয়ে চলছে প্রবল চর্চা। অক্ষর প্যাটেলের বদলে টিম ইন্ডিয়ার টি২০ স্কোয়াডের সহ অধিনায়কের দায়িত্ব পেয়েছেন শুভমান। এশিয়া কাপের আসরে শুভমানের দিকেও বিশেষ নজর থাকবে ক্রিকেটমহলের। কিন্তু তার আগে সবচেয়ে গুরুতর প্রশ্ন হল ভাইরাল জ্বরে আক্রান্ত গিল কি ফিট? এশিয়া কাপের আগে তিনি পুরো ফিট হয়ে যাবেন তো?

দলীপ ট্রফির জন্য ব্যাটিং অনুশীলনে চলেছেন মহম্মদ সামি। বেঙ্গালুরুতে।

আপাতত কোনও প্রশ্নেরই জবাব নেই। বিসিসিআইয়ের একটি সূত্রের খবর, আগামী সোমবার বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে শুভমানের ফিটনেস পরীক্ষার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই পরীক্ষার মাধ্যমেই স্পষ্ট হয়ে যাবে শুভমানের এশিয়া কাপ সম্ভাবনা। তবে ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য আপাতত সুখবর হল, টেস্ট অধিনায়ক গিলের ডাক্তারি পরীক্ষার যাবতীয় রিপোর্ট ভালোই।

কেন তাঁর নাম 'লালা', আজও জানেন না সামি

বেঙ্গালুরু, ২৭ অগাস্ট : তিনি ফিরছেন। মাস খানেক পর ফের বল হাতে বাইশ গজের দিকে দৌড় শুরু করতে চলেছেন মহম্মদ সামি।

বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হতে চলা দলীপ ট্রফির আসরে পূর্বাঞ্চলের হয়ে মাঠে নামার আগে সামি অদ্ভুত পরিস্থিতিতে। ভারতীয় দলে তাঁর ডাকনাম রহস্য নিয়ে ভাবনায় ডুবে তিনি।

'লালা'। ভারতীয় ক্রিকেটমহলে সবারই জানা, লালা সামির ডাকনাম। কিন্তু কেন তাঁর নাম লালা? কবে থেকে এই নামে তাঁকে ডাকা শুরু করেছিলেন সতীর্থরা? কে তাঁর নাম দিয়েছিলেন লালা? সর্বভারতীয় এক চ্যানেলে একান্ত সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে আজ সেই প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন সামি। তাঁর মনে হচ্ছে, প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলিই তাঁকে এমন নাম দিয়েছিলেন। কিন্তু কেন? সেটা আজও রহস্য সামির কাছে। দলীপে কামব্যাকের আগে সামি আজ বলেছেন, 'কবে থেকে লালা নামটা আমার সঙ্গে জুড়ে গেল, আজও জানি না। কে, কীভাবে নামটা দিয়েছিল, সেটাও জানি না। মনে হয় বিরাটভাই নামটা দিয়ে থাকবে। একমাত্র ওর পক্ষেই এমনটা সম্ভব।' কোহলি তাঁকে লালা নাম দিয়েছিলেন কিনা, পরের প্রশ্ন। সামির কথায়, 'এখন সবাই আমায় লালা নামেই ডাকে। এমনকি নতুন যে সব ছেলেরা দলে এসেছে, তারাও আমায় লালা নামেই ডাকে। অথচ, আমি নিজেই জানি না ঠিক কবে থেকে, কীভাবে এই নামটা আমার সঙ্গে জড়িয়ে গেল।'

> এখন সবাই আমায় লালা নামেই ডাকে। এমনকি নতুন যে সব ছেলেরা দলে এসেছে, তারাও আমায় লালা নামেই ডাকে। অথচ, আমি নিজেই জানি না ঠিক কবে থেকে, কীভাবে এই নামটা আমার সঙ্গে জড়িয়ে গেল। -মহম্মদ সামি

নিজের ডাকনাম রহস্যের কারণ না জানলেও সামি আপাতত মাঠে ফেরার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন। ওজন কমিয়েছেন। আগের তুলনায় অনেক বেশি ফিট হয়েছেন। তাঁর ছিপছিপে চেহারা দেখে অনেকে অবাক হয়েছেন। সামি বলছেন, 'সময়ের দাবি মেনে নিজেকে আগের তুলনায় অনেক বেশি ফিট করেছি। খুব ফুরফুরে লাগছে নিজেকে। দলীপে মাঠে নামার জন্য আমি তৈরি। পূর্বাঞ্চলের হয়ে সেরাটা দিতে আমি তৈরি।'

কমনওয়েলথ গেমসের জন্য বিড করছে ভারত

নয়াদিল্লি, ২৭ অগাস্ট : ২০৩০ কমনওয়েলথ গেমস আয়োজনের জন্য বিড করতে চলেছে ভারত। কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের এই প্রস্তাব ইতিমধ্যে অনুমোদন করেছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা।

গুজরাটের আহমেদাবাদ শহরে কমনওয়েলথ গেমস আয়োজন করতে চায় ভারত। এখানে এর আগে ২০২৩ ক্রিকেট বিশ্বকাপের ম্যাচ সফলভাবে আয়োজন করা হয়েছিল। এমনকি এই আহমেদাবাদেই ২০৩৬ অলিম্পিক আয়োজন করার পরিকল্পনা রয়েছে ভারতের। তার আগে কমনওয়েলথ গেমস আয়োজন করে পরিকাঠামো গড়ে তুলতে চাইছে ভারত। সম্প্রতি কমনওয়েলথ স্পোর্টসের ডিরেক্টর অফ গেমস ড্যারেন হলের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল আহমেদাবাদ শহর পরিদর্শন করে গিয়েছে।

তবে ২০৩০ কমনওয়েলথ গেমস আয়োজনের জন্য ভারতকে নাইজিরিয়া সহ আরও কয়েকটি দেশের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। আগামী নভেম্বরে কমনওয়েলথ গেমসের সাধারণ সভার পর আয়োজক দেশের নাম ঘোষণা করা হবে। এর আগে ২০১০ সালে দিল্লিতে কমনওয়েলথ গেমসের আয়োজন করেছিল ভারত।

বুচিবাবুতে জয়ের স্বপ্ন দেখছে বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ অগাস্ট : প্রথম ইনিংসে লিড এল। সঙ্গে সরাসরি ম্যাচ জয়ের স্বপ্ন দেখাও শুরু হল বাংলা শিবিরে।

চেন্নাইয়ে আমন্ত্রণমূলক বুচিবাবু প্রতিযোগিতায় গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচের দ্বিতীয় দিনের শেষে সরাসরি জয়ের স্বপ্ন দেখছে বাংলা। গতকালের ৫৭/৪ থেকে শুরু করে আজ সৌরভকুমার সিং (৭৯) ও অভিষেক পোড়েলের (৪৪) লড়াইয়ে ২৪১ রানে প্রথম ইনিংস শেষ হয় বাংলার। ৩৮ রানে পিছিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে তামিলনাড়ুর সংগ্রহ ১৪৭/৩। ১০৯ রানে পিছিয়ে থাকা বাংলাকে বল হাতে জয়ের স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেছেন আমির গনি ও বিশাল ভাট্টি। গনি নিয়েছেন দুই উইকেট। ভাট্টি এক। বাংলা শিবিরের আশা অন্তত ১৭০-১৮০ রানের লক্ষ্য তাড়া করা যাবে আগামীকাল ম্যাচের শেষ দিনে।

স্কিন ক্যানসার, অস্ত্রোপচার ক্লার্কের

সিডনি, ২৭ অগাস্ট : স্কিন ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে আবার অস্ত্রোপচার করাতে হল মাইকেল ক্লার্ককে। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক নিজেই সমাজমাধ্যমে সে খবর দিয়েছেন। অস্ত্রোপচারের পর নিজের ছবি পোস্ট করে, একথা জানিয়েছেন। সমর্থকদের অবশ্য আশ্বস্ত করে অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বজয়ী অধিনায়ক বলেছেন, নিয়মিত পর্যবেক্ষণের মধ্যে রয়েছেন। প্রয়োজনমাফিক চিকিৎসা চলছে।

ইনস্টাগ্রাম পোস্টে ক্লার্ক লিখেছেন, স্কিন ক্যানসারের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে অস্ট্রেলিয়ায়। এদিন অস্ত্রোপচার করে নাকের থেকে যা (স্কিন সেলের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি) কেটে বাদ দিতে হয়েছে। সবাইকে পরামর্শও দিয়েছেন, নিয়মিত স্কিন টেস্ট করানোর। ক্লার্কের যুক্তি, যে কোনও রোগ হওয়ার আগে, তা

প্রতিরোধ শ্রেয়। এরজন্য নিয়মিত পর্যবেক্ষণ দরকার। শুরুতে ক্যানসার ধরা পড়া গুরুত্বপূর্ণ। শুরুতেই ধরা পড়া এবং তার চিকিৎসার চন্য চিকিৎসকদের কাছে কৃতজ্ঞ ক্লার্ক।

অস্ট্রেলিয়ার প্রথমসারির এক দৈনিকের দাবি, ২০০৬ সালে প্রথমবার ক্যানসার ধরা পড়ে ক্লার্কের। সেবারও অস্ত্রোপচার করাতে হয়। পরবর্তী সময়ে একাধিকবার স্কিন ক্যানসারের জন্য একই পথে হাঁটতে হয়েছে। ক্লার্ক বলেছেন, 'প্রত্যেকবার শরীরে বাসা বাঁধা ক্যানসারের অংশ বারবার কেটে বাদ দিতে হয়েছে। বেশিরভাগই আমার মুখে। কেরিয়ারের লম্বা সময় খোলা আকাশ, সূর্যের মধ্যে কাটাতে হয়েছে। তারই কুফল এটা।'

ফিফার সতর্কবার্তা কল্যাণকে

অক্টোবরের মধ্যে সংবিধান কার্যকর না করলে বহিষ্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ অগাস্ট : অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনকে সময়সীমা বেঁধে দিল ফিফা।

আগেই জানানো হয়েছিল, ফিফা ফের বহিষ্কারের হুমকি দিয়েছে এআইএফএফকে। এবার সরাসরি চিঠি এসে পৌঁছাল ফেডারেশনের সদর দপ্তরে। কল্যাণ চৌবেকে লেখা চিঠিতে পরিষ্কার সতর্ক করে লেখা হয়েছে, ৩০ অক্টোবরের মধ্যে পরিবর্তিত সংবিধান কার্যকর না করলে আবারও আন্তর্জাতিক আঙিনা থেকে এআইএফএফ-কে বহিষ্কার করা হবে। তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ থেকে যেন বিরত রাখা হয় ফুটবলকে। এই চিঠিতে সই করেছেন ফিফার সদস্য অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য এল্কহান মাহাদভ ও এএফসি সহ মহাসচিব ভাহিদ কারদানে। ২০১৭ সাল থেকে সুপ্রিম কোর্টের অধীনে রয়েছে ফেডারেশনের সংবিধান। ফিফার এই চিঠিতে লেখা হয়েছে 'ভারতীয় ফুটবলকে ঘিরে দীর্ঘ সময় ধরে চলা অভিযোগ-পালটা অভিযোগ এবং আইনি টানাপোড়েন চলছেই।' সুপ্রিম কোর্টের অনুমোদন নিয়ে দ্রুত সংবিধান কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফিফা ও এএফসি-র সবরকম নিয়ম মেনেই যেন জেনারেল বডি তৈরি করা হয়, একথাও লেখা হয়েছে চিঠিতে। আর এগুলো ঠিকমতো মানা না হলে যে এআইএফএফ-কে বহিষ্কার করা হবে, খুব কঠোর ভাষায় এই কথা জানানো হয়েছে। ২০২২ সালেও ঠিক একইভাবে ভারতীয় ফুটবল ফিফা-ব্যানের সামনে পড়ে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের জন্য। কারণ সেই সময় সুপ্রিম কোর্ট একটি কমিটি গড়ে দিয়েছিল ফেডারেশনের কাজ চালানোর জন্য। তবে ফিফা-ব্যানের পরই অবশ্য দ্রুত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ও কল্যাণের নেতৃত্বে কমিটি গঠন করা হয়।

মজার কথা হল, এবার গ্রীষ্মাবকাশে যাওয়ার আগেই সুপ্রিম কোর্ট জানায়, তাদের সংবিধান তৈরি। জুলাইয়ে আদালতের কাজ শুরু হলেই যা ফেডারেশনের হাতে তুলে দেওয়া হবে। কিন্তু ফের জাতীয় ক্রীড়ানীতি নতুন করে সংসদে পাশ হওয়ায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের জন্য এখনও সেই সংবিধান আদালতেই থেকে গিয়েছে। আশা করা হচ্ছে ২৮ অগাস্ট শুনানির পরই এই বিষয়ের উপর কিছুটা আলো পড়বে এবং এরই মধ্যে ফেডারেশন ও এফএসডিএল নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ফুটবল শুরু করার বিষয়ে অগ্রসর হওয়ার মধ্যেই এই চিঠি ফের দুশ্চিন্তার কালো মেঘ তৈরি করে দিল ভারতীয় ফুটবল আকাশে। কারণ কোনও কারণে অক্টোবরের মধ্যে নতুন কমিটি তৈরি না হলে ফের ব্যানের সম্মুখীন হয়ে এদেশের ফুটবলই থমকে যেতে পারে।

ইউএস ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠে কোকো গফ (বাঁয়ে) ও জানিক সিনার। ছবি : এএফপি

ডুরান্ড কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি। ফ্র্যাঞ্চাইজির অন্যতম কর্ণধার জন আব্রাহামের হাতে প্রেসিডেন্টস কাপ তুলে দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতি ভবন রাইসিনা হিলসে বুধবার।

দুসানবেতে পৌঁছেই মাঠে ভারতীয় দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ অগাস্ট : দুসানবেতে অনুশীলন শুরু করে দিল ভারতীয় দল।

মঙ্গলবার ভারতীয় সময় রাতের দিকে তাজিকিস্তানের রাজধানীতে পৌঁছান খালিদ জামিল ও তাঁর ছেলেরা। যদিও গোটা দল একসঙ্গে যেতে পারেনি বেঙ্গালুরু থেকে। একদল ফুটবলার নয়াদিল্লি হয়ে এবং বাকিরা দুবাই হয়ে দুসানবে পৌঁছায়। তবে লম্বা সফরের ক্লান্তি কাটাতেই গোটা দলকে এদিন সারাটাদিন বিশ্রাম দেন খালিদ। যদিও সময় নষ্ট না করে বিকেলেই অনুশীলনে নেমে পড়ে ভারতীয় দল। ২৯ অগাস্ট ভারতের প্রথম ম্যাচ আয়োজক দল তাজিকিস্তানের বিপক্ষে। পরবর্তী দুই ম্যাচ ১ ও ৪ সেপ্টেম্বর যথাক্রমে ইরান ও আফগানিস্তানের সঙ্গে খেলবে খালিদের দল। এই কাফা নেশনস কাপে এবারই প্রথম অংশ নিচ্ছে ভারত। আর জাতীয় দলের দায়িত্ব নিয়ে এই টুর্নামেন্টই প্রথম পরীক্ষা খালিদ জামিলের। বলতে গেলে এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বে শক্তিশালী সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে অক্টোবরে মাঠে নামার আগে ভারতীয় দলের সমস্যা ঠিক কোথায় সেইসবও এখান থেকেই বুঝে নিতে হবে সদ্য নিযুক্ত কোচকে। যদিও জাতীয় দলের জন্য এবার ফুটবলার ছাড়েনি মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। ফলে গত কয়েক মরশুম প্রথম একাদশে খেলা ফুটবলারদের অনেকেই নেই দলে। নতুনদের দেখে নেওয়ার জন্য সুনীল ছেত্রীকে শিবিরেই ডাকেননি খালিদ।

এই ভাঙাচোরা দল নিয়ে নয়া কোচ যদি গোটা দলকে মানসিকভাবে চাঙ্গা করতে পারেন, তাহলে সেটাই হবে তাঁর কৃতিত্ব। যা তিনি পারবেন বলেই মনে করা হচ্ছে।

ফের হেরে বিদায়ের পথে মোহনবাগান

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-০
ক্যালকাটা কাস্টমস-১ (রৌনক)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ অগাস্ট : কলকাতা ফুটবল লিগে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের জন্য সুপার সিক্সের দরজা কি বন্ধ হয়ে গেল? সরকারিভাবে এখনই সেই কথা বলা যায় না। তবে বুধবার ক্যালকাটা কাস্টমসের কাছে ১-০ গোলে হারের পর পরিস্থিতি যা তাতে কার্যত দৌড় থেকে ছিটকে গেল সবুজ-মেরুন।

হ্যাটট্রিক করার পরের ম্যাচেই খালি হাতে ফিরলেন শিবম মুন্ডা।

এদিন ম্যাচের সিংহভাগ সময় কাস্টমসেরই প্রাধান্য বেশি ছিল। তুলনায় মোহনবাগানকে বেশ অগোছালো দেখাল। তার মধ্যেও ১০ মিনিটে গোলমুখ প্রায় খুলে ফেলেছিলেন সবুজ-মেরুনের তুষার বিশ্বকর্মা। তাঁর শট কাস্টমস গোলরক্ষকের হাতে লেগেও গোলেই ঢুকছিল। অফসাইডে থাকা মহম্মদ বিলাল ওই বলে পা ছোঁয়ানোয় গোল বাতিল হয়ে যায়। প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে কাস্টমস গোলরক্ষকের ভুলে আরও একবার বক্সে বল পান তুষার। তবে তিনি নিজে তা কাজে লাগাতে পারলেনই না। পাশে ফাঁকায় থাকা শিবম মুন্ডাকে পাস বাড়ালে তিনিও গোল করতে পারতেন। কিন্তু তাও করলেন না তুষার। দ্বিতীয়ার্ধেও ছবিটা বিশেষ বদলাল না। বারবারই কাস্টমস রক্ষণের জালে আটকে পড়লেন শিবম মুন্ডা, পীযূষ ঠাকুরি, থুমসল টংসিনরা। উল্টোদিকে বাগান রক্ষণে ক্রমাগত চাপ বজায় রেখে গেল কাস্টমস। ১৪ মিনিটে রবি হাঁসদার ভলি কোনওমতে রুখে দেন মোহনবাগান গোলরক্ষক দীপ্রভাত ঘোষ। গোটা ম্যাচে একাধিক নিশ্চিত গোল বাঁচান তিনি। ২৭ মিনিটে রিকি ঘরামির শট কর্নারের বিনিময়ে বিপন্মুক্ত করেন। দ্বিতীয়ার্ধে ৭০ মিনিট নাগাদ বক্সের মধ্যে থেকে ঝন্টু প্রসাদের শট রুখে দেন সেই দীপ্রভাত। তবে শেষরক্ষা হল না। শেষ বাঁশি বাজার মিনিটখানেক আগে বক্সের একেবারে প্রান্ত থেকে রৌনক পালের বাঁ পায়ের শট গোলে ঢুকে যায়। দীপ্রভাত কিছুটা এগিয়ে যাওয়ায় বলের নাগাল পাননি।

এই হারের ফলে সবুজ-মেরুনের সুপার সিক্সের রাস্তা কার্যত বন্ধ হয়ে গেল। ৯ ম্যাচ খেলে মোহনবাগানের ঝুলিতে ১৪ পয়েন্ট। মাঝে মেসারার্স ম্যাচে দল না নামানোয় একটা ম্যাচ কম খেলে রয়েছে তারা। যদিও ওই ম্যাচের ভাগ্য আইএফএ লিগ সাব-কমিটির হাতে ঝুলে। এই মুহূর্তে যা পরিস্থিতি তাতে গ্রুপের শেষ ম্যাচ জিতলেও সর্বোচ্চ ১৭ পয়েন্টে পৌঁছোবে মোহনবাগান। সেখানে এদিনের জয়ের সুবাদে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের তিন নম্বরে পৌঁছে গেল কাস্টমস।

মোহনবাগান : দীপ্রভাত, পিয়ুষ, বিলাল, আদিত্য মণ্ডল (রোহন), মার্শাল, নিশার, মিংমা (পবিত্র), আদিত্য অধিকারী (রোহিত), টংসিন (বিভান), তুষার (সাহিল), শিবম।

খাদের কিনারা থেকে দ্বিতীয় রাউন্ডে গফ

নিউ ইয়র্ক, ২৭ অগাস্ট : একপেশে জয়। চ্যাম্পিয়নের মতোই ইউএস ওপেন অভিযান শুরু করলেন জানিক সিনার।

গতবারের চ্যাম্পিয়ন সিনারের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারলেন না চেক প্রজাতন্ত্রের ভিট কপরিভা। সিনার ম্যাচ জিতলেন ৬-১, ৬-১, ৬-২ গেমে। মঙ্গলবার কয়েক মুহূর্তের জন্য ম্যাচটির সম্প্রচারে ব্যাঘাত ঘটে। আসলে এনএফএল তারকা ট্রাভিস কেলসের সঙ্গে বাগদান পর্ব সেরেছেন বিখ্যাত পপ গায়িকা টেলর সুইফট। এদিন সেই খবর সামনে আসতেই বিশ্বজুড়ে আলোড়ন পড়ে যায়। দুই ধারাভাষ্যকার কয়েক মিনিটের জন্য ম্যাচ থেকে চোখ সরিয়ে নজর দিয়েছিলেন ওই খবরে।

ইউএস ওপেন প্রথম রাউন্ডে স্ট্রেট সেটে ম্যাচ জিতলেন আলেকজান্ডার ভেরেভও। দুই ঘণ্টার লড়াইয়ে আলেজান্দ্রো টাবিলোকে ৬-২, ৭-৬, ৬-৪ গেমে হারালেন

সহজ জয় সিনার, সোয়াতেকের

পুরুষ সিঙ্গলসের তৃতীয় বাছাই ভেরেভ। মহিলা সিঙ্গলসে প্রথম রাউন্ডে খাদের কিনারা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ম্যাচ জিতলেন কোকো গফ। আজলা টোমলানোভিচকে ৬-৪, ৬-৭ (২/৭), ৭-৫ গেমে হারালেন তিনি। এদিন শুরু থেকেই সার্ভিসে বারবার ভুল করছিলেন গফ। এমনকি দ্বিতীয় সেটে একটা সময় ৪-২ গেমে এগিয়ে গিয়েও টোমলানোভিচের কাছে সেট হাতছাড়া করেন। শেষপর্যন্ত অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েই ম্যাচ জিতলেন গফ। তিনি স্বীকারও করে নিয়েছেন, ম্যাচটা স্ট্রেট সেটে জিততে পারতেন। বলেছেন, 'নিজেই ম্যাচটা কঠিন করে ফেলেছিলাম। পারফরমেন্সে একেবারেই খুশি নই।' অন্যদিকে সহজ জয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডের ছাড়পত্র পেলেন নাওমি ওসাকা। বেলজিয়ামের গ্রিট মিনেনকে স্ট্রেট সেটে হারান তিনি। ম্যাচের ফল ৬-৩, ৬-৪। প্রথম রাউন্ডের ম্যাচে ইগা সোয়াতেকের সামনে দাঁড়াতেই পারেননি কলম্বিয়ার এমিলিয়ানা আরাঙ্গো। সোয়াতেক ম্যাচ জেতেন ৬-১, ৬-২ গেমে।

রুপো অনীশের

তাসখন্দ, ২৭ অগাস্ট : এশিয়ান শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে অল্পের জন্য সোনা হাতছাড়া ভারতীয় শুটার অনীশ ভানওয়ালার। বুধবার পুরুষদের ২৫ মিটার র‍্যাপিড ফায়ার পিস্তলে রুপো জিতেছেন অনীশ। ফাইনালে তিনি ৩৫ স্কোর করেন। মাত্র এক পয়েন্টের জন্য সোনা জিততে ব্যর্থ ভারতীয় শুটার। সোনা জিতেছেন চিনের সু লিয়ানবোফন।

মঙ্গলবার অলিম্পিয়ান শুটার সিফট কাউর সামারা মহিলাদের ব্যক্তিগত বিভাগে ৫০ মিটার রাইফেল থ্রি পজিশনে সোনা জিতেছিলেন। এখনও পর্যন্ত সিনিয়ার ও জুনিয়ার মিলিয়ে এই প্রতিযোগিতায় ভারতের সংগ্রহ মোট ৭২টি পদক। এর মধ্যে ৩৯টি সোনা রয়েছে।

আজ ফের ৯০ পার করতে মরিয়া নীরজ

জুরিখ, ২৭ অগাস্ট : দোহায় ৯০ মিটার পার করেছিলেন। বৃহস্পতিবার আরও একবার সেই লক্ষ্য নিয়ে নামছেন নীরজ চোপড়া।

সুইৎজারল্যান্ডের জুরিখে ডায়মন্ড লিগের ফাইনালে নামছেন নীরজ। মেগা ইভেন্টের আগে বেশ শান্ত, একইসঙ্গে আত্মবিশ্বাসী পানিপতের জ্যাভলিন থ্রোয়ার। ফাইনালে ৭ অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে তালিকায় রয়েছে বিশ্বসেরা জুলিয়ান ওয়েবারের নাম। তাঁকেই সবচেয়ে কঠিন প্রতিপক্ষ হিসাবে দেখছেন নীরজ। সরাসরিই বললেন, লড়াইটা সহজ হবে না। ভারতের তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ার বলেছেন, 'শেষ দুই বছরের পারফরমেন্স বিচার করলে এই মুহূর্তে সবচেয়ে কঠিন প্রতিপক্ষ জুলিয়ান ওয়েবার। উনি সত্যিই ভালো খেলছেন। দোহাতে ৯১ মিটার, ব্রাসেলসে ৮৯ মিটার থ্রো করেছিলেন। তবে জুলিয়ান আমার ভালো বন্ধুও। ওঁকে প্রতিপক্ষ হিসেবে পেতে ভালোই লাগে।'

ডায়মন্ড লিগে আজ
পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রো
সময় : রাত ১১.১৫ মিনিট
স্থান : জুরিখ
সম্প্রচার : টুর্নামেন্টের ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক পেজ

ওয়েবার ছাড়াও প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন অ্যান্ডারসন পিটার্স ও অলিম্পিকে সোনাজয়ী জুলিয়াস ইয়েগো, কেশর্ন ওয়ালকটের মতো অ্যাথলিটদের কঠিন চ্যালেঞ্জ সামলাতে হবে নীরজকে। তবে খেতাবের পাশাপাশি আরও একটা লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে নামছেন তিনি। দোহায় ৯০.২৩ মিটার থ্রো করেছিলেন নীরজ। এবার সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্য। তবে তাঁর পাখির চোখ অক্টোবরে বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে খেতাব জয়।

ত্রিপুরার পথে বিজয় শংকর

চেন্নাই, ২৭ অগাস্ট : হনুমা বিহারীর পর এবার বিজয় শংকর। আসন্ন ঘরোয়া মরশুমে নিজের রাজ্য তামিলনাড়ু ছেড়ে ত্রিপুরায় যোগ দিতে চলেছেন তিনি। সম্প্রতি তাঁর নিজের রাজ্য তামিলনাড়ু ক্রিকেট সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হয়েছে। দুই পক্ষের মধ্যে মতের অমিল হওয়ার পাশে তামিলনাড়ুর হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে নিয়মিত সুযোগ পাচ্ছিলেন না তিনি। তাই তামিলনাড়ু থেকে এনওসি নিয়ে ত্রিপুরায় যোগ দিতে চলেছেন তিনি। উল্লেখ্য, জাতীয় দলের হয়ে মোট ৯টি টি২০ ও ১২টি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন তিনি।

পুরস্কার পাচ্ছে ম্যাকোর অ্যাকাডেমি

কলকাতা, ২৭ অগাস্ট : শনিবার সিএবি-র বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পুরস্কার পাচ্ছে শিবশংকর পাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। অম্বর রায় ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৩ ক্রিকেটে সেরা শৃঙ্খলাপরায়ণ দলের স্বীকৃতি দেওয়া হবে ম্যাকোর অ্যাকাডেমিকে।

পদক গলায় অঙ্কিতকুমার পাল, মিতালি মালি ও মধুমিতা বর্মন।

৫ পদক দক্ষিণ দিনাজপুরের

বালুরঘাট, ২৭ অগাস্ট : কলকাতার ক্ষুদিরাম বসু অনুশীলন কেন্দ্রে আয়োজিত রাজ্য স্কুল তাইকোন্ডোতে ৫ পদক এল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ঘরে। অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের ৭৩ কেজি বিভাগে সোনা জিতেছে অঙ্কিতকুমার পাল। সে জাতীয়স্তরের প্রতিযোগিতায় নামার ছাড়পত্র পেয়েছে। একই বিভাগে ৫৫ কেজি ওজন বিভাগে আয়ুষ লাহা পেয়েছে ব্রোঞ্জ। অনূর্ধ্ব-১৯ মেয়েদের ৪৯ কেজি বিভাগে মিতালি মালি ব্রোঞ্জ পেয়েছে। অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের ৬৩ কেজি বিভাগে মধুমিতা বর্মন জিতেছে ব্রোঞ্জ। অনূর্ধ্ব-১৪ মেয়েদের ৪৪ কেজিতে ব্রোঞ্জ পেয়েছে অরিশা ঘোষ।

আজ ফাইনালে নামবে নন্দঝাড়

রায়গঞ্জ, ২৭ অগাস্ট : সুব্রত কাপ অনূর্ধ্ব-১৭ মহিলা ফুটবলের ফাইনাল বৃহস্পতিবার হবে। বিআর আম্বেদকার স্টেডিয়ামে উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখরের নন্দঝাড় আদিবাসী তপশিলী উচ্চবিদ্যালয়ের প্রতিপক্ষ অসমের বেতকুচি উচ্চবিদ্যালয়। ম্যাচ শুরু হবে বিকাল সাড়ে পাঁচটায়।

চ্যাম্পিয়ন বুলবুলচণ্ডী

মালদা, ২৭ অগাস্ট : জোনাল কাউন্সিল ফর স্কুল গেমস অ্যান্ড স্পোর্টসের অনূর্ধ্ব- ১৭ কাবাডিতে চ্যাম্পিয়ন হল বুলবুলচণ্ডী গিরিজা সুন্দরী বিদ্যামন্দির। বুধবার ফাইনালে তারা ৪৯-১৬ পয়েন্টে জগজ্জীবনপুর হাইস্কুলকে হারিয়েছে। ফাইনালের সেরা বুলবুলচণ্ডীর অরিন্দম সিংহ। *ছবি : জসিমুদ্দিন আহম্মদ*

চ্যাম্পিয়ন হয়ে বুলবুলচণ্ডী গিরিজা সুন্দরী বিদ্যামন্দির।

ম্যাচের সেরা হয়ে জয়দেব টুডু। ছবি : জসিমুদ্দিন আহম্মদ

সেমিতে হাতিমারি

মালদা, ২৭ অগাস্ট : জেলা ক্রীড়া সংস্থার দ্বিতীয় ডিভিশন ফুটবল লিগে সেমিফাইনালে উঠল হাতিমারি হাইস্কুল। বুধবার কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ২-১ গোলে হাটিন্ডা রানিং সংঘকে হারিয়েছে। হাতিমারির অসিত সোরেন ও সমীর মুর্মু গোল করেন। রানিংয়ের গোলটি সুদীপ মুর্মুর। ম্যাচের সেরা হন জয়দেব টুডু। অন্যদিকে, প্রথম ডিভিশনে বিলাইকন্দর এফসি না আসায় মালদা প্রান্তিক ক্লাবকে ওয়াকওভার দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
দার্জিলিং-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দার্জিলিং - এর একজন বাসিন্দা বিনয় রাজ ইয়ঞ্জন - কে 02.06.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 77C 45617 নম্বরের টিকিটটি এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি যখন আমার স্বপ্ন পূরণের জন্য সঠিক সুযোগ খুঁজছিলাম, তখন ডিয়ার লটারি আমার জীবনে আশীর্বাদ স্বরূপ এসেছে এবং এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভের মাধ্যমে আমাকে কোটিপতি বানিয়েছে। এই বিশাল জয় আমার মতো অনেক সাধারণ মানুষের কাছে সত্যিই সাহায্যকারী এবং আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে কৃতজ্ঞ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

চ্যাম্পিয়ন হয়ে সুকদেবপুর এসসি হাইস্কুল ও সুদর্শননগর হাইস্কুল।

সেরা সুকদেবপুর, সুদর্শননগর

বুনিয়াদপুর, ২৭ অগাস্ট : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের খো খো-তে অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের চ্যাম্পিয়ন হল সুকদেবপুর এসসি হাইস্কুল। বুনিয়াদপুরের নারায়ণপুর হাইস্কুল মাঠে ফাইনালে তারা ১ ইনিংস ও ৬ পয়েন্টে দিওর পান্নাউল্লা হাইস্কুলকে হারিয়েছে। অনূর্ধ্ব-১৪ ছেলেদের চ্যাম্পিয়ন সুদর্শননগর হাইস্কুল। ফাইনালে তারা ৬ পয়েন্টে সুকদেবপুরের

হ্যাটট্রিক আসিবের

বালুরঘাট, ২৭ অগাস্ট : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে বুধবার শিরোহি ফুটবল ক্লাব ২-০ গোলে ঝাপুর্সি ফুটবল ক্লাবকে হারিয়েছে। ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের মাঠে জোড়া গোল করেন তপন মুর্মু। একই মাঠে অন্য ম্যাচে নেতাজি স্মৃতি ক্লাব ৫-১ গোলে গোপালবাটি এএসএস-র বিরুদ্ধে জয় পায়। নেতাজির আসিব হাঁসদা হ্যাটট্রিক করেন। তাদের বাকি গোল দুইটি সুরজিৎ হাঁসদা ও সমরজিৎ টুডুর। গোপালবাটির গোলটি সন্তোষ সোরেনের।

সেরা লিটল স্টার

পতিরাম, ২৭ অগাস্ট : বিকোলিনী ফুটবল মাঠে আমরা কজনের ৮ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে লিটল স্টার দল। ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে ভাইভাই একাদশকে হারিয়েছে।

চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দল।

সেরা হেমরম

কুমারগঞ্জ, ২৭ অগাস্ট : কমলপুর মাঠে আমরা কজনের ৮ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল হেমরম একাদশ। বুধবার ফাইনালে তারা ১-০ গোলে জিতেছে সুফল একাদশের বিরুদ্ধে। চ্যাম্পিয়নদের ট্রফি ও ২ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। রানার্সরা ট্রফির সঙ্গে পেয়েছে দেড় হাজার টাকা।

সেমিতে বেতগুড়ি

মালবাজার, ২৭ অগাস্ট : ডামডিম ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের ভীম বাহাদুর দার্নাল, বাঞ্ছারাম সাহা ও পবিত্রকুমার দে ট্রফি ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল বেতগুড়ি চা বাগান। বুধবার দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে বিন্নাগুড়ি এফসি-কে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ১-১ ছিল। বেতগুড়ির পরিমল পান্না ও বিন্নাগুড়ির সুমিত

ট্রফি নিচ্ছে পরানপুর হাইস্কুল দল। ছবি : মুরতুজ আলম

জোড়া খেতাব কুশিদা, পরানপুরের

সামসী, ২৭ অগাস্ট : চাঁচল মহকুমা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের খো খো-তে অনূর্ধ্ব-১৪ ছেলে ও মেয়েদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল পরানপুর হাইস্কুল। অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলে ও মেয়েদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন কুশিদা হাইস্কুল। ক্রীড়া পর্ষদের সচিব প্রিয়জিৎ সরকার জানিয়েছেন, মহকুমা পর্যায়ের চ্যাম্পিয়নরা জেলাস্তরে অংশ নেবে।

মাল জোনের দলে আদর্শর ৩

মালবাজার, ২৭ অগাস্ট : মৌলানি হাইস্কুলের মাঠে আয়োজিত জোনাল স্কুল খো খো প্রতিযোগিতায় রানার্স হয়েছিল মাল আদর্শ বিদ্যাভবন। তাদের তিন খেলোয়াড় অভিরূপ সেন, তন্ময় কান্তি বর্মন, শিব ওরাওঁ অনূর্ধ্ব-১৪ মাল জোনের দলে সুযোগ পেয়েছে। তারা বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি রথেরহাট